রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা
জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা–১২৪
মোবাইল – ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

৫৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড
নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা প্রি–প্রাইমারি মন্তেসরি টিচার্স ট্রেনিং–
ভর্তি চলিতেছে
এর জন্য যোগাযোগ করুন
(ব্রতচারী কম্পিউটার সহ)
২১, কে বি বসু রোড, লরি স্ট্যান্ড
এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে, বারাসত,
কলকাতা–১২৪
ফোন : ৯৮৩৬১৮৪৭১২/৮৬২২৯৫৪৩৩২

কলকাতা ঃ ৫৪ বর্ষ, ২২ সংখ্যা, ৩০ ফাল্গুন – ৬ চৈত্র, ১৪২৬ ঃ ১৪ মার্চ – ২০ মার্চ, ২০২০

Kolkata : 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 22, 14 March - 20 March, 2020 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার: আই বি আধিকারিক অঙ্কিত শর্মাকে নৃশংসভাবে হত্যার

অভিযোগে ধৃত প্রাক্তন আম আদমি পার্টি কাউন্সিলর তাহির হুসেনকে ৭ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিল আদালত। উল্লেখ, দিল্লি দাঙ্গার সময়ই অঙ্কিত শর্মাকে পরিকল্পিতভাবে খুনের অভিযোগ ওঠে তাহির হুসেনের বিরুদ্ধে। তাকে দল থেকে বহিষ্কার করেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। অঙ্কিত শর্মার শরীরে ৪০০ বার ছুরিকাঘাত করারও অভিযোগ উঠেছে।

রবিবার: ইয়েস ব্যাঙ্ককে ভরাডুবির হাত থেকে বাঁচাতে এবার

উদ্যোগী হল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। এ স বি আ ই ইয়েস ব্যাঙ্কের ৪৯ শতাংশ শেয়ার কিনে নিতে চলেছে। তাছাড়াও বিনিয়োগ করতে চলেছে ২,৪৫০ কোটি টাকা। ইতিমধ্যেই ইয়েস ব্যাঙ্কের প্রাক্তন সিইও রাণা কাপুরের মুম্বইয়ের বাসভবনে তল্লাশি চালিয়েছে ইডি।

সোমবার: রাজ্যসভায় তৃণমূলের ৪ প্রার্থীর তালিকায় জায়গা করে

নিলেন দলের তিন পরাজিত সাংসদ মৌসম বেনজির নূর, অর্পিতা ঘোষ, দীনেশ ত্রিবেদী ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বক্সী। যোগেন চৌধুরী, হাসান ইমরান, মনীশ গুপ্ত, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও কানোয়ার দীপ সিংয়ের মেয়াদ শেষ হয়েছে রাজ্যসভায়। তাঁদের জায়গাতে তৃণমূলের ৪ প্রার্থী নিশ্চিত। পঞ্চম আসনে জেতার সম্ভাবনা কং–বাম জোটের বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের।

মঙ্গলবার: দেশজুড়ে আজ মঙ্গলবার পালিত হচ্ছে পবিত্র হোলি

পরব। এর আগে সোমবার রাজ্য শান্তিতেই পালিত হল দোল উৎসব। রঙের আনন্দে মাতোয়ারা হলেন আবালবৃদ্ধবনিতা।

বুধবার: চার ম্যাচ বাকি থাকতেই আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেল

মোহনবাগান। কল্যাণীতে আইজল এফসি'কে ১–০ গোলে হারিয়ে এই শিরোপা অর্জন করল বাগান। ফের গোল পেলেন বাবা দিওয়ারা।

বৃহস্পতিবার: মোদীর হাতেই ভারত সুরক্ষিত । বিজেপিতে যোগ

দিয়েই এই বার্তা দিলেন একদা রাহুল ব্রিগেডের সক্রিয় সদস্য জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। প্রয়াত পিতার পুরনো দলে ফেরাকে ঘরওয়াপসি বলছে রাজনৈতিক মহল। অপরদিকে বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে জ্যোতিরাদিত্যকে মধ্যপ্রদেশ থেকেই রাজ্যসভায় পাঠাবে তারা। কমলনাথের সরকারও পড়ে যেতে চলেছে শীঘ্রই।

শুক্রবার: করোনা ভাইরাসে ভারতে আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় আশি

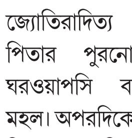

ছুঁইছুঁই। এদিকে এর জেরে প্রথম মৃত্যুর খবরটা এল দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক থেকে।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

করোনায় অসহায় মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : যে মানব সভ্যতা প্রতিদিন আধুনিক মারণাস্ত্র তৈরি করে, যে সভ্যতা মহাকাশ ফুঁড়ে অন্য গ্রহে পদচারণার স্বপ্ন দেখে, যে মানুষ রোবট তৈরি করে, চিকিৎসা আধুনিক সরঞ্জাম ও ওষুধ আবিষ্কারে করে গর্ব বোধ করে সেই মানব সভ্যতা অজানা জীবাণুর আচমকা হানায় একেবারে টালমাটাল। অভিঘাত এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে অর্থনীতি, বাণিজ্য থেকে শুরু করে ভেঙে পড়ছে স্বাস্থ্য শিক্ষা। ভেঙে পড়ছে বিশ্বাস। যার জন্য এত আতঙ্ক সেই অজানা করোনা ভাইরাস চিন থেকে শুরু করে ইউরোপের নানা দেশ ঘুরে শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে ভারতেও। বিশ্বায়নের যুগে কোনও দেশই এই ভাইরাসের ছোঁয়া থেকে মুক্তি পাবে বলে মনে হয় না। গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত আক্রান্তের সমর্থিত সংখ্যা ৭৪ ছাড়িয়েছে। মৃত্যুর তালিকার প্রথম নাম লিখেছে কর্ণাটকের কালবুর্গি। ইতিমধ্যে কেরল, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, কর্ণাটক সহ বারোটি রাজ্য আক্রান্তের তালিকায় উঠে এসেছে। এখনও বাদ রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সহ পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি। তবে রোগের থেকেও দ্রুত গতিতে ছড়াচ্ছে গুজব ও আতঙ্ক। যদিও সরকার ও স্বাস্থ্য দফতর আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক হতে বললেও তেমন কাজ হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না।

ভারতবর্ষের মতো ট্রপিকাল আবহাওয়ার দেশে ভাইরাস আক্রমণের ইতিহাস দীর্ঘদিনের। অতীতে দেশ বা কোনও রাজ্যের মধ্যে আক্রমণ সীমাবদ্ধ থাকত। এখন বিশ্বায়নের প্রভাবে যোগাযোগ

ব্যবস্থার উন্নতি তা ছড়িয়ে পড়ার পথ সুগম করেছে। এই প্রসঙ্গে সার্স ভাইরাসের কথা উল্লেখযোগ্য। সেবারও উৎপাদক দেশ ছিল চিন। চৈনিকদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তবে তা করোনা হয়ে ওঠেনি। এছাড়াও নীপা, জিকা, চিকনগুনিয়া, ডেঙ্গু, জ্বর–জ্বালা–সর্দি–নিমুনিয়া নিয়ে আমাদের সংসার। এর সঙ্গে ছিল বসন্ত। শীত–গ্রীষ্মের মাঝে ঋতুরাজ এভাবেই ধরা দেয় আমাদের মাঝে। এইসময় টোটকা ও মা শীতলার কৃপাতেই দিন কাটত আমাদের। কিন্তু এবার চিনের করোনা আগ্রাসন নিয়ে এসেছে মৃত্যু ভয়।

এইসময় গুজব না ছড়িয়ে আতঙ্কিত না হয়ে একমাত্র কর্তব্য সতর্ক থাকার। যতটা সম্ভব ভিড় ভাট্টা এড়িয়ে মানুষের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে হবে। সৌজন্য বিনিময় হ্যান্ডশেক নয় হাতিয়ার করতে হবে প্রণামকে। হোমিওপ্যাথি থেকে আয়ুর্বেদ– নানা ওষুধের প্রেসক্রিপশন চলছে মুখে মুখে। সবই খাওয়া উচিত ডাক্তারের পরামর্শে। এক আকুপ্রেশার বিশেষজ্ঞ জানালেন পায়ের তলায় হাত দিয়ে ঘষা প্রতিরোধ করতে পারে ভাইরাস সংক্রমণ। ঘর্ষণে যে তাপ উৎপন্ন হয় তা জ্বরবিরোধী। তবে সকলেরই মত পরিচ্ছন্নতা ও ঠান্ডা–গর্মি থেকে বাঁচাটাই মূল মন্ত্র।

মানুষের মধ্যে এরপরও আতঙ্কের সঙ্গে উঁকি দিচ্ছে পরিকাঠামোর প্রশ্ন। সত্যি যদি আক্রান্ত হতে হয় তাহলে তার ব্যবস্থা কি? এখনও পর্যন্ত রাজ্যে চালু হয়েছে পরীক্ষা–নিরীক্ষার ব্যবস্থা। এসএসকেএম হাসপাতালে ব্যবস্থা রয়েছে। আইসোলেশন ওয়ার্ড চালু হয়েছে আইডি ও সরকারি হাসপাতালে। বেসরকারি হাসপাতালেও রয়েছে এই ওয়ার্ড। স্বাস্থ্য আধিকারিকরা নজর রাখছেন। সকলেই ভাবছেন তাপমাত্রা বাড়লে করোনা প্রকোপ কমবে। তবে এর কোনও সমর্থন মেলেনি এখনও।

থ্যালাসেমিয়া নিয়ে উদাসীন স্বাস্থ্য বিভাগ দুর্বিপাকে রোগীরা

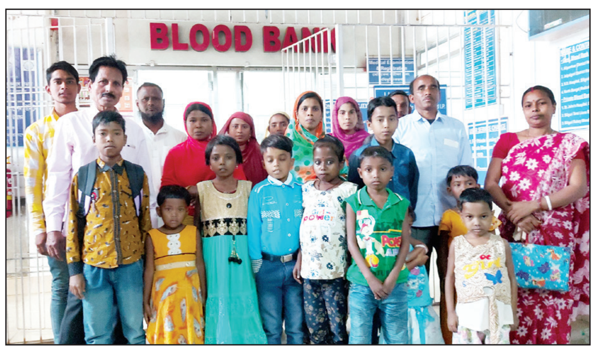

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার : সরকারি স্বাস্থ্য বিভাগের চরম উদাসীনতায় এবং কোচবিহার সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মীদের চূড়ান্ত অবহেলায় এক ভয়াবহ সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কোচবিহার জেলার প্রায় আড়াইশো থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত শিশু এবং তাদের অভিভাবকরা। সময়মত এই সরকারি ব্লাড ব্যাংক থেকে রক্ত না পেয়ে এবং নির্দিষ্ট সময়ে থ্যালাসেমিয়া রোগীদের জন্য নির্ধারিত আয়রন টেস্ট করাতে না পেরে এই রোগীদের জীবন রক্ষা করাটাই এই মুহূর্তে বড় চ্যালেঞ্জ সংশ্লিষ্ট রোগীদের অভিভাবকদের কাছে। এই পরিস্থিতিতে বুধবার কোচবিহার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বহির্বিভাগে এসে ব্লাড ব্যাংকের সামনে ক্ষোভে ফেটে পড়তে দেখা যায় এই অসহায় মানুষদের।

প্রায় ছয় মাস যাবৎ এই দুর্বিষহ পরিস্থিতির সম্মুখীন কোচবিহার জেলার বিভিন্ন এলাকার থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত শিশুরা। সংশ্লিষ্ট ব্লাড ব্যাংকে এসে এই থ্যালাসেমিয়া রোগীদের জন্য রক্ত চাইলে, রক্ত দিতে অস্বীকার করেন এই ব্লাড ব্যাংকের কর্তব্যরত স্বাস্থ্যকর্মীরা। চূড়ান্ত খারাপ ব্যবহার করা হয় থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশু ও তাদের অভিভাবকদের সাথে। শুধু তাই–ই নয়, হাসপাতালের বহির্বিভাগে থ্যালাসেমিয়া রোগীদের জন্য আয়রন টেস্টের বিশেষ ব্যবস্থা থাকলেও নিয়মিত খোলা হয় না এই প্যাথলজিক্যাল ল্যাব। এরপর পাঁচের পাতায়

দুটি দুর্ঘটনায় উঠছে নজরদারীর প্রশ্ন

কুনাল মালিক, বজবজ : দক্ষিণ শহরতলির হুগলি নদীতে একই সপ্তাহে একটি নৌকা ডুবি এবং বাংলাদেশী পণ্যবাহী জাহাজ ডুবির ঘটনা ঘটল। প্রথম ঘটনায় ৯ জন যাত্রীর মধ্যে প্রিয়াঙ্কা পাইক নামে একজন যুবতী এখনও নিখোঁজ রয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার পণ্যবাহী বাংলাদেশী ছাই ভর্তি জাহাজটিকে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের এক জাহাজ ধাক্কা মারলে জাহাজটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। পরে আগুন লেগে জাহাজটি ডুবে যায়। এক সপ্তাহে এই জোড়া দুর্ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে নদীপথে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টসহ পুলিশ প্রশাসনের নজরদারী নিয়ে।

প্রসঙ্গত, গত সোমবার বজবজ–বাউরিয়া নদীপথে হুগলি নদী জলপথ পরিবহণ সমবায় সমিতি পরিচালিত ফেরি পরিষেবা বন্ধ ছিল। কলকাতার একটি নাচের দল বজবজ ফেরিঘাট থেকে বাউরিয়া যাবার জন্য মাথা পিছু ৩০ টাকা ভাড়ার বিনিময়ে প্রাইভেট ফেরি নৌকায় চেপে বসেন। মাঝ নদীতে গিয়ে যাত্রীরা দেখে নৌকায় জল ঢুকছে। এক সময়ে নৌকাটি জলে ডুবে যায়। নদীতে থাকা অন্য ভুটভুটিরা যাত্রীদের উদ্ধার করলেও প্রিয়াঙ্কা পাইক নামে এক মহিলাকে উদ্ধার করতে পারেনি। হাওড়া জেলা পুলিশ মঙ্গলবার নৌকার দুই মাঝি লক্ষ্মীনারায়ণ বাগ ও চন্দ্রকান্ত মণ্ডলকে গ্রেফতার করেছে। গত বৃহস্পতিবার হুগলি নদী তীরবর্তী আকড়ার কাছে এক পণ্যবাহী বাংলাদেশি জাহাজকে ধাক্কা মারে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের এক জাহাজ। বাংলাদেশি জাহাজটি আগুন লেগে জলে তলিয়ে যায়, যদিও জাহাজটিতে থাকা সকলকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। প্রসঙ্গতঃ গত বছর কালীপুজোর বিসর্জনের সময় বজবজ কালী বাড়িতে হড়কা বানে বেশ কয়েকজন তলিয়ে গিয়েছিল।

গত বছর শীতের এক কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরে হুগলি নদী তীরবর্তী গদাখালীতে আরও একটি বাংলাদেশী জাহাজ ডুবে গিয়েছিল। এছাড়াও বিড়লাপুর, নূরপুর, বুড়ুল এলাকায় একাধিকবার জাহাজ দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। স্থানীয় মানুষদের অভিযোগ হুগলি নদীপথে কোলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট বা জল পুলিশের সে অর্থে কোনও নজরদারী নেই। হুগলি নদী তীরবর্তী দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও হাওড়া জেলার ফেরিঘাটগুলোতে বৈধ নৌকার পাশাপাশি অনেক অবৈধ নৌকা করেও যাত্রী পারাপার হচ্ছে। এরপর পাঁচের পাতায়

জল সঙ্কট, পথে নেমে প্রতিবাদ

কিংশুক দত্ত, কোচবিহার: তীব্র পানীয় জল সঙ্কটে জেরবার কোচবিহার শহরের ১২নম্বর ওয়ার্ডের সাধারণ নাগরিকরা। দীর্ঘদিন যাবৎ এই পানীয় জল সংকট চরম আকার নিয়েছে। শুধু তাই নয়, এলাকার রাস্তাঘাট সংস্কার হয় না দীর্ঘদিন যাবৎ। এর পাশাপাশি এলাকাজুড়ে সন্ধ্যা হলেই নেমে আসে অন্ধকার। কারণ পথবাতি থাকলেও আলো জ্বলে না দীর্ঘদিন। বারবার সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে পুরসভাকে জানানোর পরেও কোন উদ্যোগ নেয় নি তৃণমূল পরিচালিত এই পুরবোর্ড। পানীয় জলের দাবি সহ এই সমূহ সমস্যা সমাধানের দাবিতে বুধবার পথ অবরোধে শামিল হলেন এই ওয়ার্ডের নাগরিকরা। এই ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর কোনও খোঁজ খবরই রাখেন না সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের নাগরিকদের সমস্যার। তাই আজ পর্যন্ত কোনো সমস্যার সমাধান করতে

পারেননি তিনি। তার বিরুদ্ধেও এদিন ক্ষোভ উগড়ে দেন আন্দোলনকারীরা।

এদিন কোচবিহার শহরের ব্যাংচাতরা রোডে এই পথ অবরোধে শামিল হন তারা। এদিন তীব্র ক্ষোভকে সঙ্গী করে এই পথ অবরোধের শামিল হন তারা। এই আন্দোলনকারীদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন মহিলা। সকাল ন'টা থেকে এ পথ অবরোধ শুরু হয়ে চলে প্রায় ২ ঘণ্টা। আর এই অবরোধের জেরে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে শহরের এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায়। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছে কোনওরকমে তাদের আশ্বস্ত করেন পুরপ্রধান। এদিন আন্দোলনকারীরা বলেন , দীর্ঘদিন ধরেই চরম পানীয় জল সংকটে ভুগছে এই ওয়ার্ডের নাগরিকেরা। যদিও বা পানীয় জল মেলে, তবুও তা চূড়ান্ত অস্বাস্থ্যকর। বারবার তৃণমূল পরিচালিত কোচবিহার পুরসভার পুর প্রধান সহ পুর কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কাজ হয় নি কিছুই। এরপর পাঁচের পাতায়

পুরপ্রধানের বিরুদ্ধে জমা ক্ষোভ কাজে লাগাতে পারে বিজেপি

কল্যাণ রায়চৌধুরী, বনগাঁ : রাজ্যের পুরসভা নির্বাচনের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে উত্তর চব্বিশ পরগনার বেশ কয়েকটি পুরসভার পুরপ্রধানের বিরুদ্ধে জনমানসে ব্যাপক ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম পুরসভা হল বনগাঁ পুরসভা। প্রায় দেড় লক্ষ জনসংখ্যা বিশিষ্ট এই পুরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা ২২। গত পুর নির্বাচনে যার মধ্যে ২০টি ওয়ার্ডই দখল করে তৃণমূল। মতুয়া অধ্যুষিত এই পুর এলাকায় বিগত লোকসভা নির্বাচনে অধিকাংশ ওয়ার্ডেই বিজেপি লিড পায়।

ফলে লোকসভা নির্বাচন পরবর্তীতে অনাস্থা ভোটে বিজেপি পুরসভা দখল করে। যদিও পরে আবার তা তৃণমূলের পক্ষে আসে। তবে এবারে আসন্ন পুর নির্বাচনে পুর প্রধান শংকর আঢ্যর টিকিট পাওয়া নিয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে বলে মনে করে শাসক দলের একাংশ। তাদের মতে, এলাকায় শংকর আঢ্যর বিরুদ্ধে স্থানীয় মানুষের ব্যাপক অভিযোগ আছে। এমনকি ভোটগুরু প্রশান্ত কিশোরের দফতরেও এই মর্মে নানা অভিযোগ জমা পড়েছে বলেও তারা জানান। এই কর্মীরা আরও জানান, শংকরবাবুকে দল যদি আবার টিকিট দেয়, তাহলে এবার পুরবোর্ড বিজেপির দখলে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন ব্যবসায়ী বলেন, 'আমরা কার্যত আতঙ্কের পাঁচ বছর কাটিয়েছি। এলাকায় বলতে গেলে কোনও গণতন্ত্র ছিল না। বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের কাছে বিভিন্ন অজুহাতে মোটা অঙ্কের টাকা সহ শাড়ি, কম্বল ও নানা দ্রব্যাদি অনুদান হিসেবে চাওয়া হতো। চাহিদা মতো দিতে না পারলে বিভিন্নভাবে ব্যবসায়িক হেনস্থা করা হয়।' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দলীয় কর্মীদের একাংশ বলেন, 'পুরসভার খরচের কোনও সঠিক হিসেব নেই। সীমান্ত উন্নয়ন ও কার পার্কিং জোনের টাকারও কোনও পরিষ্কার হিসেব নেই। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকাও নয়ছয় হয়েছে। বহু এলাকায় এখনও পানীয় জল ঢোকেনি। এসব নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের কাছে অভিযোগ জানিয়েও কোনও সুরাহা না হওয়ায় ১২ জন কাউন্সিলর বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন।' এ ব্যাপারে পুরপ্রধান শংকর আঢ্যর সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ভোটার তালিকা ও বুথ নিয়ে নানা প্রশ্ন বৈঠকে

নিজস্ব প্রতিনিধি : সংশোধন ও পরিমার্জনের পর বিধানসভা ভিত্তিক শেষ চূড়ান্ত ভোটার প্রকাশ হয়েছে গত ৬ মার্চ। সেই ভোটার তালিকা ও ভোটকেন্দ্র নিয়ে আসন্ন কলকাতা পুরসভার ভোট কেমন হতে চলেছে তার আঁচ পাওয়া গেল গত বৃহস্পতিবার আলিপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা শাসক তথা জেলা পুর নির্বাচন আধিকারিকের ডাকা সর্বদল বৈঠকে। নির্ভুল ওয়ার্ড ভিত্তিক তালিকা প্রকাশের পরিকাঠামোগত অসুবিধার কারণে কিছু ভোট কেন্দ্র পরিবর্তনের দাবিতে উত্তাল হয়ে ওঠে বৈঠক। সকলেই বলতে থাকেন ওয়ার্ডের ভোট ওয়ার্ডে পড়া চাই।

বিরোধী দলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় এবারের ভোটার তালিকায় রয়ে গেছে বহু মৃত ও স্থানান্তরিত ভোটারের নাম। উল্লেখ্য গত পরিমার্জনে নাগরিকত্বের আশঙ্কার অন্তর্ভূক্তি ও সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা রেকর্ড ছাড়ায়। তা নিয়ে রীতিমতো হিমশিম খায় প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশন। শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হলেও মৃত ও স্থানান্তরিত ভোটার বাদ দেওয়ার কাজ প্রায় হয়নি বললেই চলে।

এই অবস্থার মধ্যেই কড়া নাড়ছে পুর নির্বাচন। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা কাটাছেঁড়ার কাজ শুরু হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলাশাসক পি উলগানাথন জানিয়েছেন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠকে উঠে আসা সিদ্ধান্ত জানানো হবে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে। সবদিক বিবেচনা করেই ভোটার তালিকা তৈরির কাজ হবে। এখনও নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়নি পুর নির্বাচনের। আশা করা যাচ্ছে এপ্রিলের মাঝামাঝি ভোট হতে পারে। ফলে রাজ্য নির্বাচন কমিশনেও তৎপরতা তুঙ্গে। শুক্রবার আরও একটি বৈঠক হবে কমিশনের দফতরে। এরপর পাঁচের পাতায়

অবাধে ম্যানগ্রোভ হত্যা বন্ধে ভরসা সচেতনতা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর : সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল বিপন্ন। সময় এসেছে সচেতনতার। সুপ্রিম কোর্টের নিষেধ সত্ত্বেও একদল অসাধু কাঠ ব্যবসায়ী, লোভী বনকর্মী এবং এলাকা বিশেষে বেশ কিছু ক্ষমতালোভীর জন্য সুন্দরবনে বহু দিন ধরেই চলছে অবাধে বৃক্ষচ্ছেদন। সুন্দরবনে রয়েছে দুর্লভ কিছু গাছ যেমন– ধুধুঁল, পশুর, গরান, হেঁতাল, শাল, গেঁওয়া, সুন্দরী, সেগুন সহ আরো অনেক কিছু। নিয়মিত ভাবে এই সব গাছ কাটার ফলে পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য আজ বিপন্ন। এবং এভাবে চলতে থাকলে অচিরেই হয়তো এটি ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাবে। সুন্দরবনের অমূল্য বনসম্পদের এই হাল হওয়ায় পরিবেশের ভারসাম্যও নষ্ট হচ্ছে। এর ফলও হাতে হাতে মিলছে। দেখা যাচ্ছে, এখানে আছড়ে পড়ছে আয়লা, বুলবুলের মতন একের পর এক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়। আবহাওয়ার পরিবর্তনের জেরে জলোচ্ছ্বাস বাড়ছে। পৃথিবীর বৃহত্তম ব–দ্বীপ এলাকা সুন্দরবনের নাম সমগ্র বিশ্বের কাছে সুপরিচিত ও আকর্ষণীয়। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এখানকার পরিবেশ পরিস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছে। সেটা সাধারণ মানুষের কাছে অজানা থেকে যাচ্ছে। মাছের ভেড়ির জন্য অবাধে ম্যানগ্রোভ কাটা হচ্ছে। বিশেষ সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, ১৯ শতকের প্রথম ভাগের জরিপ অনুয়ায়ী, সুন্দর বনের আয়তন ৯৬৩০ বর্গ কিলোমিটার। যার বিস্তার দক্ষিণ বঙ্গের নিম্ন প্রান্তে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ থেকে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট পর্যন্ত। দীর্ঘ দিন ধরে এ অঞ্চলে জনবসতি গড়ে ওঠায় এখান কার আদি বন ভূমির অনেকটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। ৫৩৬৬ বর্গ কিলোমিটার জঙ্গল আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। বাদবাকি ৪২৬৪ বর্গ কিলো মিটারের মধ্যে ৪১ ভাগ জল। তবে,

সাম্প্রতিক এক বিশেষ সমীক্ষায় দেখা গেছে, জলের এলাকার অনুপাত বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫০ শতাংশে। অর্থাৎ, বনভূমি আছে মাত্র ২০০০ বর্গ কিলো মিটারের কিছু বেশি অংশে।

পশ্চিমবঙ্গের বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, সুন্দরবন থেকে কাঠ কাটার জন্য কমবেশি ৩৪০টির মতো নৌকাকে লাইসেন্স দেওয়া হয়ে থাকে প্রতি বছর। এ জন্য ১০– ১২ হাজার টন কাঠ কাটার অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে নির্দিষ্ট এই পরিমাণের থেকে একশো গুণ বেশি কাঠ চোরাপথে জঙ্গল থেকে কেটে নিয়ে আসছে এক ধরনের অসাধু চক্র।এই চক্রগুলি বিশেষ করে ধ্বংস করছে বিরল প্রজাতির বিভিন্ন গাছ। যদিও ওই সমস্ত গাছ কাটা নিষিদ্ধ। আকাশ ছোঁয়া দামের জন্য শাল–সেগুন কাঠের ব্যবহার আজ সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে। সুন্দরবন এলাকার বসিরহাট, হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালি, গোসাবা, শামসেরনগর, বাসন্তী, কুলতলি, রায়দীঘি, পাথর প্রতিমা, নামখানা, কাকদ্বীপ, ঝড়খালি প্রভৃতি স্থানের বাজারে গেলে দেখা যাবে, প্রচুর পরিমাণে বড় বড় গাছের গুঁড়ি সেখানে বিক্রি হচ্ছে। গাছগুলি বিক্রি হয়ে চলে যাচ্ছে এলাকার কাঠ চেরাই কলগুলিতে। তারপর সেগুলি থেকে নানারকম আসবাবপত্র তৈরি হয়ে চলে যাচ্ছে কলকাতার বড় বড় আসবাবের দোকানে। এ বিষয়ে রায়দীঘি ও কুলতলির কয়েকজন গ্রামবাসীদের অভিয়োগ, এই কাজে এক শ্রেণির বনকর্মী, পুলিশ এবং রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ মদত রয়েছে। জানা গিয়েছে, সুন্দরবন এলাকার মূল্যবান কাঠ পাচারের বিষয়ে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী দুষ্ট চক্র বরাবরই সক্রিয় রয়েছে। এই বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে নিয়ে জানান, এত বিশাল অরণ্য পাহারা দেওয়ার জন্য য়থেষ্ট সংখ্যক বনকর্মীর অভাব রয়েছে। এ দিকে, নির্বিচার অরণ্য ধ্বংসের ফলে বাঘেদের নিরাপদে থাকার জায়গার পরিমাণও কমছে। ফলে এরা নদী সাঁতরে ঢুকে পড়ছে লোকালয়ে। গোসাবার আদিবাসী এলাকার বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, বাঘের হামলার ভয়ে প্রায় প্রতি রাতেই তাঁদের আলো নিয়ে বাড়ি–ঘর পাহারা দিতে হয়। এ বার কিন্তু আমাদের সচেতন হওয়ার সময় এসে গিয়েছে। এ বার আমরা একেবারে খাদের ধারে চলে এসেছি। এখনই সচেতন হলে হয়তো তবুও খানিকটা প্রাকৃতিক সম্পদ বাঁচাতে পারব। এই সময়টা চলে গেলে তখন আর বিপদের শেষ থাকবে না।তাই আমাদের সবার আপন সুন্দরবনকে বাঁচাতে আমাদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। আটকাতে হবে এই ম্যানগ্রোভ নিধন।

১০ হাজার ভাঙলে ভয় বাড়বে নিফটি সূচকের

পার্থসারথি গুহ

দেশে বেশ কিছু অনুকূল পরিস্থিতি থাকা সত্ত্বেও ভারতের শেয়ার বাজার কিন্তু নমো–রিটার্নসের পর সাময়িকভাবে সর্বোচ্চ উচ্চতা তৈরি করে নিচে নামা শুরু করেছে। ভারতীয় শেয়ার বাজারে হঠাৎ করেই নেমে এসেছে বেয়ার অ্যাটাক। এই বেয়ার হামলার শিকার অবশ্য গোটা দুনিয়াই। আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়ার বিস্তীর্ণ প্রান্ত করোনা ভীতিতে কাঁটা হয়ে রয়েছে। নিফটি সূচকও প্রায় ২ হাজার পয়েন্ট আর সেনসেক্স ৭ হাজার পয়েন্ট কারেকশন সেরে বসে আছে। তা বলে বুলরা ঘাবড়ে গিয়েছেন বা যাচ্ছেন তা নয়। বরং তাঁরা মনে করছেন এতে আসলে শাপে বর হচ্ছে। কারণ, একটানা বাড়তে থাকা বাজার সূচকের স্বাস্থ্যের পক্ষে কোনওকালেই খারাপ নয়। তাছাড়া গত লোকসভা ভোটের ফল বেরনোর ঢের আগেই বাজার তুঙ্গী হয়ে জানান দিয়েছিল চর্বি জমার কথা। সুতরাং যা হওয়ার তাই হচ্ছে এখন। রোজই নামছে বাজার, সূচকের পতনে আতঙ্ক বাড়ছে লগ্নিকারীদের। সাড়ে ১২ হাজারের উচ্চতা থেকে নিফটি প্রায় হাজার পয়েন্টের বেশি পতন ঘটিয়েছে। শতাংশের হিসেবে ৭–৮ শতাংশ।

অর্থনীতি

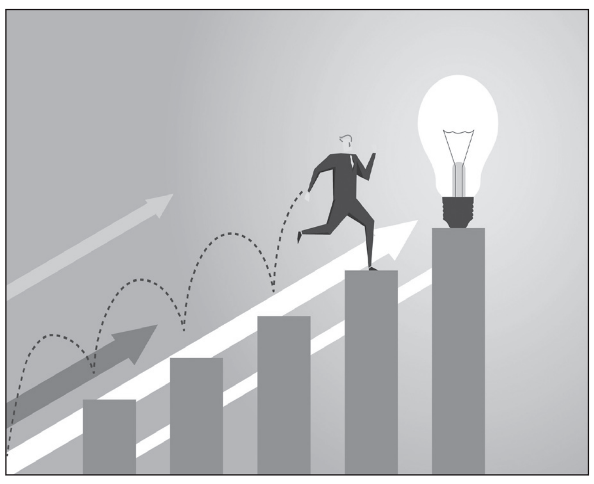

এই জায়গা থেকে ব্যাকগিয়ার দিয়ে নিফটি বড়জোর ১১ হাজার ছুঁতে পারে বলে ধারনা বিশেষজ্ঞদের। তারপর হয়তো ইউটার্ন ঘটবে। কারণ, এখনও যেসব রসদ হাতে আছে তার ওপর ভর করে বেশিদিন নিচে থাকা যায় না। তা বলে হয়তো ধেই ধেই করে এখনই নাচ দেখাবে না সূচক। কিন্তু লড়াই এবার শুরু হওয়ার মুখে। অর্থাৎ প্রতিরোধের এই অধ্যায়ে প্রত্যাঘাত করতেই পারে বুলরা। সেজন্যই হয়তো দাঁতে দাঁতে চেপে রয়েছেন এই বুল বাবাজিরা। তবে মিডক্যাপ যেভাবে এখনও গোত্তা খেয়ে নিচে পড়ে রয়েছে তা অগণিত বিনিয়োগকারীকে স্বস্তি পেতে দিচ্ছে না। এই অচলাবস্থা কাটবে কিভাবে জল্পনা চলছে তা নিয়েই। আশু সমাধান হয়তো নেই। কিন্তু বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, সূচকের এই অংশ টাইম ওয়াইজ কারেকশন করছে এখন। এটা হয়তো আর কিছুদিনের মধ্যে শেষ হবে। তারপর টপ গিয়ার নেবে মিডক্যাপ।

যেসব বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে শেয়ার বাজার এই বছর চালিকা শক্তি লাভ করেছে তার মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদ কমানো, মার্কিন ফেডের সুদের হার, ত্রৈমাসিক রেজাল্ট পর্ব, সর্বোপরি গত মার্চ–এপ্রিলের, অগস্ট–সেপ্টেম্বরের ত্রৈমাসিকের অভূতপূর্ব সাফল্য খুব তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ভারতের অর্থনীতির সামগ্রিক চিত্র দেখে নিয়ে তবেই এই বিদেশিরা লগ্নি করবেন। সেটা ইতিবাচক দিকে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ এখনও গোটা বিশ্বের নিরিখে ভারতের জিডিপি বা গড় বৃদ্ধির হার অনেকটাই ওপরে।

তাছাড়া এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীর বিনিয়োগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চারণভূমি এককথায় ভারত। চিনের বাবলস বা ফাঁপানো অর্থনীতির চেয়ে এদেশের বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনেক জমাট সেটা মানেন প্রায় সকলে। এমনকি বিদেশিরাও। আপাতত রাজনীতির করাল ছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে এদেশ অনেক উচু জায়গা ছুঁয়ে ফেলতেও পারে। দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে তাই নিফটির অন্তত তিনগুণ বৃদ্ধি হতে পারে আগামী ৪–৫ বছরে। তার থেকে বড় কথা বিদেশিদের দীর্ঘদিনের মৌরসিপাট্টাকে দূরে সরিয়ে ভারতের বাজারে হঠাৎ করে ছড়ি ঘোরাতে শুরু করেছেন ডোমেস্টিক দাদা–ভাইয়ারা। যা নিঃসন্দেহে ভারতীয় শেয়ার বাজারের ইতিহাসে এক নয়া অধ্যায়ের জন্ম দিয়েছে।

এতদিন হয়েছে কী বাজার জুড়ে প্রাবল্য বজায় থেকেছে কিনে খেলিয়েদের। আর জামানত জব্দ হয়েছে বেয়ার বাবুজীদের। ভাবখানা এমন, আগে বেচে খেলে অনেক সন্ত্রাস ছড়িয়েছ। এখন মানে মানে কেটে পড়। তা এই পটভূমিকায় বেচে খেললে তো চুনা লেগে যাবেই। আবার ধরুন হাতের শেয়ার বেচে দিলেন। তারপর তার দাম হু হু করে বাড়তে থাকল।

এক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে তো ভাগ্যকে দোষারোপ করবে যে কেউই। সেজন্যই মনে হয় শেয়ার বাজারকে অনেকে লেডি লাকের সঙ্গে তুলনা টেনে থাকেন। ভাগ্য না থাকলে এখানে সেভাবে উপার্জন করা কষ্টকর। তবে এই যুক্তি সব জায়গায় প্রযোজ্য নয়। বরং ভাগ্যের ওপর ছেড়ে না দিয়ে যদি অর্থ বাজার নিয়ে সঠিক পড়াশুনা ও অধ্যয়ন করে কাজ করা যায় তবে নিশ্চিতভাবে তাতে সাফল্য আসবে। আর দুমদাম এর ওর কথায় শেয়ার কেনাবেচা করতে গেলে জুটবে লবডঙ্কা। সেটা বলার জন্য শেয়ার বিশারদ হওয়ার প্রয়োজনও নেই।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৪ মার্চ – ২০ মার্চ, ২০২০

মেষ : কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। গৃহ–ভূমি ও জমি–জমা সম্পর্কিত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে উর্ধ্বতন লোকেরা আপনাকে ভাল চোখে দেখবে। কর্মে পদোন্নতির, জশ ও খ্যাতির যোগও রয়েছে।

বৃষ : পত্নীর শরীর ভাল যাবে না। পূর্বকল্পিত কাজগুলি সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন এবং প্রশংসা পাবেন আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। বিবিধ সমস্যা এলেও আপনি সাফল্য পাবেন। শিক্ষায় শুভ ফলে বাধার যোগ। পাকাশয়ের পীড়ায় ও মানসিক যন্ত্রণায় কষ্ট পাবেন।

মিথুন : উচ্চমার্গের মানুষের সাথে যোগাযোগ হবে এবং তাঁদের দ্বারা আপনি উপকৃত হবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। গৃহে আত্মীয় সমাগমে ঘটবে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভযোগ রয়েছে। কর্মস্থলে গুপ্ত শত্রুতার যোগ।

কর্কট : দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে কিঞ্চিৎ বাধা আসবে। তথাপি আপনি সাফল্য পাবেন। শিক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। সপ্তাহের শেষে আয় যোগ বৃদ্ধি পাবে। শিরঃপীড়ায় অথবা চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভফল পাবেন।

সিংহ : লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। মনের দোদুল্যমান অবস্থার জন্য ক্ষতি হয়ে যাবে। আর্থিক বিষয়ে বাধা এলেও চেষ্টা করলে আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। কর্মস্থলে সাবধানে চলতে হবে। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। সাবধানে চলাফেরা করতে হবে।

কন্যা : গৃহভূমি সম্পর্কে শুভফলের যোগ রয়েছে। বন্ধু বা বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তির সাহায্য পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। নূতন কোনও ব্যবসায় হাত দেবেন না। সপ্তাহের শেষে মানসিক শক্তি কমে যাবে। রক্তের উচ্চচাপজনিত পীড়ায় কষ্ট।

তুলা : নাতিদীর্ঘ তীর্থভ্রমণযোগ রয়েছে। নূতন কর্মলাভের যোগ এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিবাহের যোগাযোগ হতে পারে। পিতার পক্ষে সময়টি ভাল। লেখাপড়ায় চেষ্টা করলে শুভ ফল পাওয়া যাবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে ভাল ফল লক্ষিত হয়। ভাগ্যোন্নতির যোগ রয়েছে।

বৃশ্চিক : শরীর খুব ভাল যাবে না। অত্যধিক দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে আপনি হিমসিম খাবেন। ভ্রাতা বা ভগ্নীর সাহায্য পাবেন। শিক্ষায় ফল ভাল হবে। আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার উন্নতি ঘটবে আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। ব্যবসায় লাভ হবে। নূতন নূতন কাজের যোগাযোগ আসবে। মাথা ঠাণ্ডা রাখুন।

ধনু : আর্থিক বিষয়ে বাধা এলেও আপনি অর্থ পাবেন। যোগাযোগ মূলক কাজগুলি আপনি এখন করতে পারেন। প্রতিটি কাজ খুব চিন্তা করে করবেন। শরীর আপনার ভাল যাবে না। বিশেষ করে যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। সন্তানের কৃতিত্বে আপনি আনন্দিত হবেন। ভ্রমণযোগ রয়েছে।

মকর : ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। গৃহে শান্তি বজায় থাকবে প্রোমোটারদের পক্ষে সময়টি ভাল। মনের উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। শিক্ষায় সফলতা আসবে। স্নেহ প্রীতির বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। যাঁরা সাহিত্যিক বা লেখক তাঁদের পক্ষে সময়টি শুভ।

কুম্ভ : দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা দেখা দেবে। কর্মস্থলে গোলযোগ লক্ষিত হয়। ক্রয়–বিক্রয় ক্ষেত্রে সময়টি ততটা ভাল নয়। ঋণ নেওয়া বা ঋণ দেওয়া কোনটাই করবেন না। লেখাপড়ায় মোটামুটি ফল পাবেন। বুদ্ধি করে চলুন।

মীন : আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। কিন্তু শরীর আপনার এখনও তেমন ভাল নয়। বিশেষ করে অতিরিক্ত চিন্তাধারার কাজগুলি আপাততঃ করবেন না, শিক্ষায় ভাল ফল পাবেন এবং মানসিক শান্তি বৃদ্ধি পাবে, ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গে ৯৩৩৩ জন নার্স নিয়োগ

শিক্ষাগত যোগ্যতা : নার্সিংয়ে ডিপ্লোমা, ডিগ্রি ও পোস্ট বেসিক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৯,৩৩৩ জন নার্স নেবে পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতর। প্রার্থী বাছাই করবে ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড। ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ সার্ভিসে স্টাফ নার্স : গ্রেড–টু পদে নিয়োগ করা হবে। প্রাথমিক ভাবে অস্থায়ী নিয়োগ হলেও পরে স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই নিয়োগের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নম্বর : R/SN/02(1)/1/2020. পুরুষরা কেবল জি এন এম ক্যাটেগরিতে আবেদন করবেন।

ক্যাটেগরি অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস : জি এন এম : সাধারণ ৬৩৬টি (মহিলা ৫৪৮, পুরুষ ৮৮), তফসিলি জাতি ১৮৫৬টি (মহিলা ১৭৬০, পুরুষ ৯৬), তফসিলি উপজাতি ৪২৫টি (মহিলা ৪০০, পুরুষ ২৫), ও বি সি–এ ১০২৮টি (মহিলা ৯৮৩, পুরুষ ৪৫), ও বি সি–বি ১১২টি (মহিলা ৮৯, পুরুষ ২৩), দৈহিক প্রতিবন্ধী ৪৭৮টি (মহিলা ৪৬২, পুরুষ ১৬)।

বেসিক বি এসসি নার্সিং : সাধারণ ১৭৩৬, তফসিলি জাতি ১০৮৬, তফসিলি উপজাতি ৩৫৮, ও বি সি–এ ৭০৩, ও বি সি–বি ১৯৬, দৈহিক প্রতিবন্ধী ২৩৯।

পোস্ট বেসিক বি এসসি নার্সিং : সাধারণ ২৫৩, তফসিলি জাতি ১০২, তফসিলি উপজাতি ২৯, ও বি সি–এ ৫০, ও বি সি–বি ৩২, দৈহিক প্রতিবন্ধী ১৪।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃত নার্সিং ট্রেনিং স্কুল বা কলেজ অব

কাজের খবর

নার্সিং থেকে জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি বা বেসিক বি এসসি (নার্সিং) বা পোস্ট বেসিক বি এসসি (নার্সিং) কোর্স পাশ করে থাকতে হবে। সেই সঙ্গে ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিলে প্রার্থ;ীর নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। প্রার্থীকে বাংলা অথবা নেপালি ভাষায় কথা বলতে ও লিখতে জানতে হবে।

বয়স : ১–১–২০২০ তারিখে ১৮ থেকে ৩৯ বছরের মধ্যে হতে হবে। সংক্ষিপ্ত ক্যাটেগরির প্রার্থীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতন : ৩৪,১৩৬ টাকা (পে লেভেল–৯ অনুসারে)।

প্রার্থী বাছাই করা হবে শিক্ষাগত স্তরে প্রাপ্ত নম্বর, কাজের অভিজ্ঞতা ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.wbhrb.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করা যাবে ১৩ থেকে ২৩ মার্চ পর্যন্ত। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময় নার্সিং কাউন্সিলের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট আপলোড করতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত যথাযথভাবে পূরণ করে 'Sub-mit' করুন। সাবমিটের পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন।

অনলাইনে ফি বাবদ দিতে হবে ২১০ টাকা। গভর্নমেন্ট রিসিপ্ট পোর্টাল সিস্টেম (জি আর আই পি এস) পদ্ধতিতে ফি জমা দিতে হবে এই অ্যাকাউন্ট নম্বরে : ০০৫১–০০–১০৪–০০২–১৬। পশ্চিমবঙ্গের তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ফি দিতে হবে না।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখবেন ওয়েবসাইট।

কলকাতা পুরসভায় সার্জেন্ট পদে ১৫ জন নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সার্জেন্ট পদে ১৫ জনকে নেবে কলকাতা পুরসভা। প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশন। মহিলারাও আবেদনের যোগ্য। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 05 of 2020. শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চমাধ্যমিক। দৈহিক মাপজোক : উচ্চতা : অন্তত ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি। বুকের ছাতি অন্তত ৩৪ ইঞ্চি হতে হবে। প্রাক্তন মিলিটারি বা আর্মড পুলিশ বা ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার ফোর্স পার্সোনেলদের অগ্রাধিকার। বয়স : ১–১–২০২০ তারিখ ১৮ থেকে ৩৭ বছরের মধ্যে হতে হবে।

দরখাস্ত করতে হবে অনলাইনে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.mscwb.org দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ এপ্রিল। ফি বাবদ দিতে হবে ২২০ টাকা (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৭০ টাকা)। ফি দেওয়া যাবে অনলাইন–অফলাইন উভয়ভাবেই। আবেদনের পদ্ধতি–সহ অন্যান্য তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে কলকাতা পুরসভায় ২০১ শিক্ষক–শিক্ষিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইংরেজি, হিন্দি এবং উর্দু বিষয়ে ২০১ জন শিক্ষক–শিক্ষিকা নেবে কলকাতা পুরসভা। নিয়োগ করা হবে কলকাতা পুরসভার অধীনস্থ বিভিন্ন স্কুলে। প্রার্থী বাছাই করবে রাজ্য মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 10 of 2020.

শূন্যপদের বিবরণ : ইংরেজি : ১৪৯টি (সাধারণ ৬৮, সাধারণ–দক্ষ খেলোয়াড় ৩, সাধারণ প্রাক্তন সমরকর্মী ৫, সাধারণ দৈহিক প্রতিবন্ধী ৫, তফসিলি জাতি ৩১, তফসিলি জাতি প্রাক্তন সমরকর্মী ২, তফসিলি উপজাতি ৯, ও বি সি – এ ১৫, ও বি সি – বি ১১)। হিন্দি : ১৯টি (সাধারণ প্রাক্তন সমরকর্মী ১, সাধারণ দক্ষ খেলোয়াড় ১, তফসিলি জাতি ৭, তফসিলি উপজাতি ৩, ও বি সি– এ ২, ও বি সি– বি ৫)। উর্দু : পুরুষ : ২৫টি (সাধারণ– প্রাক্তন সমরকর্মী ১, সাধারণ দক্ষ খেলোয়াড় ১, তফসিলি জাতি ১২, তফসিলি উপজাতি ৪, ও বি সি – এ, ও বি সি – বি ৫), মহিলা : ৮টি (সাধারণ শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি – এ ১)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। সেইসঙ্গে ২ বচরের ডিপ্লোমা ইন এলিমেন্টারি এডুকেশন (ডি এল এড) বা ৪ বছরের ব্যাচেলর অব এলিমেন্টারি এডুকেশন (বি এল এড) বা ২ বছরের ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন (স্পেশ্যাল এডুকেশন)। অথবা গ্র্যাজুয়েট এবং ২ বছরের ডিপ্লোমা ইন এলিমেন্টারি এডুকেশন (ডি এল এড)।

ইংরেজির ক্ষেত্রে প্রার্থীকে স্কুল স্তর পর্যন্ত প্রথম ভাষা হিসেবে ইংরেজি পড়ে থাকতে হবে অথবা ইংরেজিতে অনার্স সহ স্নাতক বা স্নানকোত্তর ডিগ্রি উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে। হিন্দি ও উর্দু ভাষার প্রাইমারি স্কুল টিচার পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থী যে ভাষার জন্য আবেদন করবেন সেই ভাষাটি উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত প্রথম বা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে পড়ে থাকতে হবে।

সব ক্ষেত্রেই সেন্ট্রাল বা স্টেট টিচার এলিজিবিলিটি টেস্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে।

বয়স : ১–১–২০২০ তারিখে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ও বি সিরা ৩ বছরের বয়সের ছাড় পাবেন। দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ৪৫ বছরের মধ্যে বয়স হয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন।

বেতন : আর ও পি এ ২০১৯–এর পে লেভেল– ৬ অনুসারে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবাইটের মাধ্যমে : www/mscwb.org প্রার্থীর চালু ই–মেল থাকতে হবে। প্রথমে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। রেজিস্ট্রেশনের শেষ তারিখ ১৫ এপ্রিল।

ফি বাবদ দিতে হবে ২২০ টাকা (প্রসেসিং চার্জ ও ব্যাঙ্ক চার্জ সহ) তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৭০ টাকা (প্রসেসিং ও ব্যাঙ্ক চার্জ)। ফি জমা দেওয়া যাবে অনলাইন–অফলাইন উভয় পদ্ধতিতেই। অফলাইনে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায় ফি জমা দেওয়া যাবে এই অ্যাকাউন্ট নম্বরে : ০০৮৮০১৩৬৭৯৩৬। ব্যাঙ্ক চালান ডাউনলোড করে নেবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে ১৫ এপ্রিলের মধ্যে। চালানের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৬ এপ্রিল।

অনলাইনে দরখাস্ত সাবমিট করার শেষ তারিখ ১৭ এপ্রিল। অনলাইনে দরখাস্ত যথাযথভাবে সাবমিটের পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে কাজে লাগবে।

প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি সহ অন্যান্য তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

শব্দবার্তা ১৭১

১		■	■	২	■	৩	৪
	■	৫			৬	■	
৭	৮		■	■		■	
■		■	■	৯		১০	
১১		১২		■	■		■
	■		■	■	১৩		১৪
	■	১৫	১৬			■	
১৭		■		■	■	১৮	

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। '— জনে দেহ আলো' ৩। শূন্যতা নির্জনতা বা ব্যাকুলতার ভাব প্রকাশ ৫। সানন্দে যাপন ৭। পরোয়ানা ৯।ছোট এক টক ফল ১১। আড়ষ্ট, সংকুচিত ১৩। উদরাময়ের ওষুধ ১৫। অতি ক্রুদ্ধ ১৭। গরল ১৮। মৌচাকের উপাদান।

উপর–নীচ

১। সত্তা বা গুণাগুণ আরোপ ২। পাকা বাড়ির উপরের আচ্ছাদন ৪। কুৎসিতদর্শন ৫। শীতের সবজি ৬। দৃষ্টি ৮। বিয়ের টোপর ১০। শ্রমিক ১১। 'জীবনের —' ঃ প্রতিভাব বসু ১২। সন্মান ১৩। মিথ্যা আশ্বাস ১৪। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় গাছ ১৬। হৃৎপিন্ড।

সমাধান : শব্দবার্তা ১৭০

পাশাপাশি : ১। সব্য ২। আমজনতা ৫। সব ৭। পাতামল ৯। সুলতা ১০। কনক ১১। রান্নাঘর ১৩। থারি ১৬। সর্বাধিকারী ১৭। মেলা।

উপর–নীচ : ১। সন্ত্রাস ৩। মমতা ৪। তাও ৬। বসুন্ধরা ৭। পাতা ৮। লম্বাকথা ১০। কর ১২। ঘটিকা ১৪। রিসালা ১৫। রস।

গার্ডেন রিচ শিপ বিল্ডার্সে এইচ আর ট্রেনি

নিজস্ব প্রতিনিধি : হিউম্যান রিসোর্সেস ট্রেনি পদে ৬ জনকে নেবে গার্ডেন রিচ শিপবিল্ডার্স। প্রশিক্ষণের মেয়াদ ১ বছর। প্রশিক্ষণ চলাকালীন নির্দিষ্ট হারে স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে। এই প্রশিক্ষণের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : APP01/20.

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.gnc.in আবেদনের শেষ তারিখ ২১ মার্চ। বিশদ তথ্যের জন্য আগ্রহীরা দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

কলকাতা পুরসভায় পরিবেশ বন্ধু

নিজস্ব প্রতিনিধি : পরিবেশ বন্ধু পদে ৯০ জনকে নিয়োগ করবে রাজ্য কলকাতা পুরসভা। প্রার্থী বাছাই করবে রাজ্য মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 12 of 2020.

মোট শূন্যপদ : ৯০টি (সাধারণ ৩৯, সাধারণ দক্ষ খেলোয়াড় ২, সাধারণ প্রাক্তন সমরকর্মী ৪, সাধারণ দৈহিক প্রতিবন্ধী ৩, তফসিলি জাতি ১৯, তফসিলি জাতি প্রাক্তন সমরকর্মী ২, তফসিলি উপজাতি ৪, তফসিলি উপজাতি (প্রাক্তন সমরকর্মী)১, ও বি সি–এ ৮, ও বি সি – এ প্রাক্তন সমরকর্মী ১, ও বি সি – বি ৬, ও বি সি – বি প্রাক্তন সমরকর্মী ১)। দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট শূন্যপদের মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত, শ্রবণসংক্রান্ত এবং সেরিব্রাল পালসি বা চলাফেরায় অসুবিধা আছে এমন প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। আবেদনের যোগ্যতা : সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে এবং বাইরে ঘুরে ঘুরে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

বয়স : ১–১–২০২০ তারিখে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ও বি সিরা ৩ বছরের বয়সের ছাড় পাবেন। দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ৪৫ বছরের মধ্যে বয়স থাকলে আবেদন করতে পারেন।

বেতন : আর ও পি ২০১৯–এর পে লেভেল–১ অনুসারে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.mscwb.org প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। প্রথমে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। রেজিস্ট্রেশনের শেষ তারিখ ১৫ এপ্রিল।

ফি বাবদ দিতে হবে ২২০ টাকা (প্রসেসিং চার্জ ও ব্যাঙ্ক চার্জ সহ), তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৭০ টাকা (প্রসেসিং ও ব্যাঙ্ক চার্জ)। ফি জমা দেওয়া যাবে অনলাইন – অফলাইন উভয় পদ্ধতিতেই। অফলাইনে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায় ফি জমা দেওয়া যাবে এই অ্যাকাউন্ট নম্বরে : ০০৮৮০১০৩৬৭৯৩৬। ব্যাঙ্ক চালান ডাউনলোড করে নেবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে। চালান ডাউনলোড করার শেষ তারিখ ১৫ এপ্রিল। চালানের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৬ এপ্রিল।

অনলাইনে দরখাস্ত সাবমিট করার শেষ তারিখ ১৭ এপ্রিল। অনলাইনে দরখাস্ত যথাযথভাবে সাবমিটের পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে কাজে লাগবে।

প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি সহ অন্যান্য তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে ২৭ জন প্রার্থী নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : আর্কিওলজি, অ্যানথ্রোপলজি, ইনফর্মেশন টেকনোলজি সহ বিভিন্ন শাখায় ২৭ জন কর্মী নেবে ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম। শুধুমাত্র অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা আবেদন করবেন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর 2/2020.

শূন্যপদের বিবরণ : কনসালট্যান্ট : ১৩টি (সাধারণ ৮, তফসিলি জাতি ২, ও বি সি ৩)। নিয়োগ হবে আর্কিওলজি, নুমিসম্যাটিক্স অ্যান্ড এপিগ্রাফি, প্রি হিস্ট্রি, অন্যানথ্রপলিজি, ফাইন আর্টস, কনজারভেশন, পাবলিকেশন, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ফিনান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস, এস্টাব্লিশমেন্ট, প্রোকিওরমেন্ট, লিকাল ম্যাটার এবং স্টোর্স অ্যান্ড পারচেজ বিভাগে। ইয়ং প্রফেশনাল : ১৪টি (সাধারণ ৮, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ৩)। নিয়োগ হবে ইনফর্মেশন টেকনোলজি, লাইব্রেরি, আর্কিওলজি, আর্ট, জে এ টি এ, অ্যানথ্রপলজি, এডুকেশন, কনজারভেশন বিভাগে।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.indianmuseumkolkata.org প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ পূরণ করা দরখাস্ত ১৬ মার্চের মধ্যে পৌঁছতে হবে নির্দিষ্ট ঠিকানায়।

আবেদনের যোগ্যতা ও দরখাস্তের পদ্ধতি সহ বিশদ তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

পূজালি পুরসভায় চাকরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : পিওন এবং মজদুর পদে ১০ জনকে নেবে পূজালি পুরসভা। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 267/P.M/Estt-42/20.

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.pujalimunicipality.in প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ পূরণ করা দরখাস্ত ৩১ মার্চের মধ্যে পৌঁছতে হবে নির্দিষ্ট ঠিকানায়।

বিশদ তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

আতস কাঁচে

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : দুটি পৃথক পথ দুর্ঘটনায় মৃত দুই। দোলের দিন বেলায় এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো তিন বছরের এক শিশুর। ঘটনাটি ঘটেছে কুলতলি থানার ৩৬ হাটের মন্ডলের লাট গ্রামের ধর্মতলার কাছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, স্থানীয় ইটভাটার শ্রমিক দেবাশীষ হালদারের মেয়ে দিয়া হালদার (৩)। বাড়ির কাছে পাকা রাস্তায় এদিন অন্যান্য শিশুদের সাথে রং খেলছিলো। এমন সময় একটি টোটো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই শিশুটিকে ধাক্কা মারে। আর তাতেই শিশুটি রাস্তায় পড়ে যায়। বুকের ওপর উঠে যায় টোটোটি । তৎক্ষণাৎ টোটো চালক দিয়া কে কুলতলি ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যায়।

সেখানে শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা । পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। অন্যদিকে, বাইক দুর্ঘটনায় মৃত এক জয়নগরে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, দোলের আগের রাতে জয়নগর থানার বহু ঢিবির হাটে রাস্তার পাশে একটি চায়ের দোকানে চা খাচ্ছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা আলাউদ্দিন শেখ অরফে বৈরীগি (৬২)।

এমন সময় জয়নগর থেকে বহড়ুর দিকে আগত এক বাইক আরোহী সজোরে ধাক্কা মারে আলাউদ্দিনকে। ছিটকে পড়ে আলাউদ্দিন এরপর এলাকার লোকজন তাঁকে নিয়ে জয়নগরের একটি নার্সিংহোমে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । ঘটনার পর বাইক আরোহী বাইক ফেলে পালিয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন জয়নগর থানার পুলিশ ও জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস। ময়না তদন্তের পরে বিধায়কের উপস্থিতিতে সোমবার বিকালে আলাউদ্দিনের দেহ সমাধিস্থ করা হয়। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : গোপন সুত্রে খবর পেয়ে এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালিয়ে বেআইনি অস্ত্র সহ এক যুবক কে গ্রেফতার করলো বারুইপুর পুলিশ জেলার জীবনতলা থানার পুলিশ।ধৃতের নাম এসরাফিল লস্কর। পুলিশ ধৃত এসরাফিল এর কাছ থেকে একটি নাইন এম এম পিস্তল উদ্ধার করেছে।

পুলিশ সুত্রে জানাগেছে বারুইপুর পুলিশ জেলার অধীনস্থ জীবনতলা থানার পুলিশের কাছে মঙ্গলবার রাতে গোপন সুত্রে খবর আসে এলাকা এক যুবক পিস্তল নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে। গোপন সুত্রে এমন খবর পেয়েই নড়েচড়ে বসে জীবনতলা থানার পুলিশ। মঙ্গলবার গভীর রাতে এসআই উত্তম ঘোষের নেতৃত্বে এএসআই গাজী মোস্তাফা,এএসআই ভোলানাথ চক্রবর্তী,কনষ্টেবল বাবুন অধিকারী,পবন মাটিয়া সহ ছয়জনের একটি বিশেষ পুলিশ টিম জীবনতলা থানার পয়না শ্মশানঘাট এলাকায় তল্লাশি অভিযান শুরু করেন।

তল্লাশি অভিযানের সময় নাইন এমএম পিস্তল সহ হাতেনাতে ধরে ফেলে এসরাফিল লস্করকে। কোথা থেকে এই পিস্তল এনেছে এবং আর কে বা কারা যুক্ত রয়েছে সে বিষয়ে ধৃত কে জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্ত শুরু করেছে বারুইপুর পুলিশ জেলার জীবনতলা থানার পুলিশ।উল্লেখ্য এর আগেও বহুবার বেআইনি অস্ত্র সহ পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছিল ধৃত এসরাফিল। ফলে পুলিশের খাতায় একাধিক অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

খোলাবাজারে অ্যাসিড বিক্রি বন্ধ হোক চায় অ্যাসিড আক্রান্ত মনীষা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর : ২০১৫ সালের ১৭ নভেম্বর জয়নগর–মজিলপুর পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের হাসানপুরের বাসিন্দা মনীষা পৈলান বাড়ির কাছেই অ্যাসিড আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় অভিযুক্ত দু বছর পর ধরা পড়লেও পরে সে জামিনে মুক্ত হয়ে যায়। আর তারপর থেকে এখনো পর্যন্ত মনীষা এগিয়ে এসে অ্যাসিড আক্রান্ত মেয়েদের পাশে দাঁড়িয়েছে। সে চায় অ্যাসিড বিক্রি বন্ধ করা হোক। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী অ্যাসিড বিক্রি নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন এলাকার খোলাবাজারে বিক্রি হচ্ছে এই অ্যাসিড। আর একদল যুবক তাদের হিংসা চরিতার্থ করতে অ্যাসিডের অপব্যবহার করে চলেছে। এবারে তাই আক্রান্ত মহিলারদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মনীষা। দু'বছর আগে 'চিৎকার' নামে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করেছে সে। ৮ ই মার্চ বিশ্ব নারী দিবসের প্রাক্কালে মনীষা বলেন, এই ব্যাপারে সচেতনতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে আমরা বিভিন্ন জায়গার মোড়ে, বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে এর উপর জনসচেতনতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে শিবির করে চলেছি। আমরা চাই প্রশাসন আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুক এবং এই অ্যাসিড আক্রান্ত দের পাশে এসে দাঁড়াক, যাতে কোনওরকম ভাবে আর আক্রান্ত হতে না পারে কোনও মহিলা। এখনো দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর, কুলতলি, রায়দীঘি, গোসাবা, বাসন্তী, ক্যানিং সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে খোলাবাজারে বিক্রি হয় এই অ্যাসিড। মনীষা এও বলেন, খোলা বাজারে এই অ্যাসিড বিক্রি বন্ধ হলে আমরা সুরক্ষিত হই। নারী দিবসে এই নারীর আন্দোলন সাফল্য পাক এটাই চায় জয়নগরের মানুষজন।

কুলপিতে হরিণের মাংস, ধৃত ১

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওসি তরুণ রায়, এসআই তনুময় দাসের নেতৃত্বে স্পেশাল পুলিশ টিম অভিযান চালিয়ে হরিণের মাংস সহ একজন কে গ্রেফতার করেছে । ধৃতের নাম প্রকাশ মাইতি।ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কুলপি থানার নিশ্চিন্তপুর এলাকায়।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে নিশ্চিন্তপুর এলাকার বাসিন্দা প্রকাশ মাইতি বেশ কিছু দিন ধরে গোপনে চোরা পথে হরিণের মাংস বিক্রি করছিল।এদিন সকালে চোরা পথে নামখানা থেকে নিশ্চিন্তপুর হরিণের মাংস নিয়ে আসছিল প্রকাশ মাইতি।আর এই খবর গোপন সূত্রে পেয়ে যায় পুলিশ । গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কুলপি থানার ওসি তরুণ রায় এবং এসআই তনুময় দাসের নেতৃত্বে পুলিশের স্পেশাল টিম নিশ্চিন্তপুর এলাকা ঘিরে ফেলে। শুরু হল চিরুনী তল্লাশি।প্রকাশ মাইতি হরিণের মাংস নিয়ে নিশ্চিন্তপুর ঢুকলে পুলিশ তাকে হাতে নাতে ধরে ফেলেন পুলিশ কর্মীরা।ধৃতের কাছ থেকে পুলিশ আট কেজি দুশো সত্তর গ্রাম হরিণের মাংস উদ্ধার করেছে।এদিকে ধৃতকে বন দফতর ও পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।কোথা থেকে এই হরিণের মাংস নিয়ে এলো এবং হরিণের মাংস কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল সে বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের পাশাপাশি হরিণের চামড়া কি হল? সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ও বন দফতর।এদিকে উদ্ধার হওয়া মাংস ল্যাবে পাঠানো হয়েছে।

অন্যদিকে বেশ কিছু দিন আগে পুলিশ ও বন দফতর যৌথ অভিযান চালিয়ে মন্দিরবাজার থানার লক্ষ্মীকান্তপুরের বিজয়গঞ্জ বাজার এলাকা থেকে প্রায় ১ কোটি টাকা মূল্যের ২ টি হরিণের চামড়া সহ গ্রেফতার করে ২ জনকে। আর এই হরিণের মাংস সহ একজনকে গ্রেফতারের ঘটনায় বড়সড় সাফল্যের মুখ দেখলো বন দফতর ও পুলিশ। পুলিশ জানান গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে হরিণের মাংস সহ ১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতের কাছ থেকে আট কেজি দুশো সত্তর গ্রাম হরিণের মাংস উদ্ধার করা হয়েছে।তবে কিভাবে এবং কোথা থেকে এই মাংস নিয়ে কারবার করছিল সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ও বন দফতর।বন দফতর জানান হরিণের মাংস সহ একজনকে গ্রেফতার পুলিশ।এই কারবারের সঙ্গে আর কারা কারা যুক্ত আছে সে বিষয়েও গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ক্যামেরার ভিত্তিপ্রস্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : জয়নগর বিধানসভা এলাকাকে অপরাধমুক্ত করতে এবারে এগিয়ে এল জনপ্রতিনিধি। জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মন্ডলের সাংসদ তহবিলের অর্থের ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রায় ২০০ টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর কাজ শুরু হচ্ছে জয়নগরে। এই উপলক্ষে শনিবার বিকালে জয়নগর থানার মোড়ে এই প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান হয়ে গেল । এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল, জয়নগর ১ নম্বর বিডিও নৃপেন বিশ্বাস, জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক, উপল রায় নস্কর, জয়নগর থানার আই সি অতনু সাঁতরা, সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের সদস্য গৌর সরকার সহ আরো অনেকে।

এ ব্যাপারে সাংসদ প্রতিমা মন্ডল বলেন, জয়নগর বিধানসভা এলাকায় অপরাধ চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে সিসিটিভি ক্যামেরার গুরুত্ব অনুভব করছিলাম তাই এই সপ্তদশ লোকসভার সাংসদ হয়ে আমি এই প্রকল্পের কাজ শুরু করছি প্রায় ২০০ টি ক্যামেরা বসিয়ে। জয়নগর বিধানসভা এলাকার সমস্ত স্কুলের গেটে এই ক্যামেরা বসানো হবে। তাছাড়া জয়নগর থানার বাংলার মোড় থেকে মুলদিয়ার মোড়,থানার মোড় থেকে বুড়োরঘাট পর্যন্ত প্রতিটা মোড়ে, জয়নগর মজিলপুর টাউনের প্রতিটি মোড় এলাকায়, অন্যদিকে বকুলতলা থানার হাজির মোড় হয়ে নিমপীঠ, গৌড়ের হাট থেকে দক্ষিণ বারাশত মোড়, ময়দা থেকে বহড়ু কলুর মোড় পর্যন্ত এই ক্যামেরাগুলি লাগানো হবে।

আর এই সব সমস্ত ক্যামেরার কন্ট্রোল রুম খোলা থাকছে জয়নগর থানার ভেতরে । যেখান থেকে বিশেষ পর্যবেক্ষণ করা হবে। যাতে আগামী দিনে এই এলাকাকে অপরাধ মুক্ত করা যায় এবং আসামি দের চিহ্নিত করা যায় এটাই এর মূল উদ্দেশ্য। তিন মাসের মধ্যে এই কাজ শেষ করার সময় সীমা ধরা হয়েছে।। এই প্রচেষ্টায় খুশি জয়নগর এলাকায় আপামর মানুষজন।

হোলির মাহাত্ম্য

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী: ঋতু রাজ বসন্ত আসা মানেই হৃদয় অন্তরাল ভেদ করে প্রকৃতির কোলে রঙের মেলা । আর সেই রঙের মেলায় আমারা মেতে উঠি সকলে। প্রকৃতি ও সেজে ওঠে অপরূপ খেলায়। আর এই ঋতু রাজকে বরণ করে নিতে আমারা সকলেই উৎসবে মেতে ওঠি। রঙে আবিরে বসন্ত উৎসবে সব একাকার। আর এই সময়ে পূর্ণিমা তিথিতে পালিত হয় দোল উৎসব। হাওড়া জগবল্লভপুর থানার অন্তর্গত নস্করপুর নওয়াপাড়া বারোয়ারি কমিটির বসন্ত উৎসব বা দোল পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে পুজিত প্রেমের ঠাকুর মিলনের ঠাকুর শ্রী মহাপ্রভু। সুবিশাল আটচালার মধ্যে রাধাকৃষ্ণের যুগল মুর্তিটি মহা ধুমধামে পুজিত হয়। সারা বছরই আটচালার মধ্যে রাধাকৃষ্ণের এই যুগলমুর্তি নিত্যপুজো করা হয়।প্রতিদিন সকালে চলে নিত্য প্রভুর প্রভাতী বন্দনা । কথিত আছে এক সময় এলাকায় মহামারি দেখা দেয়।

সেই মহা মারিতে এলাকার বহু মানুষ মারা যায়। এর পর এলাকায় প্রবীণ ব্যক্তিরা সকলে মিলে এই পূজা চালু করে। তবে দোল পূর্ণিমার আগে একাদশির দিন নব নির্মিত মাটির রাধাকৃষ্ণের যুগল মুর্তিটি পুনরায় স্থাপন করে পুজাপাঠ শুরু হয়। তৃতীয়ার দিন হয় ব্রহ্মাপুজা। চতুর্থীর দিন হয় ব্রহ্মা ঠাকুর নিরঞ্জন। আর শ্রী মহাপ্রভুর পুজাপাঠ চলে দোল পূর্ণিমা পর্যন্ত। ওই দিন রাতে সারা আটচালা ঘিরে চলে মহাপ্রভুর মহা ভোগ নিবেদন। এই বসন্ত উৎসব ও দোল পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে এখানে বসে মেলা। মনোহারি দোকানের পাশাপাশি খাবারের স্টল দোলনা থেকে শুরু করে ছোটদের মনোরঞ্জনের জন্য থাকে বিশেষ ব্যবস্থা। থাকে প্রশাসনিক সুব্যবস্থা। দুর দুরন্ত থেকে মানুষ এই মেলা ও প্রভুর পুজাপাঠে অংশ নিতে ভীড় করে। এই মেলা ঘিরে এলাকার মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো ।

উত্তরের আঙিনায়

গ্রেফতার ছয় বাংলাদেশি

কিংশুক দত্ত, কুচবিহার : ছয় জন বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করল কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ। মেখলিগঞ্জের ১৪১ কামাত চ্যাংরাবান্ধা এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। রবিবার সকালে কামাত চ্যাংরাবান্ধা এলাকার হক মঞ্জিল সংলগ্ন রাজ্য সড়কে তাদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গোপন সুত্রে খবর পেয়ে এদিন মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ এই ছয় যুবককে গ্রেপ্তার করে । এই যুবকরা মাথাভাঙা থেকে চ্যাংরাবান্ধা যাচ্ছিল ।গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ছয় যুবককে পাকড়াও করে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান প্রায় দুই সপ্তাহ আগেই সীমান্ত পেরিয়ে তারা ভারতে ঢোকে ।এমনকি সীমান্তে পাচারের সঙ্গে যুক্ত এই ছয় যুবক। রবিবার এই ছয় যুবককে গ্রেপ্তার করে মেখলিগঞ্জ মহকুমা আদালতে তোলা হয় ।আদালত এই ছয় যুবককে চার দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেয় । মেখলিগঞ্জ পুলিশ জানিয়েছে গ্রেপ্তার করা ছয় বাংলাদেশি যুবককে রবিবার সকালে গ্রেপ্তার করা হয় এবং রবিবারই আদালতে তোলা হয়।চার দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেয় আদালত।

চোরাই বালিসহ দুটি ট্রাক আটক করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: পুলিশ প্রশাসনের চোখে ধুলো দিয়ে বেশ কিছুদিন যাবত শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানার অন্তর্গত উত্তর কন্যার সামনে মহানন্দার ঘাট থেকে বেআইনিভাবে বালি তোলা হচ্ছিল এমন অভিযোগ আসছিল পুলিশের কাছে। এই খবর পাওয়ার পর ঘটনার তদন্তে নামে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। তদন্তে পুলিশ জানতে পারে মহানন্দা নদী থেকে রাজস্ব ছাড়াই রাতের অন্ধকারে একটি চক্র বালি চুরি করছে। এরপর রবিবার রাতে নিউ জলপাইগুড়ি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ বাহিনী উত্তর কন্যার সামনে ফাঁদ পাতে। গভীর রাতে মহানন্দা নদী থেকে বালি চুরি করে বেরোনোর সময় দুটি শক্তিমান ট্রাককে হাতেনাতে পাকড়াও করে নিউ জলপাইগুড়ি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ বাহিনী। দুটি ট্রাকের চালককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। নিউ জলপাইগুড়ি থানা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে বেআইনিভাবে রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে মহানন্দা নদী থেকে বালি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল ওই দুটি শক্তিমান ট্রাক। আটক হওয়া ট্রাকের চালকদের গ্রেপ্তার করে ট্রাকের নম্বর থেকে মালিকের বিস্তারিত তথ্য জোগাড় করে মালিককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বেশ কিছুদিন যাব মহানন্দা নদী থেকে রাতের অন্ধকারে প্রচুর শক্তিমান ট্রাক বালি চুরি করে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে কারবার চালাচ্ছে। বিষয়টি স্থানীয় বাসিন্দারা জানান নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশকে। স্থানীয় বাসিন্দাদের থেকে পাওয়া খবরের ভিত্তিতেই রবিবার রাতে অভিযান চালায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ।বেআইনিভাবে বালি পরিবহনকারী দুটি ট্রাক আটক করে থানায় নিয়ে আসে নিউ জলপাইগুড়ি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ বাহিনী এবং গ্রেফতার হওয়া দুই চালককে সোমবার পাঠানো হল জলপাইগুড়ি আদালতে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানা সূত্রে জানা গিয়েছে এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।

ব্যবসায়ীদের স্মারকলিপি প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার: বুধবার মহকুমা শাসক ও পুরসভার চেয়ারম্যান কে দিনহাটা মহকুমা যৌথ ব্যবসায় সংগ্রাম কমিটি এক স্মারকলিপি প্রদান করে। বহুজাতিক সংস্থা মহকুমার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের স্বার্থে বহুজাতিক সংস্থা এবং বহিরাগত প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির অনুপ্রবেশ রুখতে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ সহ মোট ৩ দফা দাবির ভিত্তিতে মহকুমার ১০ টি ব্যবসায়িক সংগঠন দিনহাটা মহকুমা যৌথ ব্যবসায়ী সংগ্রাম কমিটি' যৌথভাবে এই স্মারকলিপি প্রদান করে। এদিন মহামায়া পাঠ থেকে মিছিল করে শহর পরিক্রমা করে সংগঠনের সদস্যরা প্রথমে পুরসভার চেয়ারম্যান, তারপর মহকুমা শাসক কে স্মারক লিপি প্রদান করেন। মিছিলে পা মেলান সংগঠনের সম্পাদক উৎপলেন্দু রায়, সংগঠনের সভাপতি নিখিল কর্মকার সহ সংগঠনের সদস্যরা। এ বিষয়ে সংগঠনের সম্পাদক উৎপলেন্দু রায় বলেন, মহকুমার খুচরো ব্যবসায় বহিরাগত বহুজাতিক সংস্থা এবং বহিরাগত প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির অনুপ্রবেশ রুখতে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা, নতুন করে বহিরাগত শপিংমল কেন্দ্রিক সংস্থানের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্তৃক ট্রেড লাইসেন্স প্রদান বন্ধ রাখা, দিনহাটার ব্যবসায়ীদের স্বার্থে ক্ষুদ্র সহায়ক শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করার দাবিতে আমাদের এই স্মারক লিপি প্রদান।

পথ অবরোধ গ্রামবাসীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার: রবিবার রাস্তা সংস্কারের দাবিতে দিনহাটা চৌধুরী হাট রাজ্য সড়ক অবরোধ করলেন গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি ঘটেছে দিনহাটা ১ নম্বর ব্লকের ভিলেজ ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বামনটারি এলাকায়। জানা গিয়েছে, সাহেবগঞ্জ রোডের বামনটারি থেকে বলরামপুর রোডের প্রায় সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার রাস্তার বেহাল অবস্থা। গত ১৫ বছর ধরে প্রশাসন এই রাস্তা সংস্কারের আশ্বাস দিলেও রাস্তা সংস্কার না হওয়ায় রবিবার রাস্তা অবরোধ করলেন গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীরা জানান, বেহাল রাস্তার কারণে গত কয়েক দিনে বেশ কয়েকটি মোটরসাইকেল উল্টে যায়, আহত হন গ্রামবাসীরা। এই রাস্তা দিয়ে স্কুলছাত্র থেকে শুরু করে অসুস্থ রোগীদের হাসপাতলে নিয়ে যেতে অসুবিধার সম্মুখীন হন হতে হয়। রাস্তা সংস্কারের দাবিতে আজকের এই পথ অবরোধ। টানা ২ ঘন্টা পথ অবরোধের পর পুলিশ প্রশাসন রাস্তা সংস্কারের আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেন গ্রামবাসীরা।

বাজারের অফিস বিক্রির অভিযোগ পুরপ্রধানের বিরুদ্ধে

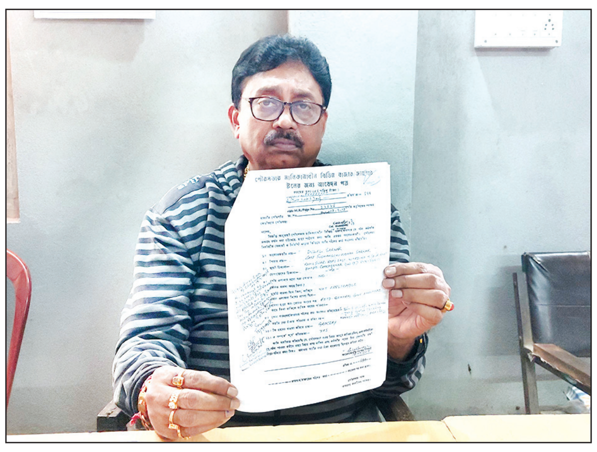

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার: কোচবিহার পুরসভা নিয়ন্ত্রিত ভবানীগঞ্জ বাজারের অফিস বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল এই পরসভার তৃণমূলী পুরপ্রধান ভূষণ সিংয়ের বিরুদ্ধে। এর পাশাপাশি পুরসভার বিভিন্ন পরিত্যক্ত যন্ত্রাংশ টেন্ডার না করে বিক্রির অভিযোগ তোলা হয়েছিল তার বিরুদ্ধে। একটি সংবাদপত্র এই অভিযোগকে সামনে নিয়ে এসেছিল তার খবর প্রকাশের মধ্য দিয়ে। রবিবার তার বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা বলে রবিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে দাবি করলেন পুরপ্রধান ভূষণ সিং।

এদিন তিনি বলেন, এই দৈনিক সংবাদ মাধ্যমের খবরের যিনি প্রকাশ করেছেন তিনি বিভিন্ন মাধ্যমে তার কাছে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়ার নাম করে ৩–৪ লক্ষ টাকা দাবি করেন। পুরপ্রধান তা দিতে অস্বীকার করায়, তার বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই ধরনের কুৎসা করা হচ্ছে বলে এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান তিনি । পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, বাজার দফতর কোনদিনও পুরপ্রধান বিক্রি করতে পারেন না, কেবলমাত্র তা নিজে দেওয়া হয়েছিল। এই কাগজপত্র এদিন সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন তিনি । কোচবিহার ভবানীগঞ্জ বাজারের ব্যবসায়ীদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল একটি সুন্দর বাজার অফিস। পরবর্তীতে প্রায় তিন হাজার স্কোয়ার সেন্টিমিটারের এই বাজার অফিস করে দিতে সক্ষম হয় পুরসভা বলে দবি করেন পুরপ্রধান। এই পরিস্থিতিতে পুরনো বাজার অফিসটি প্রায় ভগ্নপ্রায় হয়ে যায় এবং ২০১৮ সালে কতিপয় এক ব্যক্তিকে লিজে সেই বাজার অফিসটি তিনি ভাড়া দেন। সেই সমস্ত বিষয়ে কাগজপত্র তিনি আজ সাংবাদিক বৈঠকে দেখান। এর পাশাপাশি এই সমস্ত কিছু বিষয়ের সাথে তার ভাইকে জোর করে জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

তিনি অভিযোগ করেন, এই দৈনিক সংবাদ মাধ্যমকে বিজ্ঞাপন না দেওয়ার কারণে কতিপয় দল বিরোধী কিছু মানুষের সাথে যোগসাজশ করে তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হয়েছে বলে এদিন এই সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ আনেন তিনি। সংশ্লিষ্ট এই বাংলা দৈনিকের বিরুদ্ধে কোচবিহার কোতোয়ালি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হবে বলে জানান কোচবিহার পুরসভার পুর প্রধান ভূষণ সিং।

অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন যুবকেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: ফুলবাড়ির যোগিভিটা গ্রামের এক অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন ফুলবাড়ি ব্যারেজের যুবকেরা। নিজেরাই টাকা তুলে বাজার করে সেই পরিবারের হাতে তুলে দিলেন চাল, ডাল, সাবান,তেল–লবণ কলা মিষ্টি হরলিক্স সহ আরো অনেক কিছু। সঙ্গে কিছু নগদ অর্থ তুলে দিলেন সেই পরিবারের হাতে। যোগিভিটা গ্রামের মোহাম্মদ মোবাইল। দীর্ঘদিন ধরে স্বামী স্ত্রী দুজনেই অসুস্থ। পরিবারের উপযুক্ত দুইজন মেয়ে বাইরে কাজ করে কোনওমতে সংসার চালায়। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ এই পরিবারের পাশে অনেকদিন ধরেই আছেন। ইতিমধ্যে তার বাড়িতে একটি শৌচালয় বানিয়ে দিয়েছেন তারা। তার থাকার ঘরটি ভাঙাচোরা। সেটিও বানিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ফুলবাড়ি ব্যারেজ সংলগ্ন এলাকার এই যুবকরা। এই যুবকদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট এর এসিপি মোঃ ফারুক চৌধুরী।

মদসহ গ্রেফতার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের বিশেষ অভিযান শুরু শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন থানা এলাকায়। শান্তি–শৃঙ্খল ভাবে হোলি উৎসব শিলিগুড়ি শহরের মানুষ যাতে উপহার পায় সেই কারণেই শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের বিভিন্ন থানা বিগত দুইদিন যাবত শহরের বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান শুরু করেছে। বিশেষ করে বিভিন্ন থানা এলাকায় বেআইনিভাবে মদ মজুত এবং মদ বিক্রির বিরুদ্ধে চলছে অভিযান। শনিবার রাতে নিউ জলপাইগুড়ি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ বাহিনী বারিভাশা এলাকায় বেআইনি মজুদ ও বিক্রির অভিযোগে মন্টু রায় নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল। শনিবার রাতে নিউজলপাইগুড়ি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ এর কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে বারিভাশা এলাকায় মন্টু রায় নামে এক ব্যক্তি তার বাড়িতে প্রচুর পরিমাণে দেশি এবং বিদেশি মদ মজুত করে রেখেছে। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে তৎক্ষণাৎ অভিযান চালিয়ে মন্টু রায়কে বামাল গ্রেফতার করল পুলিশ। রবিবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়।

করোনা আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: করোনার আতঙ্ক শিলিগুড়ি শহরে। ফুলবাড়ি সীমান্তে চলছে স্বাস্থ্য পরীক্ষা। আজ সকাল থেকে চলছে এই স্বাস্থ্য শিবির।ভারত–বাংলাদেশ সীমান্তের ফুলবাড়ির গ্রাম্য এলাকার প্রত্যেক মানুষকে স্ক্যানিং করছে স্বাস্থ্য দফতরের কর্মীরা। ইতিমধ্যেই হোলি উৎসব উপলক্ষে যে সমস্ত স্থানে প্রচুর মানুষের উপস্থিতির সম্ভাবনা ছিল সেই অনুষ্ঠানগুলি বাতিল করেছেন সংগঠনের সদস্যরা। তারা এও জানাচ্ছেন যথেচ্ছ পরিমাণে জনসমাগম নিষিদ্ধ করা হয়েছে সরকারি ভাবে, শিলিগুড়িতে সিনেমা হল এবং মলের মালিকদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, এদিকে করোনা ভাইরাস নিয়ে স্থানীয় স্কুল গুলির সাথেও বেঠক করতে পারে রাজ্যের সাস্থ্য দফতর, স্কুলের বাচ্চাদের নিরাপত্তার ব্যাপারেও তারা কথা বলবে বলে জানা গেছে, এদিকে যতদিন এই ভাইরাস প্রভাব থাকবে ততদিন কিভাবে বাচ্চাদের নিরাপদে রাখা যায় তা নিয়েও বৈঠক করবে স্কুলগুলি।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৪ বর্ষ, ২২ সংখ্যা, ১৪ মার্চ – ২০ মার্চ, ২০২০

বাংলার গর্ব

বাংলার গর্ব বলতে আমরা জানতাম শিক্ষা সংস্কৃতিকে। বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, রবি ঠাকুর, নেতাজি প্রমুখ ব্যক্তিত্বকে। এমন কি বাংলার রসগোল্লা, মুড়ি ইত্যাদিও বাংলার অহঙ্কার ছিল। আজ সেই বাংলার গর্বকে কলঙ্কিত করা হয়েছে সাম্প্রতিক কালের কিছু কুশিক্ষিত রবীন্দ্র বিদ্বেষী লোকজনদের দ্বারা।

এমনটাই ঘটেছিল সেই ৭০–এর দশকে। যখন বিদ্যাসাগর মূর্তির মুন্ডচ্ছেদ করা হয়েছিল কলেজ স্ট্রিটে। কালিমা লিপ্ত করা হয়েছিল বাংলার আরও অনেক মনীষীর মূর্তিতে। তারও আগে কিছু বামপন্থী নেতাজিকে যেমন কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করেছে পাশাপাশি রবি ঠাকুর, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দকেও অপমান করতে তাদের বাধে নি। কালের নিয়মে তারা আজ জনগণের থেকে হারিয়ে গেছে। যা শাশ্বত যা সত্য তাই থেকে যায়। কিন্তু অপপ্রচারের ঢেউ মাঝে মাঝে সমাজের মূল্যবোধকে ধাক্কা দিয়ে থাকে। কৌতুক কিংবা ব্যাঙ্গাত্মক লেখা অতীতেও বহুবার ঘটেছে। হুতোম প্যাঁচার নকশা থেকে শুরু করে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কলমে উঠে এসেছে ব্যাঙ্গাত্মক নানা শ্লেষ। সেই সব ব্যাঙ্গ রচনায় ছিল মার্জিত রুচিবোধ ও মেধার স্পষ্ট বিকাশ। দুর্ভাগ্যের বিষয় সাম্প্রতিক কালে কিছু চলচিত্র, রিয়ালিটি শো আর মেধাহীন অশ্লীল সাঙ্গীতিক বাড়বাড়ন্ত মনে করিয়ে দেয় মেধা আর মেধাহীনতার উদাহরণকে। বটতলার সাহিত্যকেও হার মানিয়ে দিয়েছে সাম্প্রতিক কালের কোনও কোনও কবি ও সামাজিক মাধ্যমের কিছু প্রচার প্রিয় লোকজনের অশ্লীল লেখা। নতুন প্রজন্মকে নৈতিকভাবে শেষ করে দেওয়ার কুৎসিত চক্রান্ত তীব্রভাবে শুরু হয়েছে। ভারতের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি উগ্র রাজনৈতিক আশ্রয়ী ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনের নামে প্রকাশ্য রাস্তায় অশালীন আচার আচরণ কালিমা লিপ্ত করেছে অতীতের জাগ্রত ছাত্র আন্দোলনকে। সারা ভারতের চোখে বাংলার শিক্ষা সংস্কৃতির এই অধঃপতন বহু রুচিশীল শিক্ষিত মানুষকে পীড়িত করলেও রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচারের সামনে তারা অসহায় হয়ে পড়েছে। পাঠ্য বই থেকে অনেক আগেই বাংলার কিছু মনীষীকে সঠিক ভাবে তুলে ধরা হয় নি। শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশাপাশি সহ পাঠ্যক্রমের যে অনিবার্যতা প্রয়োজন তা আজ অস্বীকার করা হচ্ছে সরকারি নিয়োগের ক্ষেত্রে। সঙ্গীত, নাটক, আবৃত্তি, খেলাধুলো প্রভৃতি গুণগুলি আর মান্যতা পাচ্ছে না।

বর্তমান সময়ের শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগের ক্ষেত্রে। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকার ক্ষেত্রেও গুরুত্ব হীন হয়ে গেছে ব্যক্তি মানুষের সুকোমল বৃত্তিগুলির গুরুত্ব। যারা মানুষ গড়ার কারিগর তারাও ছাত্রছাত্রীদের যান্ত্রিকভাবে ভালো ফলাফল নির্ভর হয়ে পড়ছেন। পশ্চিমবাংলায় বর্তমান সময়ের অভিভাবক অভিভাবিকারাও সন্তানদের ফলাফলের দিকে নজর দিয়েছেন বেশি। ভালো মানুষ হয়ে ওঠার যা কিছু উপকরণ তা সমাজ থেকে নষ্ট করে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন নিম্ন মেধার গুরুত্বপূর্ণ ঠিকাদাররা। যা কিছু ভাল তা সমাজ সাদরে গ্রহণ করে, সার্বিক উন্নয়ন ও মেধার স্বার্থে। অবিলম্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যারা কুৎসিত ভাবে বিকৃত করছেন তাদের বিরুদ্ধে সরকার দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। নইলে বাংলার গর্ব বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

শ্রীঈশোপনিষদ

তাৎপর্য

এমনই সুন্দরভাবে ভগবান সব কিছুর ব্যবস্থা করেছেন এবং তিনি কৃপা পরবশ হয়ে আমাদের জন্য যা আলাদা করে রেখেছেন, তা নিয়ে আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত, এবং আমাদের সব সময় বিবেচনা করা উচিত, যে সমস্ত জিনিস আমরা গ্রহণ করছি, প্রকৃতপক্ষে সেগুলি কার।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, একটি বাড়ি তৈরি হয় মাটি, কাঠ, পাথর, লোহা, সিমেন্ট এবং এই ধরনের সমস্ত জড় পদার্থ দিয়ে, এখন আমরা যদি ঈশোপনিষদের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করি, তা হলে আমরা জানতে পারব যে, এর কোনওটিই আমরা তৈরি করতে পারি না। আমরা কেবল আমাদের শ্রম দিয়ে সেগুলি জড়ো করে সেগুলিকে বিভিন্ন রূপ দান করতে পারি। কোনও শ্রমিক তার কঠোর শ্রম দিয়ে কোন কিছু তৈরি করার জন্য তার মালিকানা দাবি করতে পারে না।

আধুনিক সমাজে শ্রমিক এবং মালিকদের মধ্যে সর্বদাই ভীষণ সংঘর্ষ হচ্ছে। এই সংঘর্ষ একটি আন্তর্জাতিক রূপ ধারণ করেছে এবং তার ফলে সমস্ত পৃথিবী বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। মানুষে মানুষে শত্রুতা হচ্ছে এবং তারা কুকর–বেড়ালের মতো ঝগড়া করছে। শ্রীঈশোপনিষদের জ্ঞান কুকুর–বেড়ালকে উপদেশ দান করার জন্য নয়, তা সদ্গুরুর মাধ্যমে মানুষের প্রতি পরমেশ্বর ভগবানের বাণী প্রদান করছে। মানব সমাজের কর্তব্য হচ্ছে ঈশোপনিষদের এই বৈদিক জ্ঞান গ্রহণ করা এবং জড় বস্তুর মালিকানা নিয়ে ঝগড়া–বিবাদ না করা। পরমেশ্বর ভগবান কৃপা করে আমাদের যতটুকু সুযোগ–সুবিধা দান করেছেন, তা নিয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। কমিউনিস্ট, ক্যাপিটালিস্ট অথবা অন্য সমস্ত দলগুলি যদি প্রকৃতির সম্পদের উপর মালিকানা দাবি করে, তা হলে মানব–সমাজে অশান্তির সৃষ্টি হয়, কেননা প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুই হচ্ছে ভগবানের সম্পত্তি। ক্যাপিট্যালিস্টরা যেমন রাজনৈতিক কৌশলের দ্বারা কমিউনিস্টদের দমন করতে পারবে না, তেমনই কমিউনিস্টরা তাদের রুটির লড়াই করে ক্যাপিটালিস্টদের পরাস্ত করতে পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তা তারা পরমেশ্বর ভগবানের মালিকানা স্বীকার করছে, ততক্ষণ যে সম্পত্তি তারা তাদের নিজেদের বলে দাবি করছে, তা সবই হচ্ছে চুরি করা সম্পদ। সেই অপরাধের জন্য তাদের প্রকৃতির নিয়মে দণ্ডভোগ করতে হবে। পারমানবিক বোমাগুলি এই উভয় গোষ্ঠীকেই ধ্বংস করবে। তাই তাদের রক্ষা করার জন্য এবং জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য উভয় দলেরই কর্তব্য ঈশোপনিষদের উপদেশ অনুসরণ করা।

কুকুর–বেড়ালের মতো ঝগড়া করা মানুষের উদ্দেশ্য নয়, যথেষ্ট বুদ্ধি সহকারে তাদের মানব–জীবনের গুরুত্ব এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হওয়া কর্তব্য। বৈদিক শাস্ত্র রচিত হয়েছে মানুষের জন্য, কুকুর–বেড়ালদের জন্য নয়।

ফেসবুক বার্তা

রবীন্দ্রনাথের যুবক বয়সের একটি দুষ্প্রাপ্য ছবি ।

জার্মানিতে যুবক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। খুবই দুষ্প্রাপ্য ও অত্যন্ত পুরানো একটি ছবি !!

পাথর হাতে জনগণ অসহায় প্রশাসন

নির্মল গোস্বামী

শোনা কথা লর্ড ক্লাইভ যখন মুর্শিদাবাদ জয় করে নদী পথে কলকাতায় ফিরছিল তখন নদীর দুপারে হাজার হাজার মানুষ কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। ক্লাইভ পরে তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছিল যে যদি ভারতীয়রা একটা করে ঢিল ছুঁড়ে মারত তাহলে তাদের অবধারিতভাবে মৃত্যু হতো। কিন্তু আমরা জানি তা হয়নি। কারণ ভারতীয়দের মধ্যে পাথর ছোঁড়া সংস্কৃতি তখনও পর্যন্ত ছিল না। এবং শাসন কার্যে সাধারণের অধিকার এই বোধও মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয় নি। দেশ দখলের জন্য রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়। সেখানে সৈন্য মরে রাজা মরে রাজার পরিবার বর্গ অত্যাচারিত হয়। শাসক যায় শাসক আসে সে মোগল পাঠান হোক আর ইংরেজ ফরাসী হোক– সাধারণ মানুষ খাটে খায়, খাজনা দেয়। ফলে সঙ্ঘবদ্ধভাবে শাসকদের আক্রমণ এ চিন্তা ছিল তাদের স্বপ্নের অতীত।

ভোঁতা, থ্যাবড়া পাথর নিয়ে পাথরের অস্ত্র নিয়ে বন্য মানুষ হিংস্র জীব জন্তুর মোকাবিলা করত বা প্রয়োজনে শিকার করত। তার পর বহু হাজার বছরের প্রচেষ্টায় মানুষ সভ্য হয়েছে। সভ্য জীবনের প্রয়োজনে নানান আবিষ্কারের পথে শত্রুর মোকাবিলা করার হাতিয়ার উন্নত হয়েছে। হাজারো রকমের আগ্নেয়াস্ত্র নিত্য নতুন আবিষ্কার হচ্ছে শক্তিশালী শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য। কিন্তু তবুও মানুষের মন থেকে যেমন আদিম হিংস্রতাকে সম্পূর্ণরূপে দূর করা যায় না তেমনি মানুষ বোধ হয় তার আদিম হাতিয়ারটিকেও ভুলতে পারে না। সময় সুযোগে তার ব্যবহার করেছে কেউ কেউ। ৭০র দশকে কলকাতায় স্টোনম্যানের দেখা পাওয়া গিয়েছিল। ফুটপাতের ঘুমন্ত মানুষকে সে একটা ভারী পাথর দিয়ে মেরে মাথা থেঁতো করে দিত। তার বিকৃত মানসিকতার শিকার হয়েছিল অনেকগুলি মানুষ। বোম্বাই শহরে আর একবার এরকম স্টোনম্যানের আর্বিভাব হয়েছিল। মানুষকে মারার হাতিয়ার হিসাবে সে বোমা, ছুরি, রিভালবার না ব্যবহার করে পাথর ব্যবহার করেছিল।

ইতিহাসের গতি পথে শাসক বনাম জনতার যুদ্ধ হয়েছে। সৈন্যদলের হাতে থাকে আধুনিক অস্ত্র আর জনতা থাকে নিরস্ত্র তাই জনতা সম্মুখ সমরে লড়াই না করে গেরিলা পদ্ধতি ব্যবহার করে। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিন্নমত ও পথের পথিকরা সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাদের হাতেও আজ আধুনিক অস্ত্র পৌঁছে যায় কোনও এক অদৃশ্য জাদুবলে। কিন্তু সেই অস্ত্রের পরিমান কম হওয়ার জন্য তারাও গেরিলা আক্রমণ করে রাষ্ট্র শক্তির উপর। এ দেশের মাওবাদী আন্দোলন– বোড়ো আন্দোলন– এই পথেই পরিচালিত হয়েছে।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে দুটি মত ও পথের সংযোগ ঘটেছিল। বোমা বন্দুক নিয়ে চোরাগোপ্তা ভাবে রাষ্ট্র শক্তিকে আক্রমণ করে ব্যতিব্যস্ত করে তোলা। তারা সশস্ত্র বিপ্লবের পক্ষে ছিল। আর গান্ধীজি সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ডাক দিলেন নিরস্ত্র হয়ে। পুলিশ কত মারে মারুক। শান্তিপূর্ণ গণ আন্দোলনের শক্তির জোর বেশি। এবং এই পথেই নাকি স্বাধীনতা এসেছিল। তাই গণ আন্দোলনই স্বাধীন ভারতের সরকার বদলের প্রধান পন্থা হয়ে দাঁড়াল। মাঝে মাঝে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের খণ্ড যুদ্ধ যে হয়নি তা বলা যাবে না। পুলিশকে তাতাবার জন্য কখনও কখনও মিছিল থেকে দু একটা ইঁট কেউ কেউ পরিকল্পিত ভাবে ছুঁড়ত যাতে করে পুলিশ লাঠি চালায়। লাঠি চললে মিছিলকারীরা সহজেই প্রচারের আলোয় আসতে পারে। আবার মিছিলকারীরা অভিযোগ করত যে পুলিশই মিছিলকে বিশৃঙ্খল করবার জন্য ইঁটের টুকরো ছুঁড়ছে। যাই হোক এক আধটা ইঁটের টুকরো এদিক ওদিক থেকে উড়ে আসত। ইঁট–পাথর যে পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধ করার হাতিয়ার হতে পারে তা শেখাল কাশ্মীর। পুলিশ সৈন্যের উপর শত শত ছেলে বুড়োরা একসাথে পাথর বৃষ্টি করছে এ দৃশ্য প্রথমে দেখা গেল কাশ্মীর। তারা জানে যে জনতার উপর পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালাবে না– তাই পাথর ছুঁড়ে পুলিশকে ভাগাও। শোনা যায় টাকার বিনিময়ে শিশু কিশোররাও পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়ত। আজও ছোঁড়ে।

এই পাথর ছোঁড়ার সংস্কৃতির মূল খুঁজতে গেলে দেখা যয় শরিয়ত আইনে এক বিশেষ অপরাধের জন্য অপরাধীকে পাথর মেরে মেরে ফেলার নিদান আছে। এবং জনতাই পাথর ছুঁড়ে অপরাধীকে মারবে। আবার শোনা যায় হজ করতে গেলে সেখানে একটা দেওয়ালে পাথর ছুঁড়তে হয়। ওই দেওয়ালকে শয়তান রূপে কল্পনা করে পাথর ছুঁড়ে মারা হয়। ফলে পাথর ছোঁড়াটা ইসলামীয় রীতি সংস্কৃতি বলা যায়।

বর্তমানে সিএএ বিরোধী আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গে বিক্ষোভকারীরা চলন্ত বাসে ট্রেনে ব্যাপকহারে পাথর ছুঁড়ল। অর্থাৎ পাথরবাজী ভাইরাল হল। তারপর দেখা গেল দেশের সর্বত্রই পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর বৃষ্টি হতে লাগল। জামিয়া মিলিয়ার ছাত্ররাও পাথর হাতে তুলে নিল। এবং দিল্লির জমায়েত থেকে ব্যাপকভাবে পাথর বৃষ্টি হলে পুলিশ পিছু হটতে বাধ্য হল। তারপর এলো সেই কালো দিন। দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকার রাস্তায় দেখা গেল লরি লরি ইঁট পাথরের টুকরো। আকাশ থেকে মাঝে মাঝে যেমন শিলা বৃষ্টি হয় তার থেকে ব্যাপকভাবে মানুষ হাতে হাতে ইঁট বৃষ্টি করেছে। এই সহজলভ্য অস্ত্রের ব্যবহারে ভারতবাসী যেভাবে অভ্যস্ত হচ্ছে তা গভীর চিন্তার বিষয়। যে কোনও জমায়েতে হাজার হাজার মানুষ যদি পাথর ছোঁড়ে তাহলে পুলিশ অসহায় হয়ে পড়ে। এবং পুলিশ অসহায় হয়ে হাল ছেড়ে দিলে কী ভয়ংকর পরিণতি হয় তা আমরা দেখেছি দিল্লির দাঙ্গায়। কিন্তু ওইখানেই শেষ হল পাথরবাজীর তো কিন্তু নয়। পাথরটা যে যে কোনও আন্দোলনকারীদের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে তার প্রমাণ মিলল অতি সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে। বারুইপুর সংশোধনাগারের বন্দিরা ইঁট বৃষ্টি করল পুলিশের উপর। তিনজন অফিসার আহত হল। জেল বন্দীদের বিক্ষোভ আগেও হয়েছে। কিন্তু এমন ভাবে ইঁট বৃষ্টি হয়নি। এই যে কাশ্মীর থেকে পাথর ছোঁড়ার সাংস্কৃতি দ্রুত ভাইরাল হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে তাতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চরিত্র দ্রুত বদল হচ্ছে। যা প্রশাসনের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাঘের আক্রমণে মৃত্যু হচ্ছে মৎস্যজীবীদের কেমন আছেন তাদের পরিবার?

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বের বৃহত্তম ব–দ্বীপ ম্যানগ্রোভ ঘনঅরণ্যের বাদাবন সুন্দরবন। জীব বৈচিত্রে সমৃদ্ধ এই ব–দ্বীপ। এখানকার জীববৈচিত্রের উপর নির্ভর করে যে সমস্ত মানুষজন জীবনজীবিকা অর্জন করেন, তাঁদের অনেকের কাছেই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে বিশ্বের বৃহত্তম বাদাবন এই সুন্দরবন। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম উঠে আসে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের কথা। জীবন জীবিকার জন্য পেটের দায়ে সুন্দরবন জঙ্গলের নদীখাঁড়িতে মাছ–কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের আক্রমণে পড়ে মৃত্যু হচ্ছে একের পর এক মৎস্যজীবীর। বর্তমানে এই মৃত্যুটা যেন টিভি সিরিয়ালের মতো ধারাাহিক হয়ে উঠেছে। যার ফলে, দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে বাঘের আক্রমণে মৃত্যুর সংখ্যা এবং ব্যাঘ্রবিধবা পরিবারের সংখ্যাও। বিগত একবছরে বনদফতরের হিসেব অনুযায়ী ৪ জন বাঘের আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছেন। বেসরকারি হিসেবে সেই সংখ্যাটা একলাফে ১১।

প্রত্যন্ত এই সুন্দরবনে বিকল্প কর্মসংস্থানের বড়ই অভাব।আর সেই কারণেই গোসাবা, বাসন্তী, ক্যানিং, জীবনতলা, কুলতলি, সাগর, রায়দিঘী, সহ উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার বহু সংখ্যক মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের মানুষজন মাছ–কাঁকড়া ধরতে যান সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে নদীখাঁড়িতে পাড়ি দেন। পরিবারের মুখে দুমুঠো অন্ন তুলে দেওয়ার জন্য প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই তারা বেরিয়ে পড়েন রহস্যেঘেরা বিশ্বের বৃহত্তম বাদাবন সুন্দরবনের জঙ্গলের বিভিন্ন এলাকায়। মূলত মাতলা,বিদ্যাধরী ও কলস নদীতে মাছ ধরে থাকেন তারা। তবে এই সমস্থ নদী ছাড়াও অসংখ্য মাঝারী কিংবা ছোট ছোট শাখানদী ও খাঁড়ি রয়েছে প্রচুর। আর এই সমস্ত ছোট ছোট খাঁড়িতেই অনেক বেশি পরিমানে মাছ–কাঁকড়া পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, জোয়ারের টানে নদীখাঁড়িতে প্রচুর সংখ্যক মাছ ঢুকে পড়ে। যা ভাটার সময় দ্রুত ফিরতে পারে না। সেই সুযোগ কে লাগিয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে নদী খাঁড়িতে নেমে পড়েন মাছ–কাঁকড়া ধরতে।খেয়াল কিংবা নজর থাকে না অন্য কোনও দিকে।

নৌকা থেকে মাছ ধরলে বিপদের মুখে পড়তে হয় না বললেই চলে। কিন্তু, অধিকাংশ মৎস্যজীবির টার্গেট থাকে কাঁকড়ার দিকে। কারণ, কাঁকড়া বিক্রি করে বেশি টাকা আয় হয়।এবং বিদেশের বাজার কাঁকড়ার একটা বিশেষ চাহিদাও রয়েছে। প্রতি কেজি বড় কাঁকড়ার বাজারমূল্য ৩০০ টাকা থেকে ২৮০০ টাকা পর্যন্ত। একটু বেশি করে ধরতে পারলেই কেল্লাফতে। অল্প সময়ে অনেক বেশি টাকা রোজগার করা যায়।আর তাতে করে পরিবারের লোকজনেদের সাথে বেশ কিছুদিন হেসে–খেলে কাটিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়।আর এই অত্যধিক লোভ লালসা সংবরণ করতে না পেরেই অধিক লাভের আশা বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এই সমস্ত মৎস্যজীবীদের কাছে।

সুন্দরবন জঙ্গলের দক্ষিণ রায়ের আস্তানার মধ্যে ঢুকে গিয়ে জীবন বাজী রেখে কাঁকড়া ধরতে নেমে পড়েন নৌকা থেকে। জঙ্গলের আশপাশে যেসব গর্ত থাকে সেখানে লোহার শিক ঢুকিয়ে কাঁকড়া ধরেন। সুন্দরবন জঙ্গলে দক্ষিণ রায়ের ডেরার মধ্যে ঢুকে সাহস দেখানো ব্যাস, আর রক্ষে থাকে না। অন্যদিকে সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ওঁত পেতে বসে থাকে এই সমস্ত সাহসী মৎস্যজীবী মানুষজনের আশায়। দক্ষিণ রায় ও নিজের ডেরার কাছে এমন ভালো সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজী নয়।অগত্যা চোখের পলক ফেলার আগের মুহূর্তে আক্রমণ চালায় মৎস্যজীবীর উপর। নেতিধোপানি,পীরখালি জঙ্গলে এমন ধরনের ঘটনা প্রায় প্রতিদিনই ঘটে চলেছে।

পেটের দায়ে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে ঝুঁকি নিয়ে মাছ ধরতে যান বহু মৎস্যজীবী।

দিনকয়েক পর পরিবারের কাছে আসে সেই দুঃসংবাদ। সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের আমলামেথি গ্রামের শ্রীনাথ মণ্ডল, সুবল সর্দাররা মৎস্য শিকারে গিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি।ফলে বার্ধক্যের আগেই বিধবা হতে হয়েছে রীতা মন্ডলকে।২০১৯ এর ২৩ নভেম্বর গোসাবা আমলামেথি গ্রামের বাসিন্দা অনিল মণ্ডল সুন্দরবনের নদীখাঁড়িতে কাঁকড়া ধরার সময় বাঘে তুলে নিয়ে যায়। গোসাবার কুমিরমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের মৃধাঘেরী এলাকার বাসিন্দা দুর্গাপদ মণ্ডলেরও মৃত্যুর ক্ষেত্রেও ঠিক একই ঘটনা ঘটেছে। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের আস্তানায় সেই সমস্ত হাড়হীম করা মর্মান্তিক ঘটনার কথা বলতে গিয়ে অঝোরে কেঁদে ফেললেন শ্রীনাথ মণ্ডলের স্ত্রী রীতা মণ্ডল।

রীতাদেবীর কথায় স্বামী মাছ ধরতে গিয়েছিল। বাড়িতে বলে গিয়েছিল দিন তিনেক পর ফিরে আসবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার স্বামী আর ফিরে আসেনি! ভাবলাম, পরের দিন সকালে চলে আসবে!সেই কারণে সকাল সকাল ভাত বসিয়েছিলাম স্বামী এসে খাবে! কিছুক্ষণ পরে দেখি, বাড়ির চারপাশে প্রচুর পরিচিত এবং অপরিচিত লোকজনের আনাগোনা। রাস্তার বাইরে–ঘরের সামনে সর্বত্র লোকজন। তখন বুঝতে পারলাম, কিছু একটা হয়েছে বিপদ হলে হতে পারে। রাস্তায় গেলে প্রতিবেশীরা আমাকে বাড়ি নিয়ে চলে আসে। তখন জানতে পারি আমার স্বামী মারা গেছে! অনেকেই গিয়েছিল দেহ আনতে। একটি ভ্যানে করে দেহ নিয়ে আসা হয়। সেই ভ্যানটিই দেহ দাহ করতে নিয়ে গিয়েছিল। ছেলে–মেয়ে নিয়ে কোথায় যাবো। ভাবলাম, আমি বিয়ে করলে ছেলে–মেয়েদের কে দেখবে। তখন বয়স কম ছিল। কলকাতায় মায়ের কাছে গিয়েছিলাম। একটা ভাঙা ঘর ছিল। মেয়েটা বোনের বাড়িতে থেকে মানুষ হয়। এখন এখানে ছেলে–মেয়ে নিয়েই থাকি।

শ্রীনাথের সঙ্গে ছিলেন আরও দুজন। মনোরঞ্জন ও সুবল। তারা কোনওক্রমে প্রাণ বাঁচিয়ে লোকালয়ে ফিরে আসেন। এলাকার কয়েকজনকে জোগাড় করে শ্রীনাথকে বাঁচাতে যান। সেইসময় জঙ্গল থেকে আরও একটি বাঘ বেরিয়ে এসে তাঁদের উপর হামলা চালায়। মনোরঞ্জন বাঁচলেও, রক্ষা পায়নি সুবল। হাড়হিম করা সেই ঘটনার কথা প্রসঙ্গে মনোরঞ্জন বলেন, আমার সামনেই সুবলকে নিয়ে গভীর জঙ্গলে চলে যায় বাঘ। শ্রীনাথের রক্তাক্ত দেহের অর্ধেকটা পেয়েছিলাম। সেই সময় বাঘ আমাকেও আক্রমণ করে। আমি যখন রক্তাক্ত অবস্থায় পাশে পড়ে রয়েছি তখন বাঘ উঠে গিয়ে সুবলকে টেনে নিয়ে জঙ্গলে চলে যায়। অন্যান্যরা প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে কেউ কেউ গাছেও উঠে যায়। আবার অনেকে নৌকায় চড়ে।সঙ্গীরা কয়েকজন মিলে আমাকে ধরাধরি করে নৌকায় তোলে। আজও সেই ভয়ঙ্কর কথা মনে পড়লে বন্ধুদের জন্য খুবই কষ্ট হয়!সেই সময় আমার তো কিছু করার ছিল না। এখন চাষবাস করে সংসার চালাই। অন্যান্য সঙ্গীসাথীদের কে বলেছি, ওই ভয়ঙ্কর জায়গায় যাওয়ার কোনও দরকার নেই। গ্রামাঞ্চলেই কাজকর্ম করাই ভালো।

মাছ–কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের হামলার মুখে পড়েন স্থানীয় বনিতা মণ্ডলের স্বামীও।

মাছ ধরাই জীবিকা সুন্দরবনের অধিকাংশ মানুষজনের।

এভাবে অসময়ে স্বামীকে হারিয়ে অথৈ জলে পড়ছেন ব্যাঘ্র বিধবারা।তারা তাদের ছেলে–মেয়েদের নিয়ে কী করবেন? কোথায় যাবেন? আর এই সমস্ত সুরাহা করতে গিয়ে অনেককেই আবার বিপদের মধ্যে পড়তে হচ্ছে।দীর্ঘদিন সুন্দরবনের শিক্ষা–সংস্কৃতি, মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং তাদের স্বনির্ভর করার কাজ করে আসছেন বাসন্তী হাইস্কুলের শিক্ষক তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী অমল নায়েক।

অমল বাবুর কথায়, এই ব্যাঘ্র বিধবা মায়েদের জীবনে ভয়ঙ্কর এক সমস্যা নেমে আসছে। এদের মধ্যে অনেকেই গৃহছাড়া হচ্ছেন। এদের মধ্যে অনেককেই মিথ্যা প্রলোভন দিয়ে ভুল বুঝিয়ে কলকাতা,দিল্লি,রাজস্থান,কেরল, মুম্বই, পুণে এমনকি বাংলাদেশ,নেপালের মতো দেশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এদের একাংশকে পাচার করা হচ্ছে।আবার কাউকে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের প্রলোভন এবং মোটা মাইনের কাজ পাইয়ে দেওয়ার নাম করে দেশের ও দেশের বাইরে বিভিন্ন পতিতালয়ে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। এদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য আমরা সেভ টাইগার অ্যাফেক্টেড ফ্যামিলি স্টাফ নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গঠন করেছি।প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপে ব্যাঘ্রবিধবাদের কে একত্রিত করেছি। তাদের বাঁচার সন্ধান দিয়ে স্বনির্ভরতার করার লক্ষ্যে ছাগল, হাঁস, মুরগি পালন করার জন্য তুলে দিয়েছি।

পাশাপাশি হাতের কাজের মাধ্যমে ছোটোখাট বিভিন্ন ব্যবসার কাজ করিয়ে তাদেরকে স্বাবলম্বী করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমাকে বেশকিছু সহৃদয় মানুষজন সাহায্যও করে থাকেন। কিন্তু, দিনের পর দিন ব্যাঘ্রবিধবা মা এবং তাদের পরিবারের সংখ্যাটাও বেড়ে যাচ্ছে। একমাসের মধ্যে পাঁচজন মা ব্যাঘ্রবিধবা হয়েছেন। তাদের সন্তানদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ওরা শিশুশ্রমিকে পরিণত হচ্ছে। আমি চেষ্টা করছি, তাদেরকে লেখাপড়ায় ফিরিয়ে এনে স্কুলে ভর্তি করা।সে জন্য মথুরাখন্ড দ্বীপে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত একটি বিদ্যালয়ও চালু করেছি। যেখানে নিখরচায় ব্যাঘ্র বিধবা পরিবারের সন্তানরা পড়াশোনা করতে পারবে।

পাশাপাশি রাজ্য কিংবা কেন্দ্র সরকার যদি এবিষয়ে একটু নজর দেয় তাহলে এই ব্যাঘ্রবিধবা মায়েদের স্বাবলম্বী করার জন্য কোনও অসুবিধা হবে না। এছাড়াও সাধারণ মানুষ পাশে এসে দাঁড়ালে অগ্রগতি হবে।

মৎস্যজীবীরা সরকারি অনুমতি ছাড়াই জঙ্গলে মাছ ধরতে গিয়ে বাঘের হামলার মুখে পড়ছে। এমনটাই দাবি বনদফতরের। এপ্রসঙ্গে বনদফতরের এক অধিকর্তা বলেন, অনেকে কাঁকড়া ধরতে সুন্দরবনের জঙ্গলে নদীখাঁড়িতে যায় । তার জন্যই মারা যাচ্ছেন। এঁরা নৌকায় থাকলে মারা যাবে না। ওদের বোঝানোর চেষ্টা করছি, জঙ্গলে নামবেন না। নৌকায় যে পদ্ধতিতে কাঁকড়া ধরা হয়, সেই পদ্ধতিতে ধরুন। অতি লোভের জন্য বাঘের পেটে যাচ্ছেন। বনদফতর থেকে প্রায় সারাবছর এবিষয়ে সচেতন করা হয়। কিন্তু অবৈধভাবে জঙ্গলে ঢুকে দুর্ঘটনা ঘটলে আমরা মান্যতা দেবো না।বৃহত্তম সুন্দরবনের এতো বিশাল বড় এরিয়ার জন্য বেশি কর্মী নেই। ফলে সাধারণ মৎস্যজীবিরা সচেতন হলে এটা কমবে।

অন্যদিকে সুন্দরবন জঙ্গলের উপর নির্ভরশীল মানুষজনের বিকল্প রোজগারই বা কোথায়? কীভাবে চলবে তাঁদের পেট?অগত্যা তাই মাছ–কাঁকড়া কিংবা মধু সংগ্রহ করতে বেরিয়ে পড়তেই হয়। এনিয়ে গোসাবার বিডিও সৌরভ মিত্র জানিয়েছেন, বিকল্প জীবিকা জোগানের চেষ্টা করা হবে। এছাড়া যে কোনও ছোটোখাট কাজ করার জন্য ওঁরা লোন পাচ্ছেন। সেদিকটাও আমরা দেখছি। বর্তমানে অনেকেই সেলাই, হাঁস–মুরগি প্রতিপালনের প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। জঙ্গলের উপর নির্ভরশীলতার দুটো কারণ।প্রথমত কাঁকড়া ও মাছের দাম অত্যধিক। দ্বিতীয়ত অনেকেই অভ্যাস বশত জঙ্গলে যাচ্ছে। বাজার–দোকান আছে,বিকল্প আয়ও করছেন তা স্বত্বেও কেউ কেউ আবার লোভে বশীভূত হয়ে জঙ্গলে যাচ্ছেন।

অন্যদিকে আবার বাঘের আক্রমণে মৃতদের ক্ষতিপূরণ প্রসঙ্গে বিডিও সৌরভ মিত্র বলেন, ব্যাঘ্র বিধবাদের দু'ভাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। একটা হচ্ছে বনদফতরের ক্ষতিপূরণ। সেক্ষেত্রে মৃতদেহ পাওয়া খুব জরুরি। মৃতদেহ পাওয়া গেলে ফরেষ্টের ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায়। তারজন্য যাবতীয় যা সাহায্য করা কিংবা যোগাযোগ করানো, বনদপ্তরকে নির্দেশ পাঠানো, রেঞ্জ অফিসারদের সঙ্গে কথা বলা, প্রয়োজনে ফিল্ড ডিরেক্টরের সাথে কথাও বলা হয়। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ৪ লক্ষ টাকা। অনেক ক্ষেত্রে বনদফতরের ক্ষতিপূরণ পেতে অসুবিধা হচ্ছে মাঝিদের জন্যেই। কারণ, ওরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কোর এরিয়াই ঢুকে যায়। যেখানে যাওয়া একে বারেই নিষিদ্ধ। ফলে মৎস্যজীবীদের কাগজপত্র থাকলে ফরেষ্ট না হলে আমরা মৎস্য দফতরে পাঠাই। সেখানে ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায়। তার পরেও কিছু না হলে, ফ্যামিলি বেনিফিট স্কিমে ৪০ হাজার টাকা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

নিট ফল সচেতন না হলে কিচ্ছুটি হবে না।

বিবাহ বার্ষিকীতে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার: অভিনব পদ্ধতিতে বিবাহ বার্ষিকী পালন করলেন কোচবিহারের প্রাক্তন সাংসদ পার্থ প্রতিম রায়। কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজের ব্লাড ব্যাংকের রক্ত সংকট দূর করতে অষ্টম বিবাহ বার্ষিকী উপলক্ষে রবিবার নিজের বাড়িতেই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন পার্থ প্রতিম রায়। এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের পুলিশ সুপার সন্তোষ নিম্বালকার, ডিএসপি ট্রাফিক চন্দন দাস, কোতোয়ালি থানার আইসি সৌম্যজিত রায় প্রমূখ। রক্তদান শিবিরে তৃণমূলের কর্মীরা স্বেচ্ছায় রক্তদান করে। সংগ্রহীত সমস্ত রক্ত কোচবিহার মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক জমা করা হয়। পার্থ প্রতিম রায় জানান, বিবাহ বার্ষিকী স্মরণীয় করে রাখতে তিনি এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছেন। এই রক্তদান শিবিরে তার বন্ধু–বান্ধব থেকে শুরু করে দলীয় কর্মীরা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন বলে জানান তিনি।

এনআরসি বিরোধী সভা থেকে বিধানসভা নির্বাচনের ঘুঁটি সাজাচ্ছেন অনুব্রত মণ্ডল

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: রাজ্যজুড়ে পুরসভা নির্বাচন আসন্ন। বিধানসভা নির্বাচনের এখনও একবছর দেরি। কিন্তু, সবকিছু জেনে–বুঝেই এখন থেকেই বিধানসভা নির্বাচনের জন্য চড়াম – চড়াম ঢাক বাজানোর প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের মুকুটহীন সম্রাট অনুব্রত মণ্ডল। এনআরসি বিরোধী প্রতিটি দলীয় সভা থেকে বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতির জন্য জল মাপছেন তিনি। পাশাপাশি এই সভাগুলি থেকে তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ ঢঙে দলীয় কর্মী–সমর্থকদের উজ্জীবিত করে তোলার জন্য নতুন নতুন দাওয়াই দেওয়ার কোনও খামতি রাখেননি।

দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থ সহধর্মিণীর অকাল মৃত্যুর পর অনুব্রতবাবু মাসখানেক ধরে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ফের রাজনীতির ময়দানে নেমে কার্যত দৌড়ে বেড়াচ্ছেন। কখনও বীরভূম তো কখনও পূর্ব বর্ধমান জেলা। এনআরসি, সিএএ বিরোধী তৃণমূল কংগ্রেসের একের পর এক প্রতিবাদ সভাকে কেন্দ্র করে দলীয় কর্মীদের পালস বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছেন দলনেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের আদরের কেষ্ট ওরফে অনুব্রত মণ্ডল। কোনও সভায় তিনি ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রসঙ্গে দু'চার কথা বলেছেন তো' কোথাও শুধু রাজ্যব্যাপী উন্নয়নের ফিরিস্তি দিয়ে দলনেত্রী ও তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি জনমানসের প্রতিক্রিয়া সুকৌশলে জেনে নেওয়ার চেষ্টা করছেন।

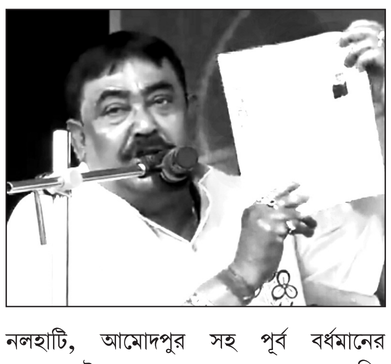

সপ্তাহ খানেকের ব্যবধানে বীরভূমের নলহাটি, আমোদপুর সহ পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোটে তৃণমূল কংগ্রেসের এনআরসি, সিএএ বিরোধী সভা অনুষ্ঠিত হল। সর্বত্রই প্রধান বক্তা ছিলেন দলের বীরভূম জেলা কমিটির সভাপতি তথা কেতুগ্রাম, মঙ্গলকোট, আউশগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের দলীয় পর্যবেক্ষক অনুব্রত মণ্ডল। প্রতিটি সভাতেই তিনি এনআরসি, সিএএ'র বিরোধিতা করার পাশাপাশি বিজেপি সহ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর তীব্র সমালোচনা করেন। একইসাথে তিনি বিজেপিকে ধর্মীয় বিভেদসৃষ্টিকারী ও দাঙ্গাবাজ দল আখ্যা দিয়ে এদের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।

আমোদপুরের সভায় অনুব্রত মণ্ডলের নাম না করে রাজ্য বিজেপির কয়েকজনকে আগাছা বলে মন্তব্য করে ডাল ছেঁটে ফেলার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। গত ১ মার্চ মঙ্গলকোটের কাশেমনগরের সভাতেও তিনি বিজেপি, প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রবলভাবে আক্রমণাত্মক। এদিন হাজার হাজার দলীয় কর্মী–সমর্থক সহ সাধারণ মানুষের উদ্দেশে অনুব্রত মণ্ডল বলেন, এনআরসি'র নাম করে বাড়িতে কেউ কোনও কাগজপত্র দেখতে এলে তাঁকে বেধড়ক চাবকে দেবেন। একইসঙ্গে তিনি রেশন ডিলারদের সতর্ক করে দেন। রেশন ডিলাররা নিয়ম মেনে মানুষকে সঠিকভাবে পরিষেবা না দিলে তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি চরম হুঁশিয়ারি দেন।

তবে, এসব কিছুকে ছাপিয়ে রাজ্যের উন্নয়নকে তুলে ধরতেই সচেষ্ট ছিলেন অনুব্রত মণ্ডল। তাঁর মতে, মমতা বন্দোপাধ্যায়ের রাজত্বে যেভাবে উন্নয়ন হয়েছে তা মানুষ আগে কখনও দেখেননি। রাজ্যের স্বাস্থ্য, কৃষি, শিক্ষা সহ সবক্ষেত্রেই মমতা বন্দোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে উন্নয়নের জোয়ার। রাজনৈতিকভাবে সচেতন মানুষের একাংশের অভিমত, তৃণমূল কংগ্রেসের এনআরসি, সিএএ বিরোধী সভাগুলিতে অনুব্রত মণ্ডল যেভাবে দলীয় কর্মী–সমর্থকদের উদ্দেশে রাজ্য সরকারের উন্নয়নের ফিরিস্তি তুলে ধরা সহ কেন্দ্র সরকার ও বিজেপির বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে বক্তব্য পেশ করে চলেছেন তাতে বিধানসভা নির্বাচন এগিয়ে আসাকেই ইঙ্গিত করছে। আর সেকারণেই তিনি দলীয় কর্মীদের বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে উজ্জীবিত করে তুলতেই সচেষ্ট।

২৬২ মিলিয়নের পলতা শোধনাগার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ব্রিটিশ আমলে (১৮৬৪–৭০ খ্রিঃ) তৈরি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ব্যারাকপুরের পলতায় নয়া নামাঙ্কিত 'ইন্দিরা গান্ধি জল পরিশোধনাগারে' দৈনিক ১৮ মিলিয়ন গ্যালনের পুরাতন একটি প্রকল্পকে নবরূপে দৈনিক ২০ মিলিয়ন গ্যালন ক্ষমতাসম্পন্নে রূপ দিয়ে সেটি নির্মাণের মাধ্যমে কলকাতায় পানীয় জল সরবরাহের বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের গত ১২ মার্চ উদ্বোধন করেন মহা নাগরিক ফিরহাদ হাকিম।

এর ফলে পলতা জল শোধনাগারের জলশোধন ক্ষমতা বেড়ে দাঁড়ালো দৈনিক ২৬২ মিলিয়ন গ্যালন। নতুন এই জলশোধন প্রকল্পটি তৈরিতে ব্যয় হয়েছে ৪৬ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। মহানাগরিক বলেন, নতুন এই জলশোধন প্রকল্পটি তৈরি হওয়ার ফলে উত্তর ও মধ্য কলকাতার কাশীপুর, বেলগাছিয়া, দমদম, বাগবাজার, নর্দান অ্যাভিনিউ, পাইকপাড়া, আরজি কর রোড সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা উপকৃত হবেন। এই প্রকল্প মূলত গঙ্গার মিষ্টি জল তুলে তা পরিশোধন করে পাইপলাইনের মাধ্যমে পলতা থেকে পৌঁছে দেওয়া হবে উত্তর কলকাতার টালা জলাধারে। সেখান থেকেই জল সরবরাহ হয় উত্তর ও মধ্য কলকাতায়।

বাংলার গর্ব মমতা সাতগাছিয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : দিদিকে বলো কর্মসূচির সফল রূপায়ণের পর ভোট গুরু প্রশান্ত কিশোরের নতুন নিদান 'বাংলার গর্ব মমতা'। আর সেই কর্মসূচির দিনক্ষণ ছিল গত ৭ মার্চ। সাতগাছিয়া বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে চকমানিক রাধাকৃষ্ণ গার্ডেন্সে পালিত হল সেই কর্মসূচি। প্রথমে বাংলার মাটি বাংলার জল গান দিয়ে সূচনা হয় কর্মসূচির। তারপর সাতগাছিয়া বিধানসভার পর্যবেক্ষক তথা ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক তথা জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সওকাত মোল্লা সকলকে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ করান। তিনি বলেন, সামনে কঠিন লড়াই, বুথে বুথে সংগঠনে জোরদিন, বিজেপিকে এক ইঞ্চিও জায়গা ছাড়া যাবে না। মমতা ব্যানার্জীর উন্নয়নকে জন সমক্ষে তুলে ধরুন। উপস্থিত সাতগাছিয়ার বিধায়ক সোনালী গুহ বলেন, ৭৫ দিন ধরে এই কর্মসূচি চলবে।

প্রতিটি মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে। বাংলার গর্ব মমতা এই বার্তা সর্বত্র পৌঁছে দিতে হবে। জেলা সভাধিপতি সামিমা সেখ সহ তৃণমূলের অন্যান্য নেতারাও বক্তব্য রাখেন। কর্মসূচি সফল করতে সাতগাছিয়া বিধানসভার ৭টি অঞ্চলের যুব তৃণমূলের কনভেনর বুচান ব্যানার্জী বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এদিন সভা থেকে সাতগাছিয়া বিধানসভার সাতটি অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের কনভেনর হিসাবে স্বপন হাতীর নাম ঘোষণা করা হয়।

জয়নগর ও কুলতলিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলার গর্ব মমতা এই শিরোনামে জেলায় জেলায় দলীয় কার্যক্রমের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আরও বেশি করে দলীয় কর্মীদের নিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর বার্তা কে সামনে রেখে শনিবার বিকালে জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক তৃণমূলের বিশ্বনাথ দাস দক্ষিণ বারাশত মহামায়া কমপ্লেক্সে এক কর্মী সম্মেলন করলেন। এই সম্মেলনে সকল স্তরের তৃনমূল সদস্য, পৌর সভার সদস্য সহ বহু তৃণমূল কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তপন কুমার মন্ডল, ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোনাজাত খান, জয়নগর ২ নং ব্লকের তৃণমূল সভাপতি গোপাল নস্কর, তৃনমূল নেতা শাহাবুদ্দিন শেখ, তুহীন বিশ্বাস সহ আরো অনেকে। বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস বলেন, তৃণমূলের সব কর্মী দের নিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে আরো বেশি করে পৌঁছোতে হবে। তাদের পাশে থাকতে হবে। তাদের সুবিধা অসুবিধা শুনতে হবে। জন সংযোগ আরও বা।।তে হবে।অন্যদিকে, এদিন কুলতলির বি আর আম্বেদকর হলে তৃনমূলের কর্মী সম্মেলন হয়ে গেল।

দিবালোকে সাফ করার চেষ্টা ব্লক অফিসের গোডাউন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার : প্রকাশ্য দিবালোকে বিডিও অফিসের গোডাউন থেকে রীতিমতো লরি বোঝাই করে পাচার করার চেষ্টা হচ্ছিল ব্লক দফতরের গোডাউনে পড়ে থাকা অব্যবহৃত লোহার সামগ্রী ও প্রচুর পরিমাণে অ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্র। বিষয়টি চোখে পড়তেই শুক্রবার স্থানীয় বিজেপি কর্মী সমর্থকদের প্রতিবাদে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল কোচবিহার ১নং ব্লক অফিস চত্বরে। সংশ্লিষ্ট লরিটি আটকে দেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা। এই পাচার কাণ্ডের সাথে ব্লকের বিডিও এবং তৃণমূলের ব্লক স্তরের নেতারা জড়িত আছেন বলে এদিন অভিযোগ তুললেন বিক্ষোভকারী গ্রামবাসীরা। এই বিষয়ে বিডিও জানান যে, তার অফিস গোডাউন ফাঁকা করবার জন্য অব্যবহৃত কাগজপত্র নিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু কাগজপত্রের জায়গায় কি করে লোহা এবং অ্যালুমিনিয়ামের সামগ্রী লরিতে চাপানো হচ্ছে, সে বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না। তিনি আরও বলেন, এই সব মালপত্র যাবে জেলাশাসকের দফতরে। একই কথা জানান এই মালপত্র যিনি কিনছেন তিনিও। কিন্তু সংশ্লিষ্ট লরি চালক জানান লরি বোঝাই হলে তিনি লরি নিয়ে যাবেন শিলিগুড়িতে। এই বক্তব্যের তারতম্যের কারণেই সন্দেহ বাড়ে গ্রামবাসীদের।

অভিযোগ বিডিও নিজেও কোন কাগজ দেখাতে পারেননি। কোচবিহার ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জানান, গোডাউন থেকে শুধুমাত্র পুরনো কাগজপত্র নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল এবং কাগজপত্র নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে বিডিও সাথে কথা হয়েছে। কিন্তু লোহালক্কর বা বাসনপত্র কেন লরিতে লোড করা হলো, সেই বিষয়ে তারও কিছু জানা নেই।

থ্যালাসেমিয়া নিয়ে উদাসীন স্বাস্থ্য বিভাগ দুর্বিপাকে রোগীরা

প্রথম পাতার পর

কারণ এই ল্যাবে কোনও স্থায়ী পরীক্ষক নেই। সপ্তাহে দুদিন অস্থায়ীভাবে একজন এসে পরীক্ষা করেন। কিন্তু তাও অনিয়মিত, আর এ কারণেই বারংবার এই টেস্ট করাতে এসে ফিরে যেতে হয় এই সমস্ত অসহায় পরিবারগুলিকে।

দিনহাটার গীতালদহ এলাকার বাসিন্দা মৌমিতা বিবি জানান, তার দুই ছেলেমেয়ে সাথী পারভীন এবং মিলন হক এই থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত। বর্তমানে তার ছেলের অবস্থা স্থিতিশীল হলেও প্রয়োজন মতো আয়রন টেস্ট করতে না পারায় এবং সঠিক সময়ে সরকারি ব্লাড ব্যাংক থেকে রক্ত না পাওয়ায় তার শিশুকন্যাটি ভয়ঙ্কর ভাবে অসুস্থ। তার পেটে টিউমার দেখা দিয়েছে। যা অতি দ্রুততার সাথে অপারেশন করার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসক। কিন্তু অপারেশন তো দূর অস্ত, কোচবিহারের এই সরকারি মেডিকেল কলেজে সাধারণ আয়রন টেস্ট করাতে গেলেই তাদেরকে বাইরে টেস্ট করতে বলা হয়। ব্লাড ব্যাংক থেকে রক্ত সংগ্রহ করতে গেলে দুর্ব্যবহারের সম্মুখীন হতে হয় তাদের। শুধু তাই–ই নয়, এই টেস্ট করিয়ে দেওয়ার নামে বিভিন্ন সময়ে তাদের কাছে ঘুষ দাবি করেন বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর্মীরা বলে এদিন অভিযোগ করেন তিনি। জেলার এই দিনহাটা মহকুমারই আবুতারা এলাকার বাসিন্দা বাবলু হোসেন বলেন, তার দুই সন্তানই থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত। সরকারি ভাবে তাদের যে চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়ার কথা, বর্তমানে তারা সঠিকভাবেই পরিষেবা পাচ্ছেন না। জেলার এই মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংকে রক্ত মজুত থাকলেও তাদেরকে রক্ত দিতে অস্বীকার করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, বেসরকারিভাবে থ্যালাসেমিয়া

রোগীদের আয়রন টেস্ট করতে খরচ হয় প্রায় ৭০০টাকা। আর একারণেই সরকার এই থ্যালাসেমিয়া রোগীদের জন্য এই টেস্টের ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে একটি সরকারি মেডিকেল কলেজে এই পরিষেবা থেকে প্রতিনিয়ত বঞ্চিত করা হচ্ছে তাদের। এক এক দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে দিন কাটছে তাদের বলে এদিন জানান তিনি। অবিলম্বে থ্যালাসেমিয়া রোগীদের এই সমস্ত পরিষেবা দিয়ে তাদের বাঁচার পথকে সুগম করার এদিন আবেদন জানান তিনি।

জল সঙ্কটে পথে নাগরিকরা

প্রথম পাতার পর

বেশির ভাগ মানুষকেই কিনে খেতে হচ্ছে জল। এমন কি নিত্য ব্যবহারের জন্য যে জলের প্রয়োজন সেই ন্যূনতম পরিষেবা টুকু পাচ্ছেন না তারা। এই পরিস্থিতিতে তাই এই আন্দোলনের পথে যেতে বাধ্য হয়েছেন জল কষ্টে থাকা এই মানুষেরা।

কোচবিহার পুরসভার বিরোধী দলনেতা মহানন্দ সাহা এদিন বলেন, প্রায় ৬৫কোটি টাকা ব্যয়ে যে জল প্রকল্পের কাজ দীর্ঘদিন আগে শুরু হয়েছে তা আজ পর্যন্ত পুরোপুরিভাবে সমাপ্ত হলো না কেন? এই শহরের নাগরিকরা এই পরিস্রুত পানীয় জল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে কেন? তার জবাব দিতে হবে পুরসভাকেই। তিনি বলেন একদিকে পুরসভার বোর্ড কাউন্সিলরদের মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত না নিয়েই কোটি কোটি টাকার বিল মেটানো হচ্ছে পুরসভায় কর্মরত ঠিকাদারদের। তারা কোনও কাজের বিল পাচ্ছেন? কার কত পাও না? তার কোনটাই পুরসভার বোর্ড অফ কাউন্সিলরদের মিটিংয়ে পাশ না করিয়েই, ইচ্ছে মতো তাদেরকে পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি চলছে। অথচ কোচবিহার শহরে পানীয় জলের এই জ্বলন্ত সমস্যা মেটানোর কোনো উদ্যোগ নেই এই তৃণমূলী পুরসভার। শহরের নাগরিকরা পুরসভার এই অপদার্থতার বিরুদ্ধে যোগ্য জবাব দেবে আগামী পুর নির্বাচনে বলে এদিন জানান মহানন্দ সাহা।

নজরদারীর প্রশ্ন

প্রথম পাতার পর

তাছাড়া পরিবহণ দফতরের নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেক ফেরিঘাটে জলসাথী স্বেচ্ছাসেবক থাকার কথা সেই সঙ্গে নৌকার যাত্রীদের জন্য লাইফ জ্যাকেট দেওয়াও আবশ্যিক। কিন্তু কোনও ফেরিঘাটেই জলসাথী কিংবা লাইফ জ্যাকেটের নজীর চোখে পড়ল না। হুগলি নদীর কলকাতা থেকে হলদিয়া পর্যন্ত একটি ব্যস্ত নদীপথে প্রশাসনের আরও নজরদারীর তৎপরতা দরকার। সম্প্রতি কলকাতার আউট্রাম ঘাট থেকে সাগরদ্বীপ পর্যন্ত একটি বেসরকারি জাহাজ চলাচল শুরু হচ্ছে। তাই প্রশাসন যদি এখনও এই নদীপথের নজরদারী না বাড়ান আগামী দিনে আরও বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকে যাবে।

ভোটার তালিকা নিয়ে প্রশ্ন

প্রথম পাতার পর

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে এবারে রাজ্য নির্বাচন কমিশন অনেক বেশি সতর্ক। মেপে ঝুপে পা ফেলছে। রাজ্যে বিজেপি সহ বিরোধীদের ও সুষ্ঠ নির্বাচনের বার্তা দিয়েছে কমিশনকে। ফলে কমিশন চাইছে অতীতের কালি যেন এবার স্পর্শ না করে তাদের।

VACANCY

For Manufacturing of Electronic Device Gents and Lady Worker Wanted

Address : Scoretach Shevok Road, Siliguri

Contact : 9093062252

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
নারী ও শিশু উন্নয়ন দপ্তর
বজবজ ১ সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প
কালীপুর, পোঃ পূর্ব নিশ্চিন্তপুর, থানা : বজবজ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা
পত্রাঙ্ক নং– ৫০/আই.সি.ডি/বি.বি–১ তারিখ : ০২.০৩.২০

অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও সহায়িকা নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বজবজ ১ নং ব্লক এলাকায় দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত পার্শ্ববর্তী যেকোন ব্লক ও পৌরসভার এলাকার উপযুক্ত তফশিলী উপজাতি মহিলা প্রার্থীগণের কাছ থেকে বজবজ ১ সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পে অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ী সহায়িকা নিয়োগের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। দরখাস্ত সরাসরি অফিসে জমা দেওয়া যাবে আগামী ২রা মার্চ, ২০২০ হইতে ১লা এপ্রিল,২০২০।

বি দ্রঃ – ডাকযোগে পাঠানো আবেদন বা উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার পর আবেদন গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না। অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী শূন্যপদ : তফশিলী উপজাতি ১২টি। অঙ্গনওয়াড়ী সহায়িকা শূন্যপদ : তপশিলী উপজাতি ১৩টি।

বয়স : ০২/০২/২০২০ (২রা মার্চ, ২০২০) তারিখে ১৮–৪৫ বৎসর।

বিশদ বিবরণের জন্য সরাসরি কার্য্যালয়ে (বজবজ ১ সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প), সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কার্য্যালয়, বজবজ পৌরসভা কার্য্যালয়, পূজালী পৌরসভা কার্য্যালয়, গ্রাম পঞ্চায়েত কার্য্যালয়গুলিতে যোগাযোগ করিতে আহ্বান করা যাইতেছে।

আনন্দময় চ্যাটার্জ্জী
শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক
বজবজ ১ নং সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প
দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

৭১০/জেতসদ/২৪ পঃ(দঃ)/১১.০৩.২০

অকালবর্ষণে বোরোধানের মঙ্গল হলেও

ক্ষতির আশংকা সবজি ও ফুল চাষে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাটোয়া: অকালবর্ষণ সহ শিলাবৃষ্টিজনিত কারণে পূর্ব বর্ধমানের জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার আলু, পেঁয়াজ, সবজি, সর্ষে সহ ফুল চাষে ব্যাপক ক্ষতির আশংকা দেখা দিয়েছে। যে কারণে এইসব চাষির কপালে দুঃশ্চিন্তার ভাঁজ প্রকট। তবে, বোরোধান সহ তিল প্রভৃতি চাষের ক্ষেত্রে পরপর এই অকালবর্ষণ উপকারই করবে বলে কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গেছে।

পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়ে এসময় ব্যাপক হারে বোরো ধানের চাষ হয়। একইসঙ্গে অনেক জায়গাতেই উল্লেখযোগ্য হারে আলু, পঁয়িাজ সহ বিভিন্ন সবজি চাষ ও মরশুমি ফুল ও ফলের চারা তৈরির কাজও চলে। পাশাপাশি এসময় আমগাছে মুকুলও চলে এসেছে। কোথাও আমের গুটিও দেখা যাচ্ছে। রাজ্যের শস্যগোলা এই জেলার কালনা মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে বোরো ধানের পাশাপাশি ব্যাপকহারে আলু, পেঁয়াজ, লংকা সহ হরেকরকম সবজি চাষ হয়। সেইসঙ্গে মহকুমার পূর্বস্থলী থানা এলাকাজুড়ে অসংখ্য মানুষ নার্সারি কারবারে যুক্ত। এইসব নার্সারিতে মরশুমি ফুল, ফল ও পাতাবাহারের চারাগাছ তৈরি হয়। এলাকার নানান কৃষিজাত পণ্যসামগ্রীর রাজ্য ও রাজ্যের বাইরেও ব্যাপক চাহিদা থাকায় কালনা মহকুমার বিভিন্ন জায়গায় পাইকারি বাজার গড়ে উঠেছে।

কিন্তু, সাম্প্রতিক অকালবর্ষণ ও শিলাবৃষ্টিজনিত কারণে জেলাজুড়ে কৃষিক্ষেত্রে মিশ্র প্রভাব পড়েছে। জেলার বর্ধমান সদর, কালনা, কাটোয়া মহকুমার বিস্তীর্ণ

পূর্ব বর্ধমান

এলাকাজুড়ে বোরোধান চাষের ক্ষেত্রে এই অকালবর্ষণ উপকারী হলেও আলু, পেঁয়াজ, লংকা সহ বিভিন্ন সবজি চাষ এবং মরশুমি ফুল, ফল, পাতাবাহারের চারা তৈরির ক্ষেত্রে চাষিরা ব্যাপক ক্ষতির আশংকা প্রকাশ করেছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চাষিরা এবার বেশ কিছুটা দেরিতে আলু ও পেঁয়াজের চাষ শুরু করায় এখনও পুরোদমে ফসল তোলা সম্ভব হয়নি। ফলে বৃষ্টির জলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এইসব জমির অনেকাংশই। ক্ষতি হয়েছে পটল, ফুলকপি, কুমড়ো, ক্যাপসিকাম সহ বিভিন্ন সবজি চাষের। ফুল ও ফলের চারা তৈরির বীজও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শিলাবৃষ্টিতে আমের মুকুলও সাংঘাতিক ক্ষতিগ্রস্ত।

কালনা মহকুমা কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক আশিস কুমার বারুই বলেন, সাম্প্রতিক অকালবর্ষণজনিত কারণে আলু, পেঁয়াজ সহ বিভিন্ন সবজির জমিতে জল জমে গিয়ে ফসল কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমাদের দপ্তরের পক্ষ থেকে ফসলের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণের কাজ শুরু হয়েছে। তবে, বোরো ধান চাষ ও তিলের জমি তৈরির ক্ষেত্রে এই অকালবর্ষণ অনেকটাই উপকার করবে।

মহানগরে

বকেয়া সম্পত্তি কর

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুনরায় কলকাতার সম্পত্তিকর দাতাদের মধ্যে যে সমস্ত করদাতার বহু কোটি টাকা সম্পত্তি কর বাকি, তাদের থেকে কর আদায়ে জোর দিতে চাইছে কলকাতা পুরসংস্থা। গত ২০১৮–'১৯ অর্থ বর্ষে সম্পত্তিকর বাবদ পুরসংস্থার আয় হয়েছে ৯৫০ কোটি টাকা। যদিও মূল বাজেট বরাদ্দ ছিল ৯৮৯ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। চলতি ২০১৯–'২০ অর্থবর্ষে সম্পত্তি কর বাবদ পুরসংস্থার গত ৩ মার্চ পর্যন্ত আদায় হয়েছে ৮৫০ কোটি টাকা। যদিও মূল বাজেটে বরাদ্দ আছে ১০১১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা।

ভারতবর্ষ নারীদের বিপ্লবেও স্বাধীন হয়েছিল। তাদের আমরা কোন দিনও ভুলতে পারব! তাই নারী দিবসে এই সব বিপ্লবী নারীদের পরিচয় করিয়ে দিল আদি দক্ষিণ কলকাতা বারোয়ারী সমিতির তরফ থেকে কাশীনাথ ব্যানার্জী। রাসবিহারীর দিকে যেতে শীতলা মন্দিরের ঠিক উল্টো দিকে বিপ্লবীদের জন্ম মৃত্যু দিবস স্মরণ ও তাদের ছবি দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন বহুদিন ধরেই তিনি করে আসছেন। তাকে সত্যিই কুর্নিশ।

জুনে মাঝেরহাট ব্রিজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাঝেরহাট রেলওয়ে ওভার ব্রিজের রেল–ট্র্যাকের (রেললাইন) ওপর ব্রিজের পুনর্নির্মাণের অনুমোদন রাজ্য পূর্ত দফতরে এসে পৌঁছেছে গত ২৯ ফেব্রুয়ারি। রেলের তরফে এই অনুমতি দিয়েছে 'কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি'। সেজন্যই গত ৮ মার্চ ব্রিজের কাজ কতদূর এগিয়েছে তা সরেজমিনে পরিদর্শনে আসেন রাজ্যের নগরোন্নয়ন

মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও পূর্তমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। কলকাতা পুর সংস্থা সূত্রে জানা যায়, রেল লাইনের ওপর কাজের অনুমতি মেলায় আগামী চার মাস বাদে জুন মাসের শেষ দিকে এই ব্রিজের কাজ সম্পূর্ণ হবে। ঠিকাদারি সংস্থার এক ইঞ্জিনিয়ারের বক্তব্য, এই ব্রিজ পুর্ণনির্মাণে কেন্দ্রীয় সরকার এ পর্যন্ত দু'টো পার্টে মোট ২৮০ কোটি টাকা দিয়েছে। প্রসঙ্গত, গত ২০১৮–র ৪ সেপ্টেম্বরের বিকেলে ব্রিজটি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। ওই ঘটনায় চার জনের মৃত্যু হয় এবং জনা পঁচিশেক আহত হয়।

পুস্তক বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১ মার্চ ২০২০ কুমারটুলি কিশোর সংঘে পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বীর বিপ্লবী সূর্য সেন এর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ৩৭তম বিবেক বিদ্যার্থী উৎসব বনমালী সরকার স্ট্রিটে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে ৩০০ ছাত্রছাত্রীকে বিনামূল্যে পুস্তক ও খাতা বিতরণ করা হয়। এই মহতী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল ও মাননীয় প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্যামল কুমার সেন। বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন বাগবাজার গৌড়িয় মঠের পূণ্যপাদ্য হৃষিকেশ মহারাজ।

সমাজসেবী ডি আশিস, ডাঃ অজিত আচার্য, ধীমান দাস, পিনাকী রায়, পুরমাতা শিখা সাহা, গৌতম ঘোষাল সহ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে কিশোর সংঘের সভাপতি শাক্য সেন সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করতে কমল পাল সহ কুমারটুলি কিশোর সংঘের সদস্যরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংস্থার সম্পাদক সমাজসেবী বাসুদেব পাল চৌধুরী। সকলকে আপ্যায়ণ করেন পর্ণা রায়চৌধুরী।

পার্কিং–তোলাবাজি রুখতে ট্যাবলো গাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ ও কলকাতা পুর সংস্থা যৌথ উদ্যোগে কলকাতার উত্তরে সিঁথি থেকে দক্ষিণে জোকা, পূর্বে ই এম বাইপাস থেকে পশ্চিমে গার্ডেনরিচ–মেটিয়াব্রুজ পর্যন্ত কলকাতার ১৪৪টি ওয়ার্ডে পুর লাইসেন্স প্রাপ্ত বৈধ পার্কিং জোন তৈরি করেছে প্রায় ৬৫০টি। দরপত্র ডেকে কয়েকটি অসরকারি সংস্থাকে পার্কিং জোনগুলি দেওয়া হয় এবং তাদের পার্কিং ফি আদায়ের সম্পূর্ণ দায়িত্বও দেওয়া হয়। আর এরপরই পুর কন্ট্রোল রুমেও পুর পার্কিং দফতরে এই সমস্ত পার্কিং জোনগুলি সম্পর্কে ভুঁড়িভুঁড়ি অভিযোগ জমা পড়ে। কোথাও বাড়তি টাকা নেওয়া হচ্ছে। ১০ টাকার পরিবর্তে ২০ টাকা প্রতি ঘন্টায় নেওয়া হচ্ছে। আবার এমন অনেক জায়গা রয়েছে, যেখানে পার্কিং জোন না থাকলেও বা ফ্রি পার্কিং জোন থেকে কেউ কেউ টাকা তুলছে। এর নেপথ্যে রয়েছে দালালচক্র। কলকাতা পুর নির্বাচন দোরগোড়ায়। অনেকটা সেই সূত্রেই এই দালালচক্রকে ভাঙতে এবার কলকাতার কোথায় কোথায় পুর লাইসেন্স প্রাপ্ত বৈধ পার্কিং জোন আছে এবং সেখানে প্রতি ঘন্টায় কত টাকা দিতে হবে। সেই সমস্ত তথ্যকে একত্রিত করে একটি ট্যাবলো গাড়ি কলকাতা শহর জুড়ে ঘুরে বেড়াবে। এবং প্রচারকার্য চালাবে। এই গাড়িতে কার পার্কিং–এ দুর্নীতি বিষয়ে অভিযোগ জানানোর দু'টি ফোন নম্বরও দেওয়া আছে। গত ৫ মার্চ এই গাড়িটির 'ফ্ল্যাগ অফ' করেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। সঙ্গে ছিলেন পুর পার্কিং দফতরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার। তিনি

বলেন, অধিকাংশ পার্কিং জোনে মানুষের ওপর অযথা জুলুমবাজি চলছে। এই গাড়িতে পার্কিং সম্পর্কে অভিযোগ জানানোর ফোন নম্বরের পাশাপাশি কোন ওয়েবসাইট থেকে কলকাতায় বৈধ পার্কিং জোনের তালিকা জানা যাবে, সেই তথ্যও তুলে ধরা হয়েছে। পুর সূত্রে জানা যায়, ফিজ আদায়কারীর পরিচয়পত্র ও নীল রঙের নির্দিষ্ট পোশাক দেখেই নির্দিষ্ট 'পার্কিং ফি' জমা করবেন। মোবাইল অ্যাপ বা হ্যান্ড হেল্ড (হস্তচালিত) মেশিনের রসিদ ব্যতীত 'পার্কিং ফি' প্রদান করবেন না। কাগজের কোনও রসিদ এক্ষেত্রে বৈধ নয়।

পুরসংস্থার নয়া নির্ধারিত ধার্যকৃত পার্কিং ফি হল : সকাল ৭টা থেকে রাত্রি ১০টা এই ১৫ ঘন্টার প্রতি ঘন্টায় দু'চাকার গাড়ি ৫ টাকা, ছোটো চার চাকার গাড়ি (কার, ভ্যান বা মিনিবাস) ১০ টাকা এবং বাস–লরি প্রতি ঘন্টায় ২০ টাকা। আর রাত্রি ১০টা থেকে সকাল ৭টা এই ৯ ঘন্টার প্রতি ঘন্টায় দু'চাকার গাড়ি ১০ টাকা, ছোটো গাড়ি (কার, ভ্যান বা মিনিবাস) ৩০ টাকা আর বড়ো গাড়ি (বাস ও লরি) ৬০ টাকা। এবং পার্কিং সম্পর্কে কোনও রূপ অভিযোগ জানানোর নম্বর ১৫৫৩৬০ এবং ১৮০০৩৪৫৩৩৭৫। আর পার্কিং জোনের তালিকা কলকাতা পুরসংস্থার ওয়েব সাইট (www.kmcvog.in)–এ দেওয়া আছে। পুর পার্কিং দফতরের আধিকারিকদের বক্তব্য, কলকাতাবাসী সজাগ হলেই আমাদের কাজ আরও সহজতর হবে।

ঘুম দিবসে চিকিৎসকদের নিদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'আয় ঘুম যায় ঘুম দত্ত পাড়া দিয়ে'.... এমন গানেই সেই ছোট থেকেই ঘুম পাড়াতো ঠাকুমা দিদা মায়েরা। না ঘুমোলে শরীর খারাপ হবে তাই ভয় দেখিয়েও ঘুম পারাতো তারা। শরীরে যে ঘুমের

খুব প্রয়োজন নইলে শরীর খারাপ করবে বারবারই শুনতে হয়। তাই এমন উদ্যম গতিতে এগিয়ে যাওয়া ব্যস্ত জীবনে একটু বিশ্রাম সত্যিই কমে যাচ্ছে। বিভিন্ন কর্পোরেট জগতের মানুষজনেরা বাড়ির বিছানাকে অফিসে পরিণত করে ফেলছে। দিনে প্রায় আট ঘন্টার ঘুমের খুবই প্রয়োজন। কিন্তু এখন কাজের সময়ের পরিমান অনেকটাই বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে ঠিক যেই কারণে সমাজ উপহার পেয়েছিল ১ মে শ্রমিক দিবস তার তাৎপর্য হারিয়েছে হয়তো কদিন পর আবার একটি শ্রমিক আন্দোলন বা শ্রমিক দিবসের জন্ম হবে।

১৩ মার্চ ছিল আন্তর্জাতিক ঘুম দিবস। এদিন বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা একটি আলোচনা সভায় বলেন, ঠিক সময়ে শুতে হবে এবং একটি নির্দিষ্ট সময় বেছে নিতে হবে বিছানার জন্য যাতে প্রত্যেক দিনই সুষ্ঠ ভাবে ঘুমানো যায়। বেশি মদ্যপান বা ধূমপান করলেও ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। এছাড়াও চা কফির পরিমানেও হ্রাস টানতে হবে। এবং মাথায় রাখতে হবে ঘুমানোর ৬ ঘন্টা আগে যেন চা কফি না খাওয়া হয় কারণ সুষ্ঠ ঘুম ব্যাঘাত বিহীন ঘুম শরীর ভালো রাখে। এবং এ কারণেই বিভিন্ন রোগের প্রকোপ দিন দিন বেড়ে চলেছে তাই এখন থেকেই সতর্কবাণী ডাক্তারেরা দিচ্ছেন। উপস্থিত ছিলেন ডাঃ উত্তম আগরওয়াল, ডাঃ হাসিব হাসান এবং ওয়ার্ল্ড স্লিপ সোসাইটির পক্ষে ডাঃ সৌরভ দাস।

ছবি : উৎপল রায়

ঠিকা জমিতে বহুতল

বরুণ মণ্ডল : মূল কলকাতার আওতাভুক্ত ঠিকা–প্রজা আর ভাড়াটিয়ারা এবার থেকে হবেন দীর্ঘস্থায়ী ঠিকানায় দীর্ঘ মেয়াদী 'লেসি' তথা 'মালিক'। নথিবদ্ধ ঠিকা–প্রজাদের ঠিকা জমিতে লিজ এবং ভাড়াটিয়াদের অধিকার সুরক্ষিত রেখে বাড়ি বানাতে দেবার লক্ষ্যে কলকাতা ঠিকা টেন্যান্সি কন্ট্রোলারের (ফোন নম্বর : ২৪৪৮–৮৮২৪) তরফে একগুচ্ছ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বসবাসকারী ঠিকা–প্রজা ও ঠিকা ভাড়াটিয়ারা সেজন্য যোগাযোগ করার জন্য কলকাতা পুর এলাকার ওয়ার্ড নম্বর ১–৫১–এর ঠিকা বাসিন্দারা ফোন নম্বর : ২২৮৬–১০২২–এ। ওয়ার্ড নম্বর ৫২–৯০ (৬৬, ৬৭ ও ৮৯ বাদে)–এর বাসিন্দারা ২২৮৬–১০৩৩–এ এবং ওয়ার্ড নম্বর ৬৬, ৬৭ ও ৮৯ এবং ৯১–১০০ এর ঠিকা বাসিন্দারা ফোন নম্বর ২২৪০–০৫৮১ নম্বরে যোগাযোগ করবেন। মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, ঠিকা জমিটা রাজ্য সরকারের আর জমির ওপর বাড়িটা ঠিকা মালিকদের। কিন্তু তাতে কয়েকটা ক্ষেত্রে পার্মিশন (এনওসি) দেওয়া হতো বাড়ি তৈরিতে। কিন্তু তাতে লোন পাওয়া যেতো না। বেশির ভাগ ঠিকা প্রজা পাকা বাড়ি করতে পারতেন না। আর বাড়ি করতে পারলেও সাধারণ একটা বাড়ি করতে পারতেন।

মহানাগরিক গত ৫ মার্চ চেতলা গার্লস হাই স্কুলে ঠিকা সংক্রান্ত এক ক্যাম্পে বলেন, রাজ্যের নগরোন্নয়ন দফতর ঠিকা আইনের পরিবর্তন করে এবার থেকে ঠিকা প্রজারা 'ঠিকা–লেসি' হয়ে যাবেন। যখন থেকে সে 'ঠিকা লেসি' হয়ে গেল, তখন থেকেই ব্যাঙ্ক লোন পেতে পারবেন। এবার এই 'ঠিকা লেসি' তার ভাড়াটিয়াদের সঙ্গে নিয়ে ওই জমির ওপর বহুতল ভবন তৈরি করতে পারবেন। ভাড়াটিয়াদের রাখার ক্ষেত্রেও জমির মালিকরা সুবিধা পাবে 'হাউসিং ফর অল' স্কিমে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে একটা টাকা ভাড়াটিয়াদেরও দেওয়া হবে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে। অর্থাৎ ঠিকা প্রজার ক্ষেত্রে এখন থেকে যারা দরখাস্ত করে বাড়ি করতে চাইছেন। তারা ঠিকা মালিক হয়ে যাবেন। আর ভাড়াটিয়াদের রেখেই বাড়ি তৈরি করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, যারা এটা করতে পারবেন না। অর্থাৎ যেসব মালিক বাড়ি তৈরিতে রাজি এবং ভাড়াটিয়ারাও বাড়ি তৈরিতে রাজি। সেখানে 'বাংলার বাড়ি' স্কিমে রাজ্য সরকার বাড়ি তৈরি করে দেবে। তার কারণ গরিব মানুষদের ক্ষেত্রে যেই আপনি ঠিকা–লেসি হয়ে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে গরিবদের ক্ষেত্রে একটা টাকা পাওয়া যায়। প্রায় ১.২০ লক্ষ মালিক প্রতি পাওয়া যায়। আর ভাড়াটিয়ারাও যদি লেসি মালিক হয়ে যান তাহলে একটা টাকা রাজ্য সরকারের তরফে পাওয়া যায়। বাদ বাকি অর্থ ব্যাঙ্ক লোনের মাধ্যমে আপনারা নিতে পারবেন। এবার থেকে ঠিকা লেসিরা কেন্দ্রীয় পুরভবনের 'সিংহ–দুয়ারে' একটি 'ঠিকা–সেল এবং ঠিকা হেল্প ডেস্ক' খোলা হয়েছে। সেখানে ঠিকা লেসিরা যাবেন বাড়ি তৈরির বিষয়ে। এবং ঠিকা–ভাড়াটিয়াদের একটি ফর্ম পাওয়া যাচ্ছে, সেই ফর্মটি সঠিকভাবে পূরণ করে, পুরসংস্থার অ্যাসেসমেন্ট দফতরে জমা দেবেন, তাতে ভাড়াটিয়ারা নথিভুক্ত হবে। 'সত্যিকারের অনেক দিনের ভাড়াটিয়াই যাদের ভোটার ও আধার কার্ড আছে তারাই নথিভুক্ত হতে পারবেন। আর ভাড়াটিয়া ১৪২ ধারাতে যতো জন আসবেন ততোই ঠিকা লেসি বহুতলের উচ্চতা ১৪২ ধারাতে অতিরিক্ত এফএআর (ফ্লোর এরিয়া রেশিও) পাবে।

তৃতীয়ত, ঠিকা জমির ক্ষেত্রে জমির বাইরের দিকের বাসিন্দারা ও জমির ভিতরের দিকের বাসিন্দাদের একটি প্রেমিসেসে ধরে পুরো প্রেমিসেসে একই এফএআর–এর বাড়ি তৈরির অনুমোদন দেওয়া হবে। অবৈধ বাড়ি তৈরি বন্ধে এটা করা হয়েছে। আবার বস্তি এলাকায় নিজের নামে বাড়ি থাকলে, সেখানে কলকাতা পুরসংস্থার 'ঠিকা হেল্প ডেস্কে' গিয়ে ১০০ টাকার বিনিময়ে বাড়িতে ছাদ ঢালাই করার অনুমতি পেয়ে যাবেন। প্ল্যানে ছাড়াই ঢালাই ছাদওয়ালা একতলা বাড়ি করা যাবে। আর দোতলা করতে গেলে 'ঠিকা হেল্প ডেস্কে' প্ল্যান জমা

করতে হবে। ঠিকা প্রজার চালান জমা করলে তবেই সে ঠিকা প্রজা হিসাবে বিবেচিত হবে। একদিনে হয় তো সব করা যাবে না। বস্তিবাসীদের সুন্দর রাখার ব্যবস্থা ধীরে ধীরে হবে। এখানে কোনও প্রমোটারকে আমরা বাড়ি তৈরির কথা বলছি না। আমরা 'ঠিকা মালিক'কে দেবো, সেই মালিক সে নিজে বাড়ি বানাবে। এবং নিজে বাড়ি বানানোয় অর্থ সাহায্যও রাজ্য সরকার দেবে ঠিকা মালিক ও ঠিকা ভাড়াটিয়াকে আর বাকি অর্থ ব্যাঙ্ক থেকে লোন করে বাড়িটি তৈরি করবেন। এতে ঠিকা প্রজারা উপকৃত হবেন।

১৭২ জনের গণবিবাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৪ ফেব্রুয়ারি পাইকপাড়া টালাপার্ক ইন্দিরা মাতৃসদন ময়দানে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আলোয় ফেরার উদ্যোগে সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের উদাহরণ হিসাবে ১৭২ জন ছেলে মেয়ের বিবাহ অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। নবম বার্ষিক এই অনুষ্ঠানে সমাজে পিছিয়ে পড়া হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান, সাঁওতাল মানুষেরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। নবদম্পতিদের হাতে খাট, বিছানা, ঘড়ি, শয্যা, কাপড়, ধুতি, নাকছাবি, সাইকেল, বাসনপত্র, সেলাই মেশিন সহ অসংখ্যা উপহার তুলে দেওয়া হয়। বিয়ে বাড়ির ভোজে ছিল রকমারি আইটেম, নবদম্পতি ও তার আত্মীয় স্বজনসহ অনেক মানুষ ভোজে অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রচুর মানুষ এই বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সৌগত রায়, সুদীপ ব্যানার্জী, মালা রায়, রাজ্যের মন্ত্রী সাধন পাণ্ডে, তাপস রায়, সুজিত বসু, বিধায়ক মালা সাহা ২ বরোর চেয়ারম্যান তাপস সাহা, কলকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ সহ অনেক পুরপিতা, ভবা পাগলা সংঘের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে গোপাল ক্ষেত্রী, ডাঃ অমরীশ কুমার ঝা, বিশ্বজিত দে, সমাজসেবী সৃজন বসু সহ অনেক বিশিষ্ট মানুষেরা উপস্থিত ছিলেন। সকলকে আপ্যায়ন করেন গোষ্ঠ পালের পুত্র নীরাংশু পাল। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ৪ নম্বর ওয়ার্ডের জনপ্রিয় পুর পিতা ও আলোয় ফেরার সম্পাদক গৌতম হালদার।

দ্বিতীয় পর্ব

শরীর নিয়ে কথা

পাঠাতে পারেন প্রশ্ন উত্তর দেবেন অভিজ্ঞ ডাক্তাররা

অল্প অল্প করে বার বার খান সুগারে

জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়

মজার ব্যাপার হলো গিয়ে আমরা অনেকেই জানিনা যে চিনির থেকে গুড় ভালো; তাতে খনিজ পদার্থ একদম ঠাসা থাকে। পশ্চিমী সাহেবরা আবার গুড়ের জিনিস নিয়ে মেতেছে আমরা যেমন ছোটবেলায় বাদাম চাক বা তক্তি (গুড়ের) খেতাম সেটাই প্যাকেট জাত হয়ে সাহেবদের রসনা তৃপ্ত করেছে এখন।

প্রোটিনের কথা বললে প্রথমেই আসে মাছ, মাংস, ডিম ও সয়াবিনের কথা। প্রোটিন আসলে (Poly peptide Chain) তাকে গরম করলে পেপটাইড ভেঙে অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো বেড়িয়ে আসে রান্নায়।

তা আবার দুরকম দরকারি ও অদরকার অ্যামাইনো অ্যাসিড/ দরকারী (Essential Amino Acid) ওপরের বলা খাবারগুলো বেশ অনেক পরিমাণ থাকে।

আমার ডায়েট ট্র্যাকার – ডায়েটিশিয়ানের সুপারিশকৃত আহার

	সপ্তাহ ১							সপ্তাহ ২						
প্রাতঃরাশ সময়	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহস্পতি	শুক্র	শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহস্পতি	শুক্র	শনি	রবি
জলখাবার সময়														
মধ্যাহ্নভোজ সময়														
জলখাবার সময়														
নৈশভোজ সময়														
জলখাবার সময়														
জল (গ্লাসের সংখ্যা)														
আহার স্থানপূরক (স্কুপের সংখ্যা)														

	সপ্তাহ ১							সপ্তাহ ২						
প্রাতঃরাশ সময়	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহস্পতি	শুক্র	শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহস্পতি	শুক্র	শনি	রবি
জলখাবার সময়														
মধ্যাহ্নভোজ সময়														
জলখাবার সময়														
নৈশভোজ সময়														
জলখাবার সময়														
জল (গ্লাসের সংখ্যা)														
আহার স্থানপূরক (স্কুপের সংখ্যা)														

সামান্য এই মুসুর ডালের স্যুপের মধ্যেই লিউসিন, লাইসিন, ট্রিপটোফেন ও আরও সমস্ত দরকারি অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে। এক কাপ ডালের জুস খান না। ভালো থাকবেন।

পাতে নাই বা থাকল দামি সার সার শোয়ানো বরফ আচ্ছাদিত মাছ তার থেকে বরং জ্যান্ত চারাপোনা অনেক ভালো। বড় বা পাকা মাছের ওপরের আস্তরণটা না খাওয়াই ভালো তাতে কোলেস্টেরল আছে।

যারা মাছ, মাংস ডিম খান না তাদের জন্য সয়াবিন লা জবাব। সহজপাচ্য ছানা (Caesin), রাজমা (Kidney Beans) খুব উপকারী। আমরা অনেকে ভয় পাই রাজমা বোধহয় বেশি রিচ। ফ্যাট বা কোলেস্টেরল হয়তো খুব আছে! তাদের বলি ভয় পাবেন না এর গ্লাইসেমিক ইনডেক্সে (GI) মাত্র 19–20।

ঘি, মাখন বা তেল ছাড়া কি আর রান্না হয়! হয় না। এরা হচ্ছে ফ্যাট বা চর্বি জাতীয় খাবার। যা রান্নাকে সুস্বাদু করে। তাই এদের ব্যবহার তো করতেই হয়। এই ফ্যাটকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায় সংপৃক্ত আর অসংপৃক্ত ফ্যাট। থুড়ি, সংপৃক্ত ফ্যাট খাবারের সাথে একেবারে মিশে থাকে মাখো মাখো ব্যাপার অনেকটা, কিছুতেই খাবার থেকে ভিলেনকে আলাদা করা যায় না।

আর অসংপৃক্ত ফ্যাট কেমন যেন গা ছাড়া ছাড়া ভাব। আলগা আলগা থাকতেই ভালবাসে। আসলে খাবারের সাথে মিশেও আলাদা থাকতে পারে দিব্যি! সেটা শরীরের পক্ষে কম ক্ষতিকারক।

মাঙ্গলিকী

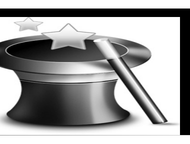

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

গোবরডাঙায় উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৬ মার্চ ২০২০ শুক্রবার গোবরডাঙা সেবা ফার্মাস সমিতির প্রধান কার্যালয়ে আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস অগ্রিম উদযাপিত হয়। যেহেতু এই সংস্থা গ্রামীণ মহিলাদের নিয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও যুগ্মদায় গোষ্ঠী গঠন করে ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে তাদের জীবিকা সংগ্রহে সাহায্য করে, সেজন্য এঁদের কাছে এই দিনটি আলাদা গুরুত্ব বহন করে আনে।

এই অনুষ্ঠানে অভ্যাগত হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রমা মজুমদার প্রয়াস গোবরডাঙা সোমা ব্যানার্জী, সোমা গিরি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র অশোকনগর, গোপা মজুমদার, বিন্দু দাস, প্রয়াস গোবরডাঙা উপস্থিত ছিলেন তীর্থঙ্কর বিশ্বাস শাখা ব্যবস্থাপক ইউ বি আই গোবরডাঙা। আশিস লাহিড়ী, উপদেষ্টা গোবরডাঙা সেবা ফার্মাস সমিতি।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রুমা মজুমদারকে তাঁর সারা জীবনের সামাজিক সুকর্মকান্ডের স্বীকৃতি হিসাবে সমিতির পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। তাঁকে পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করার পর উত্তরীয় পরিয়ে ও স্মারক উপহার দেন সমিতির সম্পাদক গোবিন্দ লাল মজুমদার। মঞ্চে উপস্থিত সকলকেই পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে সমিতির স্বেচ্ছাসেবকরা উদ্বোধনী মন্তব্য রায়ের সমিতির সম্পাদক গোবিন্দলাল মজুমদার। তিনি আন্তর্জাতিক মহিলা দিবসের গুরুত্ব ও এর সার্থক রূপায়ণে সমিতির ভূমিকা বিস্তারিত বিবরণ দেন। অন্যান্য বক্তারাই এই দিনটির তাৎপর্যের সঙ্গে সমিতির কর্মকাণ্ডের সংযোগের সার্থকতার উল্লেখ করেন। শংকরী দাস নিজে আই সি ডি এস কর্মীকেও সম্বর্ধনা দেওয়া হয়।

উপস্থিত সকলকেই সমিতির পক্ষ থেকে একটি করে ট্রে উপহার দেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অংশগ্রহণকারী গান, আবৃত্তি আলোচনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটিকে মহিমান্বিত করে তোলেন। সমিতির সভাপতি গোমস্তা সকলকে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন গৌতম মুখার্জী।

কুলতলি ব্লক বিধানসভা কেন্দ্রে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলতলি : নারীদের প্রতি সম্মান জানিয়ে রবিবার আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে কুলতলি ব্লক ও বিধানসভার গোপালগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে এবং কৈখালী সমাধান সমিতির সহযোগিতায় কৈখালী –গোপালগঞ্জ বি কে আর এম ইনস্টিডিয়শনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এই দিনটি উদযাপিত হলো। অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের সদস্য গোপাল মাঝি। প্রদীপ জ্বালিয়ে শুভারম্ভ করেন স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান জয়শ্রী মাঝি। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য পীযুষ বরণ দাস, উদয় মন্ডল, পঞ্চায়েত সদস্য দেবাশীষ নস্কর, মায়ারানী সরদার, ডাঃ বিমল মন্ডল, ডাঃ স্বপন কুমার হালদার, ডাঃ মানস নস্কর, ডাঃ সুভাষিণী সিং, ডাঃ অনন্যা ধারা, সুপর্ণা কন্ট সহ আরও অনেকে।

কোচবিহারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার: বিশ্ব নারী দিবসে নারীদেরকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম অনুষ্ঠান হচ্ছে। তারই রেশ ধরে রবিবার সব অংশের নারীকে সম্মান জানানোর পাশাপাশি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করল কোচবিহার বন্ধু সবসময় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। রক্তদান শিবির সহ এই নারী দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার পুলিশ সুপার সন্তোষ নিম্বালকার, ডিএসপি ট্রাফিক চন্দন দাস, সদর মহকুমা শাসক সঞ্জয় পাল, আইসি কোতোয়ালি সৌম্যজিৎ রায়, প্রবীণ ব্যবসায়ী সমিতির প্রাক্তন সভাপতি চাঁদ মোহন সাহা সহ অন্যান্য অতিথিরা।

মানুষ মানুষের জন্য, মানুষ মানুষের বিপদে আপদে পাশে দাঁড়াবে – এটাই প্রকৃত মানুষের ধর্ম, একা যে কাজটি করতে পারে না, সেই কাজ সম্মিলিতভাবে করলে তার বিকাশ অনেক বেশি হয়। সেই চিন্তাভাবনা থেকেই পথ চলা শুরু করেছিল এই বন্ধু সবসময় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। তাদের মাধ্যমেই বহু মানুষ উপকৃত হচ্ছে। তারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম ভাবে সমাজের দুঃস্থ মানুষদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন। বলে এদিন জানান এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ভাস্কর ঘোষ।

নারী শোভাযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার: গোটা পৃথিবীর দেশের নিরিখে নারী নির্যাতনে শীর্ষ স্থানে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। তাই বিশ্ব নারী দিবসে অভিনব উদ্যোগে মিছিল করলো কোচবিহার জেলা বিজেপি মহিলা মোর্চা। নির্যাতিত নারীদের মর্যাদা নারীদের সাজিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে তারা। রবিবার দুপুরে বিজেপি জেলা কার্যালয়ের সামনে থেকে বিজেপি মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকে এক বিশাল মিছিল বের করা হয়। এইদিন মিছিলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি মালতি রাভা, বিজেপি নেত্রী দীপা চক্রবর্তী ও অন্যান্য বিজেপি নেতা নেত্রীরা।

কম বয়সী মেয়েদের দিয়ে বিভিন্ন সাজে সাজিয়ে অভিনব মিছিল করা হয়। ধর্ষণ বধূ হত্যা অ্যাসিড আক্রান্ত ও শিশুশ্রম মেয়েদেরকে সাজিয়ে তুলে ধরা হয়।

বিজেপির জেলা সভানেত্রী মালতি রাভা বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকারের রাজত্বে পাঁচ থেকে আশি কোনও মহিলাই সুরক্ষিত নেয়। শুধুমাত্র কন্যাশ্রী রূপশ্রী ও সাইকেল দিয়ে ছাত্র–ছাত্রীদের চোখে আচ্ছাদন দেওয়ার চেষ্টা করছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার।বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের নারীরা সুরক্ষিত নয় তাই নারীদের সঠিক মর্যাদা প্রদানের জন্য বিশ্ব নারী দিবসে নারীদের সম্মান ফিরে পাওয়ার জন্য এই বিশাল মিছিল করা হলো। পাশাপাশি রাজ্য সরকার নারীদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ তাই এই সরকারকে এইদিন ধিক্কার জানাই সাধারণ মহিলারা।

সম্মাননা : মধ্য কলকাতার হো–চি–মিন সরণির 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনে (আই সি সি আর)' যামিনি রায় আর্ট গ্যালারিতে 'আন্তর্জাতিক মহিলা দিবসে' 'পৃথিবীর অর্ধেক আকাশ নারী'র নামক পেন্টিং, ভাস্কর্য ও আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে কলকাতার তিন যশস্বী মহিলা বেহালাস্থিত কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয়ের (উ. মা.) প্রধানা শিক্ষিকা লীসা বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তর কলকাতার কুমারটুলির মৃৎশিল্পী চায়না পাল ও আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসে'র অনুকরণীয় মানবী ফুলকুমারীদিকে মানপত্র ও গাছের চারা ইত্যাদি দ্বারা সম্মাননা জ্ঞাপন করা হল। সম্মাননা অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক হলেন বেহালার বিশিষ্ট ব্যক্তি অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছবি : অরুণ লোধ

ঝাড়গ্রামে দোল পূর্ণিমা

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম: সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব দোল পূর্ণিমা বা দোলযাত্রা। রঙ ছিটিয়ে, আবির মাখিয়ে রঙের উৎসবে মাতলো ঝাড়গ্রাম শহর। বসন্তের আমেজ মাখা দিনে ঝাড়গ্রাম এর শাল গাছ ঘেরা রবীন্দ্র পার্কে অগণিত মানুষকে সাথে নিয়ে ঝাড়গ্রাম এর পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত ঝাড়গ্রাম ট্যুরিজম এর সুমিত দত্ত বসন্তের দিনে এই রঙের উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। সোমবার সকাল থেকে ঝাড়গ্রাম শহর ছাড়াও জঙ্গলমহলের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষজনেরা ভিড় জমিয়েছিলেন রবীন্দ্র পার্ক। রঙ ছিটিয়ে, আবির মাখিয়ে, নেচে–গেয়ে দিনটি উদযাপিত করে ঝাড়গ্রামবাসী। শুধু শহরাঞ্চল নয় ঝাড়গ্রামের নয়াগ্রাম, গোপীবল্লভপুর, বেলপাহাড়ি, জামবনি, বিনপুর সহ বিভিন্ন এলাকায় এদিন বসন্তের উৎসবে মেতে উঠেছিলেন সাধারণ মানুষজন।

পূর্ব বর্ধমানে দোল

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: করোনা আতঙ্ক ভুলে পূর্ব বর্ধমানবাসীও নানা রঙের সাথে বসন্ত উৎসবে মেতে উঠেছিল। নাচ–গান, রকমারী আবীর ও রঙের মাধ্যমে বসন্ত বরণের পাশাপাশি জেলাজুড়ে বিভিন্ন মন্দির ও মঠে রাধাকৃষ্ণের দোল উৎসবও পালন করা হয়। তবে, বসন্ত উৎসব উদযাপনে আলাদা করে নজর কেড়েছিল দাঁইহাটে নেতাজি স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস গ্রুপ। এই গ্রুপের তরফে ৮ মার্চ আয়োজিত অনুষ্ঠানে ফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে রবীন্দ্র নৃত্য–গীতের মাধ্যমে বসন্ত ঋতুকে বরণ করে নেওয়া হয়। গ্রুপ লিডার কৌশিক মুখোপাধ্যায় বলেন, এবার করোনা ভাইরাস নিয়ে মানুষ আতঙ্কিত। আবীর ও রঙের মাধ্যমে এই ভাইরাস যাতে ছড়িয়ে না পড়ে এবং মারণ ভাইরাস নিয়ে সকলের মধ্যে সচেতনতামূলক বার্তা দিতেই এবার ফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে বসন্ত উৎসবের আয়োজন। অন্যদিকে, জেলার মধ্যে দোল উৎসব উদযাপনের সবচেয়ে বড়ো আয়োজন ছিল কাটোয়া ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির বিকিহাটস্থিত বিশ্বশুক সেবাশ্রম সংঘে। এবার মোট পাঁচদিনের এই উৎসব শুরু হয়েছিল ৮ মার্চ। এখানে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক সহ সেবামূলক নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল। এই উৎসব উপলক্ষ্যে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ নরনারীর আগমন ঘটেছিল। কাটোয়া ২ নং ব্লকের জগদানন্দপুরে ঐতিহ্যবাহী রাধাগোবিন্দ জিউ'র

মূল্যবোধের ছবি 'বরুণবাবুর বন্ধু'

শঙ্কর ঘোষ : আজকের সমাজ জীবনে মূল্যবোধগুলি হারিয়ে যাচ্ছে নীরবে নির্বিকারে। যাঁরা এখনও সেই সব মূল্যবোধগুলি আঁকড়ে ধরে রাখতে চান তাঁরা মানুষজনের কাছে নির্বোধ বলে প্রতিপন্ন হন। চট করে যে কোন প্রলোজনের শিকার হওয়া এখন কোনও ব্যাপারই নয়। তবু সমাজে বরুণ বাবুদের মত কিছু লোক আছেন, যাঁরা তখনও পুরনো মূল্যবোধগুলি ধরে রেখেছেন চারপাশের ফাঁদা পাতকে অস্বীকার করে। এই মানুষটিকে নিয়েই ছবি 'বরুণবাবুর বন্ধু'। রমাপদ চৌধুরীর 'ছাদ' গল্পটিকে অবলম্বন করে এ ছবি নির্মিত। পরিচালক অনীক দত্ত। যিনি 'ভূতের ভূবিষ্যৎ' ছবি করে সকলকে মুগ্ধ করেছিলেন। মাঝের ছবি গুলিতে দর্শককে তেমন ভাবে মজাতে পারেননি। বিশেষ করে 'ভবিষ্যতের ভূত' হতাশ করেছে। সেই অনীক দত্ত যেমন পুরনো মহিমায় ফিরে এলেন 'বরুণবাবুর বন্ধু'র মধ্য দিয়ে। এমন ছবি উপহার দেবার জন্য তিনি অবশ্যই ধন্যবাদার্হ।

পুরো ছবিটাই ছোট ছোট দৃশ্যের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে। যে তিন বন্ধু স্কুলে সতীর্থ ছিল সেই বরুণ (ডাকনাম বিলে), সুকুমার ও প্রণবেশের উত্তর জীবনের গল্প এটি। বরুণ ও অকৃতদার সুকুমারের বন্ধুত্ব অটুট। সেই বন্ধুত্বের ছবি পর্দায় দেখতে দেখতে মুগ্ধ হতে হয়। প্রণবেশ রাজনৈতিক মঞ্চে চলে যাওয়ার এদের থেকে বিচ্ছিন্ন। দেশের রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর প্রণবেশের একদিন বন্ধু বরুণবাবুর বাড়িতে আসার কথা। যে দিন তিনি আসবেন, সেইদিন আর তার আগের কয়েকটি দিন নিয়ে গল্পের বিস্তার। সেখানে কম বেশি সবাই লোভী। দোকানদার থেকে শুরু করে বাড়ির কাজের মাসি কেউ বাদ যায় না এই প্রলোভনে অংশীদার হওয়ার হাত থেকে। আচরণে উচ্চারণে কাছের মানুষগুলির চরিত্র নগ্ন হয়ে ধরা পড়ে এই প্রলোভনের কাছে। সদ্য স্ত্রীহারা বরুণবাবু সব কিছুতেই নির্বিকার থাকেন। যেদিন রাষ্ট্রপতি আসবেন বলেও কাজের চাপে আসতে পারলেন না, তখন সেই সব লোভী মানুষদের রূপ দেখলে আঁতকে উঠতে হয়। রাষ্ট্রপতি আবার যেদিন আসতে চাইলেন, তখন বরুণবাবুই ফিরিয়ে দিলেন সেই প্রস্তাব। কারণ নাতিকে নিয়ে তিনি ওইদিন প্রিন্সেপ ঘাট দেখাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ।

শিল্পী নির্বাচন ছবির আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। বরুণবাবুর চরিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নিজেকে উজার করে দিয়েছেন। সাম্প্রতিক কালে বহু ছবিতে তাঁকে পেয়েছি যেখানে তাঁর করার কিছুই নেই। কিন্তু সেই দুঃখ দূর করে দিয়েছে এ ছবি। সুকুমারের চরিত্রে পরান বন্দ্যোপাধ্যায়েরও তুলনা নেই। যে দৃশ্যে বরুণ ভর্ৎসনা করে অনুতপ্ত হচ্ছেন সেখানে সৌমিত্র ও পরাণের অভিনয় বহু বহু দিন মনে থাকবে। বরুণের স্ত্রীর চরিত্রে মাধবী মুখোপাধ্যায় অসাধারণ। দুই ধান্দাবাজ ছেলের চরিত্রে ঋত্বিক চক্রবর্তী ও কৌশিক সেন এঁদের সঙ্গে যোগ্য সঙ্গত করেছেন। আর ভালো লেগে যায় ছোট বউয়ের চরিত্রে অর্পিতা চট্টোপাধ্যায়কে। শ্বশুরের প্রতি নিঃস্বার্থ দরদ অর্পিতার অভিনয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে। বড় ছেলের বৌয়ের চরিত্রে বিদীপ্তা চক্রবর্তীকে এখানে অভিনয়ের পাশাপাশি আদর্শ হিসাবেও পাওয়া গেল। গানগুলি গেয়েছেনও দরদ দিয়ে। শ্রীলেখা মিত্র, অলকানন্দা রায়, বরুণ চন্দ, দেবলীনা দত্ত প্রমুখের তেমন কিছু করার ছিল না। চান্দ্রেয়ী ঘোষের চরিত্রটি প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয়। যে চিত্রনাট্য পরিচালক অনীক দত্ত উৎসব মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে লিখেছেন তার বাহবা দিতেই হয় অকুন্ঠ চিত্তে।

জয়নগরে বসন্ত উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : দোলের আগের সন্ধ্যায় জয়নগর মজিলপুর ধন্বন্তরী কালী মন্দিরের মাঠে অভ্যুদয়, মনফকিরা ও মুক্তির উদ্যোগে নাচ, গান,আবৃত্তি,খেলা, লাইফ পেন্টিং, খুনসুটি, আড্ডা ও আবির খেলার মধ্যে দিয়ে পালন করলো এবারের বসন্ত আড্ডা। বসন্তের লাবণ্যময়তাকে উদযাপনের মধ্যে দিয়ে জমাটি এই উৎসবে বহু মানুষ উপস্থিত থেকে এই অনুষ্ঠান কে অন্যমাত্রা এনে দেয়। অন্যদিকে দোলের দিন বসন্ত উৎসবে সামিল হলো জয়নগর মজিলপুরের কোয়েলিয়া সংস্থা প্রভাতী নৃত্যের মধ্যে দিয়ে দোলের অভিনত্ব বজায় রেখে। বিকালে হে নূতন সংস্থা ও বসন্ত উৎসব পালন করে ব্যাংকের মাঠে। এদিন বহু শ্যামসুন্দর পাবলিক লাইব্রেরিতে মুখর সংস্থার উদ্যোগে আবির খেলার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বসন্ত বৈঠক পালন করলো এলাকার ছোট বড় সবাইকে এই উৎসবে সামিলের মধ্য দিয়ে। এ ছাড়া জেলা জুড়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বসন্ত উৎসব পালন করা হলো এদিন।

পায়েস ও মিষ্টিতে পড়ুয়াদের জন্মদিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : স্কুল ছুট কমাতে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে স্কুল শিক্ষা দপ্তর। মিড ডে মিল খাওয়ানোর পাশাপাশি স্কুল ছাত্র–ছাত্রীদের জন্মদিন পালন করা সচরাচর দেখা যায় না, কিন্তু জয়নগর উত্তর চক্রের চক পাঁচঘড়া অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের উদ্যোগে প্রতিমাসে বা দু মাস অন্তর ছাত্র–ছাত্রীদের ভর্তির ফর্মে লেখা জন্ম তারিখ দেখে তাদের জন্ম দিন পালন করা হচ্ছে এই স্কুলে। এ বছর শিক্ষাবর্ষ থেকে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ানোর অনুমোদন পেয়েছে এই স্কুল। পঞ্চম শ্রেণীতে ২৬ জন ছাত্র–ছাত্রী আছে, তাদের নবীন বরণ করা হলো এবং বাকি ছাত্র–ছাত্রীদের মধ্যে থাকা কুড়ি জনের জন্মদিন পালন করা হল শুক্রবার স্কুলের একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। মিড ডে মিলের সাথে পায়েস ও মিষ্টি খাইয়ে তাদের জন্মদিন পালন করা হয়। এ ব্যাপারে এই স্কুলের ভার প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অভিষেক হালদার বলেন, বর্তমানে আড়াইশো জন ছাত্র–ছাত্রী আছে এখানে। আমি স্কুলছুট কমাতে ও স্কুলমুখী করার তাগিদে গরিব পরিবার থেকে আসা এই সব ছেলে মেয়েদের জন্মদিন পালন করার সিদ্ধান্ত নিই, কারণ এইসব গরিব ছেলে মেয়ে দের বাড়িতে সেভাবে জন্মদিন পালন করা হয় না, সেই কারণে তাদের জন্মদিন পালন করা ইচ্ছে নিয়েই আমি এই উদ্যোগটা নিই। জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাস মিলিয়ে এই জন্মদিন পালন করা হলো। মিড ডে মিলের সাথে পায়েস, মিষ্টি তুলে দেওয়া হলো এইসব ছাত্র–ছাত্রীদের পাতে, তা ছাড়া উপহার হিসেবে তুলে দেওয়া হয় পেন ও রং পেন্সিল। এই উপলক্ষে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে শিশুরা নাচ, গান, আবৃত্তি ও পরিবেশন করে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের মিড–ডে–মিল পরিদর্শক সুকুমার মন্ডল, জয়নগর উত্তর চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক কৃষ্ণেন্দু ঘোষ সহ আরো অনেকে। কৃষ্ণেন্দু ঘোষ বলেন, ছাত্র–ছাত্রীদের প্রতি এ ধরনের একাগ্রতার খুব প্রয়োজন। এই ধরনের উদ্যোগ দেখে অন্যান্যরা এগিয়ে আসুক তাহলে শিক্ষক ও ছাত্র–ছাত্রীদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক তৈরি হবে আর স্কুল ছুট কমবে। স্কুলের এই অভিনব প্রয়াসে খুশি অভিভাবকেরা।

সুন্দরবনে পালিত হল ভিন্ন স্বাদের আন্তর্জাতিক নারী দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত সুন্দরবনের পিছিয়ে পড়া বাসন্তী ব্লকে এক ভিন্নস্বাদের আর্ন্তজাতিক নারী দিবস পালিত হল। রবিবার বিকালে বাসন্তী ব্লকের শিবগঞ্জে নারী আধিকার,নারী স্বাধীনতার দাবিতে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের শতাধিক মহিলা স্থানীয় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের আশ্রমে মিলিত হন সাথে ছিল পিছিয়ে পড়া,বঞ্চিত কিশোরী মেয়েরা।

মুলত তাদের দাবি ছিল নারীপাচার,শিশুপাচার বন্ধ হোক এবং নাবালক নাবালিক বিবাহ রুখছি রুখবো।

রবিবার প্রত্যন্ত সুন্দরবনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস অনুষ্ঠানে উদ্যোক্তা ছিলেন বাসন্তী ব্লকের চম্পা মহিলা সোসাইটি ও বাসন্তী মহিলা কো–অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড।

মহিলারা আগামীতে এগিয়ে যেতে চায়,স্বনির্ভর হতে চায় কিন্তু প্রতি মুহূর্ত কঠিন বাধা ও অন্তরায়। অনবরত চলছে নারী নির্যাতন বধূহত্যা পাশাপাশি ঘরে বাইরে মহিলাদের নানান সমস্যার মাঝে পড়ে জর্জরিত হতে হয়। বিশেষ করে সুন্দরবনের বাসন্তী,গোসাবা ব্লকে হাজার হাজার মায়েদের অগ্রগতির পিছনে লুকিয়ে রয়েছে এক ইতিহাস। পুরুষ হয়েও মহিলা উন্নয়নে ও মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য দীর্ঘদিন লড়াই করে আসছেন তিনি হলে বাসন্তী হাইস্কুলের শিক্ষক তথা সমাজসেবী অমল নায়েক।

গ্রাম্য এলাকার কাজ করার নিরীখে চোখের সামনে বধূহত্যা,নারী নির্যাতন দেখেছেন।

থেমে থাকেনি তার লড়াই।১৯৮১ সালে তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়। তাঁর মায়ের মৃত্যুর পর মায়ের নামে গঠন করেন চম্পা মহিলা সোসাইটি স্বনির্ভর নামে একটি মহিলা দল । এই স্বনির্ভর দলটি আধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার লড়াই শুরু করে। পাশে পেয়ে গেলেন নীলিমা বেরা, সন্ধ্যা রানি দাস, কপাল কুন্দলা লস্কর,

সুনিতা মজুমদার, সঙ্গীতা হালদার, ও তাঁর স্ত্রী মমতা নায়েকদের মতো লড়াকু মহিলাদের। পরবর্তী কালে প্রায় তিন বছর বিরামহীন লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে গঠন করলেন বাসন্তী মহিলা কো–অপরেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড।

বর্তমানে প্রায় ১০ হাজার মা স্বাবলম্বিতার পথে ,সুন্দরবন তথা জেলা ও রাজ্যের ক্ষেত্রে এই সমবায় ব্যাঙ্ক মহিলাদের অগ্রগতির ক্ষেত্রে এক নজির গড়েছে।

এরপর অমল বাবু ২০০৯ সালে তৈরি করেন মা চম্পাবতি বালিকা আশ্রম যেখানে সুন্দরবনের পিছিয়ে পড়া মেয়েরা পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছে।

বর্তমানে তিনি সুন্দরবনের মৎস্যজীবী ও মধু সংগ্রহ কারীরা মাছ কাঁকড়া ধরতে গিয়ে ও মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে বাঘের আক্রমণে মারা যান, সেই সকল

বিধবা মা ও তাঁদের অর্ধ অনাথ সন্তানদের পাশে দাঁড়িয়ে রাজ্যবাসীর কাছে আওয়াজ তুলেছেন। পাশাপাশি সেভ টাইগার এফেক্টেড ফ্যামিলি এই ব্যাঘ্র বিধবা মায়েদের স্বাবলম্বী করে তুলেছে।

এদিনের অনুষ্ঠানে কয়েকজন মহিলা নেত্রী বলেন, অমল স্যারের মতন মানুষ পেয়ে আমরা এগিয়ে চলতে সক্ষম হয়েছি,আজ মেয়েদের মুখে হাসি ফুটেছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাসন্তীর বি ডি ও

সৌগত সাহা, সেন্ট টেরিজা স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষিকা জয়তি সাহা কুণ্ডু, প্রাক্তন শিক্ষক প্রভুদান হালদার সহ বিশিষ্টরা।

এদিন অনুষ্ঠানে আশ্রমের মেয়েদের নাচ,গানে অনুষ্ঠান মুখরিত হয়ে ওঠে। এদিনের আর্ন্তজাতিক নারী দিবস অনুষ্ঠান আরও প্রাণোজ্জল হয়ে ওঠে যখন সম্মানীয় অতিথীবৃন্দের হাত থেকে বাসন্তী ব্লকের বিভিন্ন বাজারের ফুটপাথে বসে সবজী বিক্রি করে দীন যাপন করেন এমন ৫ জন বিধবা মায়েদের কে আর্থিক সাহায্য করায়। এছাড়াও শিবগঞ্জ বাজারের ফুটপাথের বেশ কয়েকজন মহিলা সবজী বিক্রেতা এবং সুন্দরবনের ব্যাঘ্র বিধবা মায়েদের ও তাদের কন্যা সন্তানদের শাড়ি বেডশিট,মশারি এবং ব্যবসার জন্য আর্থিক সহায়তা করেন এবং শিক্ষা সরঞ্জাম দিয়ে সম্মানিত করা হয়। সবজী বিক্রেতা সবিতা সরদার,নেচারুন সরদার,ব্যাঘ্র বিধবা মা অপর্ণা,শিবানী,গীতা সরদার'রা বলেন, আমরা প্রতি মুহূর্তে জীবন সংগ্রামে লড়াই করে চলেছ। আর্ন্তজাতিক নারী দিবস এ সম্মানিত হতে পেরে ভীষণ খুশি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি একজন পুরুষ হয়েও অমল স্যার যেভাবে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে তার কোনও তুলনা হয় না। আমরা তাঁর জন্য আজ জীবন সংগ্রামের লড়াইয়ে এগিয়ে গিয়ে বেঁচে থাকার স্বাদ পেয়ে আনন্দিত।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

অলিম্পিক্স নিয়ে এখনও দোলাচলে দুনিয়া

অরিঞ্জয় মিত্র

অলিম্পিক্স নিয়ে যে কালো মেঘ ঘনাতে শুরু করেছে তাতে জাপানের রাজধানী টোকিওতে শেষ পর্যন্ত গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ হবে কিনা তা নিয়েই জোর প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বলাবাহুল্য, করোনা নিয়ে আতঙ্কের জেরেই এমন আশঙ্কা ঘনীভূত হয়েছে। অথচ বিগত এক বছর ধরে টোকিও সেজে উঠেছে অলিম্পিক্সের আয়োজন নিয়ে। এতে যাতে কোনওরকম খামতি না হয় তার জন্যও টোকিও নগরী তিল তিল করে প্রস্তুতি নিয়েছে। তাতেই বাগড়া দিচ্ছে করোনা আতঙ্ক। এতটাই সংক্রামক ও প্রাণঘাতী এই রোগ যে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হলেই তা নিয়ে ভ্রুকুটি দেখা দিচ্ছে। এই তো দোল ও হোলি উৎসব যাপনের ক্ষেত্রে আমাদের ভারতেও তো কতই না সমস্যা তৈরি হল। যে শান্তিনিকেতন বসন্তোৎসবের জন্য বিখ্যাত সেখানেও দোল পর্ব রদ করা হল একান্ত বাধ্য হয়ে। আসলে প্রচুর মানুষের সমাগম হয় এমন কিছুতেও করোনা ভীতি থেকে যাচ্ছে। আর অলিম্পিক্সের মতো আন্তর্জাতিক আসর যে করোনা প্রভাবিত হবে তা বলাইবাহুল্য। কারণ, যে দেশ এই নবেল করোনার আঁতুরঘর সেই চিনের পড়শি হল জাপান। জাপান, কোরিয়ায় তাই রেড অ্যালার্ট জারি অনেকদিন ধরেই। তবে শুধু চিন, জাপান, কোরিয়া বললেই কি হবে এতটাই প্রতিপত্তিশালী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেখানেও ভালো মতো থাবা বসিয়েছে এই মারণ রোগ। উন্নত ভূখন্ড বলে পরিচিত ইউরোপেও অবস্থা তথৈবচ। ইরান সহ আরব দুনিয়াতেও ছড়িয়েছে এই করোনা। ভারতেই এখনও পর্যন্ত করোনাক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ৫০ এর দোরগোড়ায়। প্রতিবেশি বাংলাদেশ, নেপাল, ভূটান থেকেও খবর আসছে। এমতাবস্থায় পৃথিবীর তাবড় দেশকে নিয়ে অলিম্পিক্স উদযাপন করা সত্যিই খুব ঝুঁকির। তাও জাপান সরকার আশাবাদী শেষ পর্যন্ত করোনা ভীতি কাটিয়ে অলিম্পিক্স আয়োজন করা যাবে বলে। আসলে দীর্ঘদিনের প্রস্তুতির পর এত বড় একটা প্রতিযোগিতা না করতে পারাটা বিশাল মাপের বিপর্যয় তো বটেই। জাপানের অর্থনীতির পক্ষেও তা অত্যন্ত খারাপ বার্তাবাহী। শুধু কি জাপান, অলিম্পিক্স হওয়া না হওয়ার সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও বড় আঘাত আসবে। এমনিতেই করোনা ভাইরাসের জেরে সারা দুনিয়ার অর্থনীতিতে রীতিমতো বড় আকারের ভাঙন নেমে এসেছে। ভারতের সূচকেও জোর ধাক্কা পৌঁছেছে। এইরকম অবস্থায় দাঁড়িয়ে অলিম্পিক্সের আয়োজন হওয়াটা গোটা বিশ্বের পক্ষেই অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু লাখো লাখো মানুষকে বিপদে ফেলে কেই বা চাইবে এমন আয়োজন করতে। ব্যাপারটা যেন অনেকটা যজ্ঞাগারে বিশালাকার আয়োজনের মতো ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাহলে কি হতে চলেছে? সেক্ষেত্রে বলতে হবে এখনই শেষ কথা বলার মতো সময় আসেনি। হয়তো শেষ মুহূর্তে দেখা গেল অলিম্পিক্স ব্যাহত হল না। করোনায় নিয়ন্ত্রণে এল । এসব ইতিবাচক ভাবনাচিন্তা নিয়েই আপাতত অগ্রসর হতে হচ্ছে।

খেলার জগতে ২০২০ মানে প্রথমেই মনে পড়বে ক্রীড়া জগতের মেগা ইভেন্ট অলিম্পিক্সের কথা। এতদিন পর্যন্ত পরিসংখ্যান বলছে অলিম্পিকসের আসরে মূলত দাপট দেখিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চিন, জাপান, জার্মান, ইংল্যান্ড, রাশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশ। এইসব দেশের তুলনায় ভারতের অবস্থা নেহাতই খারাপ। এখন অলিম্পিস থেকে দেশে পদক জিতে আনাটাই ভারতের কাছে চ্যালেঞ্জ। তার মধ্যে এক–আধটা সোনা জুটে গেলেই অনেক। একটা সময় ছিল হকি থেকে ভারতের সোনা পাওয়া ছিল নিশ্চিত। বেশ কয়েকবছর হল সেই রাজত্বে হানা দিচ্ছে পাকিস্তান,দক্ষিণ কোরিয়ার মতো শক্তিশালী দেশ। ভারতের অলিম্পিক হকি জয়ের প্রধান পথের কাঁটা পাকিস্তানের থেকে এই মুহূর্তের ভারতীয় দল অনেকটাই এগিয়ে বলে মনে করা হচ্ছে। এখন দেখার ধ্যানচাঁদদের প্রকৃত উত্তরসূরী এই ভারতীয় হকি টিম হয়ে উঠতে পারে কিনা। একশো তিরিশ কোটির ভারতবাসী চাইছে হকি টিম যেন একটা সোনা এনে দেয় আগামী অলিম্পিক্স থেকে। অবশ্য সব কিছুই নির্ভর করছে শেষ পর্যন্ত অলিম্পিক্স হওয়ার ওপর।

এই মুহূর্তে ভারতীয়দের কাছে সবথেকে বড় ইভেন্ট হল ব্যাডমিন্টন। বিশেষ করে আগামী বছরের অলিম্পিক্সে এই জায়গা থেকে সোনাকে পাখির চোখ করা যেতেই পারে। ব্যাডমিন্টনে ভারত এখন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। পিভি সিন্ধুর হাতে জাপানি প্রতিদ্বন্দ্বীর স্ট্রেট সেট পরাজয়ের পর থেকে এই বিরল সম্মান প্রথমবারের জন্য অর্জন করেছে ভারত। হায়দরাবাদের এই মেয়েটি একটা সময় একই শহরের টেনিস তারকা সানিয়া মির্জার থেকে সবদিক থেকে পিছিয়ে ছিল। পারফরমেন্স ও গ্ল্যামারের বিচারে সবাই তখন সানিয়া বলতে অজ্ঞান। অথচ কচ্ছপের খরগোশকে পিছনে ফেলার মতোই সিন্ধু আজ সানিয়া কেন সকলকেই টপকে গিয়েছেন। এই মুহূর্তে দেশের অন্যতম সেরা ক্রীড়াবিদও বটে তিনি। ব্যাডমিন্টনে ভারতকে একসময় গর্বিত করেছেন এখনকার বলিউড তারকা দীপিকা পাড়ুকনের বাবা প্রকাশ পাড়ুকন। আশির দশকে প্রকাশের অল ইংল্যান্ড টেনিসে চ্যাম্পিয়ন হওয়াই ছিল ব্যাডমিন্টনে ভারতের সেরা ঝলক। সেসব কিছুকেই আজ পিছনে ফেলে কিংবদন্তী হয়ে উঠলেন পিভি সিন্ধু। কয়েক মাসেও আগেও বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং ছিল ২ নম্বর। সেটাও অচিরে শীর্ষস্থান লাভ করবে বলেই ধারনা বিশেষজ্ঞদের। এখন শুধু অলিম্পিকস আর এশিয়ান গেমসে এই জায়গা ধরে রাখাটাই চ্যালেঞ্জ পিভির কাছে। ভারতকে বিশ্বের সেরার মঞ্চে স্থাপন করার সঙ্গে ধারাবাহিকতা বজায় রাখাটাই এই মুহূর্তের বড় লক্ষ্য।

হকি,ব্যাডমিন্টন ছাড়া আর যেসব দিকে নজর থাকবে অলিম্পিকসে তা হল টেনিস, , টেবিল টেনিস, বক্সিং, এবং জিমন্যাসটিকস। বাংলার পক্ষে খুশির খবর রিও যাওয়ার বিমানে ভারতীয়দের মধ্যে কতিপয় বাঙালিও স্থান করে নিয়েছিল গতবার। ত্রিপুরার মেয়ে দীপা কর্মকারের নাম এর আগে আমরা প্রথম শুনেছিলাম গত কমনওয়েলথ গেমসের সময়ে। জিমন্যাস্টে দেশকে গর্বিত করে কয়েকটি মেডেল জিতেও নিয়েছে দীপা। দীপার পাশাপাশি টেবল টেনিসের মহিলা বিভাগে মৌমা দাস এবং পুরুষ বিভাগে সৌম্যজিত ঘোষ বাঙলার সবেধন নীলমণি। এদের সঙ্গে আরও একটি নাম অবশ্যই নিতে হবে। তিনি হলেন, ইতিমধ্যেই বক্সিং জগতে আলোড়ন ফেলে দেওয়া শিবা থাপা।

এছাড়া শুটিং, তীরন্দাজ ইত্যাদির মতো ব্যক্তিগত ইভেন্টে ভারতের লড়াই এবার নজর রাখতে হবে। টেনিসে সানিয়া–লিয়েন্ডারদের দিকে চোখ থাকবে দেশবাসীর। পুরুষদের হকির পাশাপাশি মহিলা হকি থেকেও এবার পদক আশা করছে ভারতীয় ম্যানেজমেন্ট।

কাগজে কলমে আর মাত্র কয়েক মাসের অপেক্ষা(শেষপর্যন্ত নির্ধারিত সময় অলিম্পিক্স হলে)। তারপর আরম্ভ হবে এই দুনিয়ার বৃহত্তম ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আসর অলিম্পিক্স। প্রাচীনকালে গ্রিস দেশে বিশ্বজনীন ক্রীড়া অলিম্পিক্সের শুরুয়াত হয়। তারপর প্রতি চার বছর অন্তর তা আয়োজিত হয়ে চলেছে। আসলে অলিম্পিকসের মাহাত্ম্যই বোধহয় এটা। যেখানে তাবড় ক্রীড়াবিদরা নিজেদের মেলে ধরতে উন্মুখ হয়ে ওঠেন। তাও আবার ব্যক্তিগত নৈপুণ্যতা দেখিয়ে পদক জেতা আর দেশের হয়ে জাতীয় সঙ্গীতের তালে তালে সোনা–রূপা গলায় ঝোলানোর মজাটাই আলাদা। এমনিতে অলিম্পিকসের চিরকালীন রীতি হল এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়াটাই বড় কথা। হার–জিত এসব পরের ব্যাপার। যদিও এখনকার এই যুগে দাঁড়িয়ে কেউ শুধু প্রতিযোগিতার আস্বাদন নিতে আসে তা নয় মোটেই। বরং বেশি করে নজর থাকে কিভাবে দেশকে গৌরবান্বিত করা যাবে গোটা খেলাধুলার দুনিয়ার সামনে। এই মুহূর্তে যা অবস্থা তাতে অলিম্পিক্স হয়তো পুরোপুরি ভেস্তে না গেলেও বেশ কয়েক মাস পিছিয়ে যেতেই পারে। সেক্ষেত্রে এই বছরের শেষের দিকে হয়তো অলিম্পিক্স আয়োজিত হল। তাও গ্রেটেস্ট শো যাতে বন্ধ না হয় সেই কামনাই করছে সবাই। আর এক্ষেত্রে ইন্ধন জোগাবে ক্রীড়াপ্রেমীদের একটা বড় অংশ।

ক্যারাটে বেল্ট পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : আন্তর্জাতিক নারী দিবসে রবিবার দক্ষিণ বারাশত শিবদাস আচার্য উচ্চ বিদ্যালয় অল ইন্ডিয়া ইন্টার ন্যাশনাল স্পোর্টস ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ও ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার সহযোগিতায় পরীক্ষা হয়ে গেল বারুইপুর খাসমল্লিক, সন্তোষপুর, জয়নগর, দক্ষিণ বারাশত,রায়দীঘি ও ধপধপি শাখা থেকে ১৩০ জন ছাত্র–ছাত্রী এই পরীক্ষায় অংশ নেয় এদিন এই

পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন শিহান সমীর সরদার, সেনসাই খোকন মন্ডল,সেনসাই অদিতি হালদার।

শিহান সমীর সরদার বলেন, সারা বছরই এই শাখার মাধ্যমে ক্যারাটে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন ধরনের বেল্ট প্রদান করা হবে। এই পরীক্ষার ভিত্তিতে এদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়কে গেঞ্জি দেওয়া হবে। এদিন পরীক্ষা উপলক্ষে অনেক শিশু অংশ নিয়েছিল। ক্যারাটে প্রয়োজন যে বাড়ছে আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে তাঁরই প্রমাণ পাওয়া গেল এদিনের এই পরীক্ষা কেন্দ্রে।

জাতীয় অ্যাথলিট অভিজিৎ এখন ট্রেনের হকারি করছেন

মলয় সুর : ছোট থেকেই নিয়ম করে তিনি হাঁটতেন, দৌড়তেন। স্কুলে তাঁর খেলাধূলার প্রতিভা দেখে মুগ্ধ ছিলেন তাঁর শিক্ষকরা। বড় হয়ে ট্রাক অ্যান্ড ফিল্ডে নাম করবেন। এই আশাতেই বিদ্যালয় স্তর থেকেই বিভিন্ন ইভেন্টে নাম দিতেন হুগলির কোন্নগরের অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। অভিজিৎ যে বছর মাধ্যমিক দিচ্ছেন তখন অসুস্থ হয়ে পড়েন তার বাবা অসীম মুখোপাধ্যায়। তার মা সর্বাণী দেবী। তারাই তাদের ছেলে মূল উৎসাহ যোগাতেন এই ক্রীড়ায় উন্নতি করার জন্য। বহু জায়গা থেকে হাঁটা প্রতিযোগিতায় নানা ধরনের পুরস্কার পেয়েছেন অভিজিৎ। তবে তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল জাতীয় মিটে ভাল ফল করা।

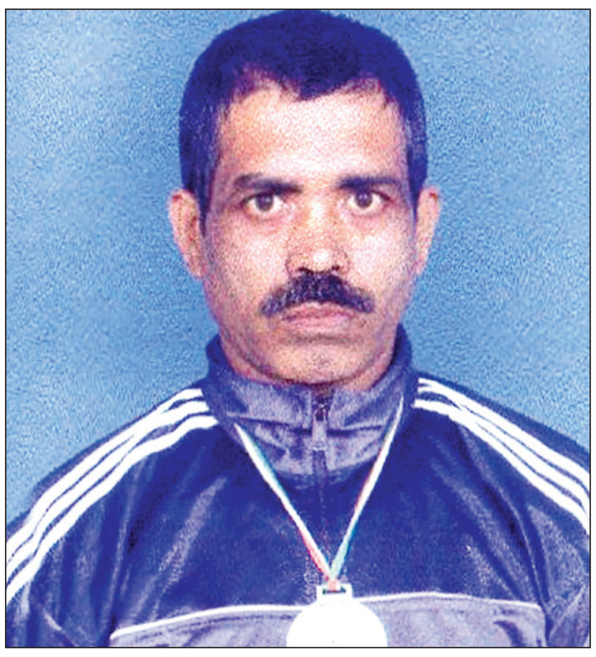

কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস কী রকমভাবে অবহেলিত নষ্টের মুখে চলে যায় প্রতিভা। বাবা ও মা হঠাৎ মারা যায়। মনের ইচ্ছা ও জেদ সাহস অধ্যাবসায় থাকলে কী হতে পারে তাঁর জ্বলন্ত উদাহরণ অভিজিৎ। একদিকে তীব্র দারিদ্র, অন্যদিকে অদম্য ইচ্ছাশক্তি। ১৯৯৩ সালে ৪২তম যুবভারতী স্টেডিয়ামে বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত সর্বভারতীয় পাঁচ কিলোমিটার হাঁটা প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অর্জন করে ব্রোঞ্জ পদক পান। এরপর ১৯৯৪ সালে কাশীপুর সরসা ক্লাবের উদ্যোগে ২০ কিলোমিটার হাঁটা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দেন। সংসারের পুরো দায়িত্ব সারলেও কখনও থেমে থাকেনি তার হাঁটা। একের পর এক রাজ্য মিটে অংশ নিয়ে সাফল্য পেলেও উপেক্ষিত থেকে গিয়েছেন অভিজিৎ।

তবে নিজেকে প্রমাণ করার লক্ষ্যে এখনও হেঁটে চলেছেন বিবাহিত ৪৩ বছরের দৌড়বিদ মাস্টার্স অ্যাথলেটিক মিটে। তারা দুই ভাই। ছোট ভাই অরিন্দম টিভি কোম্পানিতে কর্মরত। অভিজিতের স্ত্রী মমতা, ছোট ভাইয়ের সহধর্মিনী নন্দিতা, একমাত্রা ভাইপো অনির্বাণ এবারে কোন্নগর বিদ্যাপীঠ স্কুল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে। ওই স্কুলের সে প্রতিটি ক্লাসের প্রথম স্থান অধিকার করা ছাত্র। পরিবারের সকলেই অভিজিৎকে উৎসাহ ও প্রেরণা যোগায়। কোন্নগরের ৪৪/১২ দ্বারিক জঙ্গল বাই লেন, ওয়েস্ট অরবিন্দ পল্লি বাসিন্দা অভিজিৎ।

সাংসারিক চাপ সামলাতে তাঁকে বেছে নিতে হয়েছে হকারিকে। আবার বালির জুটমিলে ফিনিশিং ডিপার্টমেন্টের অস্থায়ী কর্মী। কখনও কাজ মেলে, তবে বেশির ভাগ দিন কাজ পায় না। আয়ও যৎসামান্যই। তাই বাধ্য হয়েই হাওড়া–ব্যান্ডেল মেন লাইনে ট্রেনে পাঁপড় নিয়ে হকারি করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। তাতেও থেমে নেই তাঁর ওয়াকিং রেস। সদ্য ১০ থেকে ১২ জানুয়ারি ২০২০ কেরলের কোঝিকোড়ে আয়োজিত জাতীয় মাস্টার্স অ্যাথলেটিক মিটে। সেখানে অভিজিৎ সপ্তম স্থান অর্জন করেন। যদিও তাঁর নুন আনতে পান্তা ফুরনোর অবস্থা।

সেখানে কোন্নগরের প্রতিটি ক্লাবের সদস্যরা চাঁদা তুলে তাঁকে অর্থ সাহায্য করেন। এমনকি কোন্নগর পুরসভার অস্থায়ী পদে চাকরি করলেও সেই কাজে তাঁকে বলে দেওয়া হয় দরকার নেই। তাই স্বপ্ন রয়ে গেল স্বপ্নের জায়গায়। বিভিন্ন জায়গায় একটা চাকরির জন্য আবেদন করেছিলেন কিন্তু সাড়া মেলেনি। জীবনে পেয়েছেন বহু সার্টিফিকেট। কিন্তু আজ যেন সেই সার্টিফিকেটগুলি মূল্যহীন হয়ে আবর্জনা স্বরূপ পড়ে আছে। এসবের ভিতরেই ২০১৯ সালের ২৮ জুলাই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের শতবর্ষে অভিজিৎ লাল–হলুদ জার্সি পরে কুমোরটুলি পার্ক থেকে হাঁটেন ক্লাব পর্যন্ত। এ প্রসঙ্গে অভিজিতের কথায়, আমি অনেক ম্যারাথন বা হাঁটার প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছি। কিন্তু এ হাঁটার আনন্দটা আলাদা। শরীর ঠিক থাকলে হাঁটার পরামর্শ দেব সবাইকে। প্রতিদিনের সূর্যাস্তের মতো গভীর অতলে তলিয়ে যেতে চলেছে আরও একটি আত্মবিশ্বাসী প্রতিভা।

হুগলি ল’ ক্লার্কসদের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ বিশ্ব নারী দিবসের দিন রবিবার পশ্চিমবঙ্গ ল’ ক্লার্কস অ্যাসোসিয়েশনের হুগলি জেলা কমিটির উদ্যোগে চন্দননগর মহকুমা আদালত শাখার ব্যবস্থাপনায় আমন্ত্রণমূলক নক আউট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। চন্দননগর আদালতের মধ্যে খেলা হয়। এতে ফাইনাল ম্যাচে শ্রীরামপুর সীমিত ৬ ওভারে ১২৪ রান হয়ে গিয়েছিল। চ্যাম্পিয়ন শ্রীরামপুর রানার্স চন্দননগর ল’ ক্লার্কসরা। শ্রীরামপুর ল’ ক্লার্কস দলের কালী সাহা ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ও ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট হন। ম্যাচের ফুরফুরে পরিবেশে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি প্রদীপ চক্রবর্তী, প্রধান অতিথি আইনজীবী শুভজিৎ সাউ, চন্দননগর ল’ ক্লার্কসের সম্পাদক শিবশঙ্কর কোলে, রাজ্য কমিটির সদস্য বসন্ত চক্রবর্তী, জেলার কার্যকরী সভাপতি প্রদীপ দাস, জেলার কোষাধ্যক্ষ নারায়ণ হালদার। এদিন বর্ষীয়ান ল’ ক্লার্কস রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী স্মরণে টুর্নামেন্ট।

বিধায়ক বনাম সাংবাদিক

ক্রিকেট ম্যাচ শেষ হল বারাশতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : বাংলার গর্ব মমতা শিরোনামে গত ৭ মার্চ থেকে ৭৫ দিনের কর্মসূচি শুরু হয়েছে রাজ্যজুড়ে। এরই অংশ হিসেবে মঙ্গলবার জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাসের উদ্যোগে দক্ষিণ বারাশত ফুটবল মাঠে বিধায়ক একাদশ বনাম সাংবাদিক একাদশের মধ্যে সীমিত ওভারের প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এদিন টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং নেয় বিধায়ক একাদশ।

ব্যাটিং এ নেমে সাংবাদিক একাদশ ১২ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ১২৮ রান করে। তাঁর জবাবে খেলতে নেমে বিধায়ক একাদশ ১০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ১৩১ রান করে এই ম্যাচে জয়লাভ করেন। পরে বিজয়ী বিধায়ক একাদশের অধিনায়ক তুহিন বিশ্বাসের হাতে বিজয়ী দলের ট্রফি এবং রানার্স সাংবাদিক একাদশের দলের অধিনায়ক প্রসেনজি সাহার হাতে রানার্স ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। এদিন এই খেলাতে জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস বোলিং ও ব্যাটিং করেন।

এদিন খেলার শেষে বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস বলেন, বাংলার গর্ব মমতা ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী সাংবাদিকদের সঙ্গে রাজনীতির বাইরে গিয়ে ক্রিকেট ম্যাচ খেললাম। সাংবাদিক ও জন প্রতিনিধিদের মধ্যে নিবি। সম্পর্ক গড়তে মাঝে মধ্যে এরকম খেলার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি।

শিশুদের ক্যারাটে প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : নারী দিবসে দাঁড়িয়ে মেয়েদেরকে নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য ক্যারাটের প্রয়োজন কতটা তা বোঝানোর সময় এসেছে। তাই দিনে দিনে বাড়ির ছোট্ট শিশুদের কে তাদের অভিভাবকরা ক্যারাটে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভর্তি করাচ্ছে। রবিবার জয়নগর গার্লর্স হাইস্কুলে ওয়াল্ড সিটোরাউ ক্যারাটে ডো সিসেনকাই ইন্ডিয়ার উদ্যোগে সিসেনকাই বেল্ট পরীক্ষা ও বেল্ট প্রদান কর্মসূচি হয়ে গেল। এ দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, জয়নগর থানার আইসি অতনু সাঁতরা, জয়নগর উত্তর চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক কৃষেন্দু ঘোষ, কুলতলি ব্লকের অন্বেষা কাউন্সিলার সুপর্ণা কন্ট,সাংবাদিক উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, স্মরণজিত চ্যাটার্জ্জী,চন্দন চ্যাটার্জী, উদ্যোগী সংস্থার চিফ অ্যাডভাইজার কমল শিকদার, শিহান দেবব্রত হালদার সহ আরো অনেকে। উক্ত অনুষ্ঠানে বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস বলেন, বর্তমান যুগে ছেলেমেয়েরা পড়াশোনার চাপে খেলাধুলাকে ভুলে যেতে বসেছে তাই তিনি অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলেন, শিশুদের ছোট বেলাকে এইভাবে কেড়ে নেবেন না। ওদেরকে পড়াশোনার পাশাপাশি একটু মাঠে খেলতে দিন, সুস্থ জীবন গড়তে দিন। ক্যারাটে এমন একটা খেলা যাতে শরীরের যেমন ব্যায়াম হয় তেমনি নিজের আত্মরক্ষা নিজেরা করতে পারে। তাই এই জাতীয় খেলা থেকে আরও বেশি করে শিশুদের কে এগিয়ে আনার অনুরোধ করেন তিনি।এ দিন পরীক্ষার পরে বিভিন্ন ধরনের বেল্ট ও শংসাপত্র প্রদান করা হয়। এছাড়া অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের হাতে মেডেল ও পেন তুলে দেওয়া হয়। আগামী দিনে এই প্রশিক্ষণ নিয়ে আরো কিছু করার ভাবনা আছে বলে জানান শিহান দেবব্রত হালদার।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9830294992 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন’হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com